# পণ-পরিণাম

নাটক

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

ফাল্গুন —১৩৪৫

মূল্য ১৷৷০ দেড়টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়
গ্রাম কাষ্টশালী, পোষ্ট পূর্বস্থলী,
বর্দ্ধমান

প্রিণ্টার— শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

| | | |
|---|---|---|
| যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় | | |
| মোহিত | | |
| জগৎ | | ঐ জামাতা |
| শশধর | ... | মোহিতের বাল্যবন্ধু |
| যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি |
| গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য | ... | গ্রামস্থ সাধারণের মা |
| বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় | ... | কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ |
| রাম ঘটক | ... | ঘটক |
| নবীন বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | পাত্রের পিতা |
| হারাধন, কৈলাস | ... | যজ্ঞেশ্বরের ভৃত্য |
| নিত্যানন্দ বাবাজী | ... | মঠস্বামী |
| হরিদাস | ... | মঠের বৈষ্ণব |

অন্যান্য বৈষ্ণবগণ, অনিলার ছোট ভাই ( পাঁচ বৎসর বয়স )

## নারীগণ

| | | |
|---|---|---|
| অন্নপূর্ণা | ... | যজ্ঞেশ্বরের পত্নী |
| কমলা | ... | ঐ কন্যা |
| অনিলা | ... | যাদবচন্দ্রের কন্যা |
| অন্নদা | ... | গঙ্গাধরের স্ত্রী |
| মোক্ষদা | ... | যাদবচন্দ্রের পত্নী |
| | | ঐ গ্রামের বিধবা |
| মঙ্গলা | | যাদবচন্দ্রের চাকরাণী |

ঘটনাস্থল—পাটুলি গ্রাম ও ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বৈষ্ণবদিগের মঠ।

# পণ-পরিণাম

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বৈঠকখানা

( যজ্ঞেশ্বর গঙ্গাধর ও জগৎ আসীন )

গঙ্গা। তা'হলে মোহিতের বিবাহ যাদব বাবুর কন্যার সঙ্গেই স্থির ?

যজ্ঞে। স্থির আর কি ক'রে বলি।

গঙ্গা। কেন ? এই শুন্‌লাম না, দেনা পাওনা সব স্থির হ'য়ে গেছে। আপনি তাকে কথাও দিয়েছেন। স্থির হ'তে আর বাকি কি ?

যজ্ঞে। ব'লেছি বটে—বিবাহ দিব। কি জানেন—বিবাহ ব্যাপার—সবই ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করে। মানুষের এতে কোন হাত নেই।

গঙ্গা। তা তো নেই, তবে আপনার মনোগত অভিপ্রায় কি ?

যজ্ঞে। কেন, যাদববাবু কি আপনাকে কিছু জান্‌তে ব'লেছেন ?

গঙ্গা। তিনি আর কি ব'লবেন ! তিনি দেনা পত্র ক'রে টাকার যোগাড় ক'রে আপনার আশায় ব'সে আছেন। আপনি আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি।

যজ্ঞে। দেখুন, বিয়ে দিতে আমার তো কোন অমত নেই। কথা হচ্চে কি যাদববাবু বড় অল্প টাকা খরচ ক'রতে চান্। মোটে তিন হাজার! এত অল্প টাকায় কি করি। অলঙ্কারই বা কি দেব, খরচই বা কি ক'রব। মহাভাবনায় প'ড়েছি।

গঙ্গা। তা'হলে তাকে কথা দিলেন কেন? সে বেচারী যে আপনার উপর নির্ভর ক'রে ব'সে আছে।

যজ্ঞে। কি করি বলুন, লোকটা ধ'রলে—গাঁয়ের লোক। এখন ভেবে দেখ্‌ছি এত অল্প টাকায় কি ক'রে পেরে উঠি।

গঙ্গা। যখন কথা দিয়েছেন, আর কথার নড়্‌চড়্‌ করা উচিত নয়। মেয়েটি বড় ভাল, আপনার কিছু টাকা বেশী কমে কি যায় আসে?

যজ্ঞে। মেয়েটি ভাল ব'লেই তো এতটা অগ্রসর হ'য়েছি কিন্তু দেখ্‌ছি এত অল্পটাকায় কিছুতেই খরচে কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ব না। ভবিষ্যতে কোন পাওনারও আশা নেই।

গঙ্গা। ভবিষ্যতের আর কি আশা থাক্‌বে? যাদববাবু নিতান্ত ভদ্রলোক, তিনি কি আর যত্ন আদর ক'রতে ত্রুটি ক'রবেন?

যজ্ঞে। দেখলেন না—শশধর বিয়ে ক'রে শ্বশুরের কত সম্পত্তি পেলে?

গঙ্গা। সে এখন অদৃষ্টের কথা। শশধরের সম্বন্ধী দপ্‌ ক'রে মারা গেল, শ্বশুরের আর ছেলে পিলে নেই—কাজেই শশধর সম্পত্তির মালিক হ'য়ে ব'সল। মোহিতের ভাগ্যে থাকে যাদব বাবু নির্ব্বংশ হবে। আপনার যা অবস্থা মোহিত কি জন্যে পরের প্রত্যাশী হবে?

যজ্ঞে। আরে রাম! রাম! আমি কি তাই ব'লছি? আমি যে ছেলের বিয়ে দিচ্চি, যাদব বাবু কি আর সাধ আহ্লাদ করতে পারবে? তাই ভাবছি।

গঙ্গা। একটি মেয়ে—সাধ আহ্লাদ ক'রবে না, বলেন কি? এত ভাবতে গেলে কি ছেলের বিয়ে দেওয়া হয়?

যজ্ঞে। ভাবতে হয় বইকি। আমার আছে ব'লেই যে আমার প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব তা হ'তে পারে না। পাওনা একটা সামাজিক মান। আমি তো আর দায়ে প'ড়ে বিয়ে দিচ্চি না, আমায় সব দিক বিবেচনা করতে হবে।

জগৎ। মামার কি, ছুদিন আমোদ করতে পেলেই হ'ল। এ একটা কঠিন সমস্যা। অনেক বিবেচনার দরকার। একবার হ'য়ে গেলে আর ফিরবে না। লজ্জার চড় গাল পেতে নিতে হবে।

গঙ্গা। কি জানি বাপু, আমরা সামান্য লোক। এতশত বুঝিনে। তবে এটা বুঝি, বেশী আশা করাও ভাল নয়।

( যাদববাবুর প্রবেশ )

যজ্ঞে। আসুন, আসুন। কি মনে ক'রে বলুন?

যাদব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিন দেখালাম,—২৮শে বৈশাখ উৎকৃষ্ট দিন। জ্যৈষ্ঠ মাসে তো ছেলের বিয়ে দেবেন না। এই দিনে যাতে বিবাহ হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

যজ্ঞে। কত ভাল দিন আছে। বৈশাখে না হয়—আষাঢ় মাসে হবে। আষাঢ়ে না হয়—শ্রাবণে হবে। তা'তে আর কি? ভট্টাচার্য্যদের কাছে শুভ কার্য্যের দিন দেখাতে গেলে, যত নিকটে পান খুঁজে বার করেন। কোনখানে যাবার দিন দেখ্তে ব'ল্লে ভাল দিন আর খুঁজে পান না। এই রকম ক'রে কত কাজ আমার পণ্ড ক'রেছেন। দিন স্থির হবে। এদিকের কথা বার্ত্তা স্থির হ'য়ে গেলেই হয়।

আমিত ব'লেছি, আমার কোনই আপত্তি নেই। আপনার মেয়ে ঘরে নিয়ে আসব—এতো আমার পরম আনন্দের বিষয়। পাকা কথা স্থির হ'লেই হ'ল।

যাদব। সব কথাই তো স্থির হ'য়ে আছে, আর কি পাকা কথা হবে?

যজ্ঞে। কি জানেন—বিবাহ ব্যাপার! আপনিতো কখনো এ সব কাজ করেন নি, সেই জন্য ভাবছেন এক কথায় সব শেষ হ'য়ে যাবে। কথায় বলে, লক্ষ কথায় বিয়ে। এতে অনেক ভুগ্‌তে হয়। আমি মেয়ের বিয়েতে কোথায় না গিয়েছি? গাঁ সব ওলোট পালট ক'রে খুঁজেছি। আপনাকে ব'লব কি, তিনটি বছর নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়েছে। এই সব ঠিক্ ঠাক্ হয় আবার ভেঙে যায়। ভাবলাম, মেয়ের বিয়ে বুঝি দিতে পারলাম না। ঘর মেলে তো পাত্র মেলে না। আমি কি কম দেক্‌দারী হ'য়েছি!

যাদব। ঈশ্বর আমায় আপনার মত সদাশয় ব্যক্তিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আপনার মত আমায় ভুগতে হবে কেন?

যজ্ঞে। দেখুন, আপনাকে ব'লতে কি—বিয়ে দিতে আমার কোনই আপত্তি নেই। আপনার কন্যাকে চিরদিন আমি নিজের কন্যার মতনই দেখি। সে আমার ঘরের বউ হবে, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হ'তে পারে? এক গাঁয়ে—স্বঘর—এমন সুরূপা কন্যা পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনারও পরম সুবিধা। বাড়ী ব'সে ব'সে মেয়ের বিয়ে দেবেন। আমার রাস্তা খরচই দু'শ' টাকা হ'য়ে গিয়েছিল, আর হায়রানি—সে আর কি বলব? একদিন এক হাট-চালায় শুয়ে রাত কাটালাম। যার বাড়ী গিয়েছিলাম সে আমাদের থাকতেও ব'ল্লে না—কি কষ্টই পেয়েছি! এখন মনে হ'লে হৃৎকম্প হয়।

যাদব। ভগবানের অসীম দয়া, তিনি আমার বাড়ীর কাছে পাত্র ঠিক ক'রে রেখেছেন। মানুষ কি ক'রতে পারে বলুন? সবই ভগবানের হাত। আমরা সামান্য লোক, কোথায় বা চেষ্টা করতাম?

যজ্ঞে। দেখুন, আপনাকে কথা দিয়ে আমি বড় বিপদে প'ড়েছি। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, অনেক হিসেব ক'রলাম, এই তিনহাজার টাকায় কিছুতেই খরচ কুলিয়ে উঠতে পারব না।

যাদব। আপনি তা কি ক'রে পারবেন? আপনার যে প্রকার মান-সম্ভ্রম তাতে আপনার দশ হাজার টাকা খরচ করা উচিত।

যজ্ঞে। বেশ কথা ব'লেছেন! আমি ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে ঘর থেকে আর সাত হাজার টাকা খরচ করি, এইটা আপনার ইচ্ছা, নয়?

যাদব। আপনার ইচ্ছা না হয়, আপনি ক'রবেন না। তাতেই বা আপনাকে কে কি বলছে?

যজ্ঞে। বেশ! বেশ! আমি একমাত্র ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্চি, আমি দশখানা গাঁয়ের লোক খাওয়াব না? বাজনা বাদ্য ক'রব না? থিয়েটার যাত্রা আ'নব না? বাঁধা রোসনাই ক'রব না? ছেলের বউ এর গায়ে দুখানা অলঙ্কার দেব না? চুপ্ চাপ্ ক'রে ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলব? কেন, আমার কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে বল্‌তে পারেন?

যাদব। সবই আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

যজ্ঞে। আমার তো একটা সামাজিক মান আছে। দশজন লোকতো প্রত্যাশা করে।

যাদব। তা আর ব'লতে হবে কেন!

যজ্ঞে। তবে? আমি ঘর থেকে টাকা বার ক'রে আপনাকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার ক'রব—কেমন?

যাদব। আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, আপনি ইচ্ছা ক'রলে সবই ক'রতে পারেন।

যজ্ঞে। বলি তা তো হয় না—ছেলের বিয়েতে কে ঘর থেকে টাকা খরচ করে? যার ছেলে মূর্খ, না হয় কানা-খোঁড়া, বিয়ে হয় না, সেই করে। যেটা সঙ্গত তাই বলুন না।

যাদব। আমি কি ব'লব! আমার যদি সঙ্গতি থাকত আপনাকে ব'লতে পারতাম। আমি যখন আপনার দয়ার পাত্র—আপনি যখন দয়া ক'রে আমার মেয়েটিকে নিতে চেয়েছেন, তখন আমার আর বলবার কিছু নেই।

যজ্ঞে। শুনুন, আপনাকে এক কথা বলি। আপনাকে কথা দিয়েছি, কথার নড়্‌চড়্‌ ক'রতে আমার ইচ্ছে নেই। আপনি আর দু হাজার নগদ দেবেন। বাদ বাকি আমি ঘর থেকে খরচ ক'রব। ছেলের বিয়ে দিয়ে লোকে টাকা পায়, আমায় খরচ ক'রতে হবে!

যাদব। বেশ ব'লেছেন! আমার আর একশতটাকা দেবার সঙ্গতি নেই, আমি আর দু'হাজার টাকা দেব কোত্থেকে? এই তিন হাজার টাকা যোগাড় ক'রতে আমায় কত লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হ'য়েছে জানেন? এমন বন্ধু নেই যে তার কাছে টাকা ধার করিনি। স্ত্রীর অলঙ্কার যা ছিল গলিয়ে দিয়েছি। আর কোনই সম্বল নেই।

যজ্ঞে। তা ব'ল্লে কি ক'রে হবে। আমি কি সবটাকা ঘর থেকে বার ক'রতে পারি—লোকে আমায় ব'লবে কি?

যাদব। লোকে আপনার একবাক্যে যশোগান ক'রবে। আপনি প্রকৃত দয়ার কাজ ক'রছেন। আমার কি সাধ্য আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করি। আমি সামান্য লোক। আপনি অনিলাকে ভালবাসেন তাই

এত অল্প টাকার বিয়ে দিতে সম্মত হ'য়েছেন। টাকার কথা আর তুলবেন না।

যজ্ঞে। না তুলে ক'র্ছি কি? আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম, কিছুতেই এ টাকায় পেরে উ'ঠবনা। আপনি গ্রামের লোক, পরম সুহৃৎ, মেয়েটিও আমার বড় পছন্দ—সুলক্ষণা—রূপবতী—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—তাই আমি এত অল্প টাকায় স্বীকৃত হ'য়েছি। আপনি আর দু'হাজার দিতে কোন মতে অমত ক'রবেন না। কোন উপায়ে যোগাড় ক'রে দিন, আমি এই দিনেই বিবাহ দিয়ে ফেল্‌ছি।

যাদব। দেখুন—আমায় আর লজ্জা দেবেন না। আমার যতটা ক্ষমতা আমি একবারে দিতে রাজী হ'য়েছি। আমার এ তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে দায়গ্রস্ত হওয়া উচিত ছিল না কিন্তু কি ক'রব;—সন্তান! বড় আদর যত্নে মানুষ ক'রেছি। তাকে সৎপাত্রে দেব, সে চিরকাল সুখে থাকবে, এই লোভে আমি দরিদ্রতা বরণ করেছি। আমার আর কিছুই নাই—আপনি বিশ্বাস করুন।

যজ্ঞে। তা'হলে কি করি বলুন! আমি ঘর থেকে এত খরচ ক'রে ছেলের বিয়ে দিতে পারব না। আমায় তাহলে বিয়ে এখন বন্ধ রাখতে হ'লো।

যাদব। আমার গলায় তা'হ'লে পা দেওয়া হয়। আমি যে একবৎসর কাল আপনার আশায় অন্য কোনখানে চেষ্টা না ক'রে আছি, ধার কর্জ্জ ক'রে বিপন্ন হ'য়েছি। আমার মেয়ে বড় হ'য়েছে, বিয়ে না দিলে আমি যে ধনে প্রাণে মারা যাব।

যজ্ঞে। বিবাহ ব্যাপার! এ কি এক কথায় হয়?—কথা দিয়েছি ব'লেই যে আমি আপনার সর্ব্বনাশ ক'রেছি—এ কথা ভাবা অন্যায়। পাত্র

একবারে সব ছড়াছড়ি যাচ্ছে! আমি কথা না দিলে আপনি এতদিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলতেন আর কি! কথা দিয়েছিলাম, তখন আমি খরচের আন্দাজ ক'রতে পারিনি—এখন দেখছি আর দু হাজার টাকা না পেলে আমি কিছুতেই খরচ সামলাতে পারব না।

যাদব। আমি তাহলে কি ক'রব? আমার তো আর কোন অবলম্বন নেই। আমায় কে টাকা ধার দেবে? আপনি এতদিন আশা দিয়ে এখন নিরাশ্বাস ক'রবেন?

যজ্ঞে। মহা বিপদ! আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। আপনার বাড়ী আর যা জমী আছে আমার কাছে বন্ধক রাখুন। আমি আপনাকে দু হাজার টাকা ধার দিচ্চি। আপনার সুবিধা মত পরিশোধ ক'রবেন।

যাদব। বেশ ব'লেছেন! এই যা কর্জ্জ ক'রেছি, সমস্ত জীবনে উপার্জ্জন ক'রে শোধ ক'রতে পারব কিনা সন্দেহ। বিষয় বাড়ী আপনাকে বন্ধক দিয়ে আমি কি তা ফিরে নিতে পারব? আমার স্ত্রীপুত্র দাঁড়াবে কোথায়? আপনার গোয়ালে কি তাদের স্থান দেবেন?

যজ্ঞে। এত ভাবলে কি মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়? এযে মস্ত দায়,—পিতৃমাতৃদায় অপেক্ষা বেশী। দায়গ্রস্ত না হ'য়ে কটা লোক মেয়ের বিয়ে দিতে পারে? তা'হলে আমায় আর অনুরোধ ক'রবেন না। বেলা হ'লো, আমি উঠি—( উঠিতে উদ্যত )

যাদব। উঠবেন না, ( যজ্ঞেশ্বরবাবুর পা ধরিয়া ) আপনার পায়ে ধ'রছি—আমায় রক্ষা করুন—আমায় বাঁচান। আমি একবৎসর কাল আপনার আশায় প্রাণধারণ ক'রে আছি। আমার কন্যা অরক্ষণীয়া। আমি সর্ব্বস্ব পণ ক'রে আপনার ভরসায় ব'সে আছি। আমায় দয়া

করুন।—ভিক্ষাস্বরূপ এই টাকাটা আমায় ছেড়ে দেন। আমি সদ্বংশজাত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমায় দান ক'রলে সৎপাত্রে ধনদান করা হবে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা হবে, ভয়ার্ত্তকে অভয় দান করা হবে। ঈশ্বর আপনাকে এর দশগুণ দেবেন। আমার বুকে বজ্রাঘাত ক'রবেন না।

যজ্ঞে। বিষ্ণবে নমঃ! বিষ্ণবে নমঃ! ওকি করেন? আপনি দেখ্ছি নেহাৎ ছেলে মানুষ!—পা ছাড়ুন, পা ছাড়ুন।

যাদব। না—আপনি অভয় না দিলে আমি কিছুতেই আপনার পা ছাড়ব না। আমার কন্যাটিকে আপনাকে নিতেই হবে। আমি এতকাল উপার্জ্জন ক'রে কখনো দুশত টাকা এক সঙ্গে সঞ্চয় ক'রতে পারিনি। কেবল কন্যাদায়ে প'ড়ে আত্মীয়স্বজনের হাতে পায়ে ধ'রে—কোন রকমে আমি তিন হাজার টাকা একত্র ক'রেছি। কেবল মোহিতের সঙ্গে অনিলার বিয়ে দেব ব'লে আমি সর্ব্বস্ব পণ করেছি। আমায় পায়ে ঠেল্বেন না।

যজ্ঞে। আরে রাম! রাম! আপনি করেন কি? ছাড়ুন—ছাড়ুন (পা ছাড়াইয়া)—ভণ্ডামি করেন কেন? আমি ঘরের টাকা দিয়ে আপনার মেয়ের বিয়ে দেব! যান বেলা হ'য়েছে, স্নান-আহার করবেন যান। এমন আপদ তো দেখিনি! বলছি,—পেরে উঠব না, তবু ছাড়বেন না!

যাদব। (পা ছাড়িয়া)—উঃ! আপনি কি নিষ্ঠুর!—আমি পায়ে ধ'রে এতবার আপনার সাধ্য-সাধনা ক'রলাম, আপনার কিছুতেই দয়া হ'লো না? আপনি মানুষ? হিন্দু? ব্রাহ্মণ? আপনি দেখ্ছি নরাধম, কসাইএর চেয়েও নির্দ্দয়। আপনি জীবন্ত মানুষের ছাল ছাড়িয়ে লন—রাজদ্বারে আপনাকে দণ্ড দিতে হয় না কেন ব'লতে পারেন? বর্ণ

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে, যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে আপনি কসাইএর অধম কাজ ক'রছেন ; আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা না করাই শ্রেয়ঃ। আমার কন্যা না হয় অবিবাহিতা থাকবে, তবু কসাইএর ঘরে মেয়ের বিয়ে দেব না। চ'ল্লাম মশায়, আপনার পেশা জানলাম—আর আমার মনে কোন কষ্ট নেই।

( প্রস্থান )

যজ্ঞে। আচ্ছা, আচ্ছা। আর লেকচার দিতে হবে না। লোকটা কি নচ্ছার দেখেছ। কেঁদে কোকিয়ে দেখ্‌লে যদি ফাঁকি দিতে পারে। না পেরে এখন গাল দিয়ে গেল।

জগৎ। এ রকম লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা না হ'য়েছে ভালই হ'য়েছে। আপনি একটু আশা দিয়েছিলেন কি না—আপনাকে একবারে পেয়ে ব'সেছে।

যজ্ঞে। নেহাৎ বাজে লোক! মনটা খিচরে দিয়ে গেল। আমায় গাল দিয়ে যায়—বিয়ের কথা, তাই আমি সহ্য ক'রলাম ; নইলে মারের চোটে খাল খুলে দিতাম। আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় ও লোকটা যেন না আসে। দশহাজার টাকা দিলেও আর আমি ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিচ্চিনে।

জগৎ। ভিখারী ভিক্ষা না পেলেই গাল দিয়ে থাকে—নূতন কিছু নয়।

যজ্ঞে। আমি চ'ল্লাম—স্নান করিগে। লোকটা এমন ছোট লোক—কিছুতেই পা ছাড়ে না। আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। প্রাতঃকালে কি গ্রহ দেখ।

( প্রস্থান )

গঙ্গা। যাহ'ক বাবা, বড়লোক হওয়া অনেক সুবিধা। গরীব দুঃখীর কান্নাকাটিতে কষ্ট পেতে হয় না। ব্রাহ্মণের কাকুতি-মিনতি দেখে

আমার চোখে জল এসেছিল আর কি! আমার উপর ভগবানের দয়া নেই কে বলে? এই অবস্থার উপর যদি তুই একটী কন্যারত্ন ছেড়ে দিতেন, তাহলে হ'য়েছিল আর কি!

জগৎ। আমাদের সমাজের নিয়ম এই। মেয়ে পার করবার সময় সবাই কাঁদা-কাটি করে। পাত্রের পিতাকে কতই নিষ্ঠুর ভাবে। আবার ছেলের বিয়ে দেবার সময় সব ভুলে যায়—ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে।

গঙ্গা। তা বটে। আচ্ছা, জামাই বাবু, আমাদের কালে যেন এ থাল-ছাড়ান প্রথাটা ছিল না,তাহ'লে আমায় এ অবস্থায় দেখতে পেতে না। তুমি তো বাবা, এ কালের ছেলে—লেখা-পড়া জান, চেহারাও ভাল, শ্বশুরও বেশ শাঁসাল পেয়েছিলে। বিয়ের সময় তুমি এক চোট মেরে নিতে পারনি? একটা ব্যবসা, না হয় মহাজনী ক'রে নিজের বাড়ীতে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাকতে। তা তোমার শ্বশুর মশায় তোমায় ছেলের মতনই ভালবাসেন, সবই তোমায় দিচ্চেন, কিন্তু এর ভিতর একটু কথা আছে। আমি বাবা, মন খোলা লোক। যা মনে আসে, না ব'লে থাক্‌তে পারিনে। কিছু যেন মনে ক'রোনা। এই জামাই শব্দটী নূতন নূতন যেমন শুন্‌তে মিষ্টি লাগে, পুরাণো হ'লে আর তেমন শোনায় না। বুড়ো বয়সে জামাই ব'লে ডাকলে যেন গাল দিচ্চে ব'লে মনে হয়। যতকাল তুমি শ্বশুর বাড়ীতে থাকবে, জামাই নাম তোমার ঘুচবে না। এ স্থানের এমন গুণ, হাতের কড়ি খরচ ক'রে থাকলেও লোকে ব'লবে, তুমি শ্বশুরের খেয়ে আছ। তোমার ন্যায় গুণবান ছেলে চিরকালকার মত এ বদনামটা গায়ে মাখলে কেন?

জগৎ। কি জানেন মামা, আমার বাবা বড় ভাল মানুষ ছিলেন। যজ্ঞেশ্বর

বাবু যখন তাঁকে গিয়ে ধ'রলেন, তিনি দেনা-পাওনার বিষয় তাঁর উপর ছেড়ে দিলেন, ইনি একদম ফাঁকি দিলেন। বাবা মারা গেলেন, বাড়ীতে অন্য কেউ নেই। এঁরাও ছাড়লেন না—বড়ই অনুরোধ ক'রতে লাগলেন, তাই এখানে এসে প'ড়লাম। তবে আমি বেশী দিন এখানে থাকব না। একটা চাকরীর সুবিধা হ'লেই চলে যাব।

গঙ্গা। তা বাবা, যজ্ঞেশ্বর বাবু তোমায় ছেলের মতনই দেখেন—তোমায় কি কিছু না দিয়ে যাবেন ?

জগৎ। তার কে ভরসা করে! (স্বগত) কি ঠকাই ঠকেছি! নিজের ছেলের বেলায় তিন হাজারে হ'লো না—আবার দু হাজার চেয়ে ব'সলেন। পাঁচ হাজার দিতে চাইলে, হয়ত সাতহাজার দাবী ক'রে বসতেন। বাবাকে ভাল মানুষ পেয়ে চারশ' কি পাঁচশ' টাকা নগদ দিয়ে বিদায় ক'রেছেন। এত টাকা থাকতে আমায় এমন ক'রে ফাঁকি দিয়েছেন। আমি কি পাঁচ হাজার টাকা পাবার যোগ্য ছিলাম না? বাবা যদি একটু জোর ক'রে ব'সতেন—সুড় সুড় ক'রে এঁকে এই টাকা বার ক'রে দিতে হ'তো। ওঃ! কি ঠকাই ঠকেছি! আমার ভার নিয়েছেন! কি ভারই নিয়েছেন! আমি এদের কত কাজ ক'রে দিচ্চি। আমার স্ত্রী এদের সংসারে কত খাটছে। তার বিনিময়ে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিচ্চেন। লোকটা কি চালাক! কি ধূর্ত্ত! বাৎসল্যের ভাণ ক'রে কুকুরের মত আমায় পুষে রেখেছেন। আমি যাতে নিজের স্বাধীনতা ভুলে যাই, তাই চেষ্টা ক'রছেন। আমি সজাগ আছি। যেটুকু ভুলেছিলাম, সে কেবল পত্নীর মোহে। আজ আমার সম্পূর্ণ চৈতন্য হয়েছে। আমি যদি আমার প্রাপ্য গণ্ডা আদায় ক'রতে না পারি তা'হ'লে জানব আমি নির্ব্বোধ,

বোকা, বর্ব্বর। মোহিত আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! আর আমি তাদের অনুগ্রহপ্রার্থী!

গঙ্গা। এখন আর ভেবে কি হবে? তবে একটা কাজ ক'রতে পার। এখন যদি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ভয় দেখাও,—একটা ব্যবসা করবার জন্য তিন হাজার টাকা চাই, নইলে আর একটা বিয়ে ক'রতে হবে, তা'হলে বোধ হয় কিছু ফ'লতে পারে।

জগৎ। আপনি কি পাগল হ'য়েছেন? আমি এই কথা বলতে পারি? আমি কি কারও কিছু প্রত্যাশা করি? চাকরি না জোটে—চাষ ক'রে খাব। তাতে হ'য়েছে কি? সংসারে কি সবাই বড় লোক হয়?

গঙ্গা। তুমি বল আর নাই বল—এখনো একটা রাস্তা আছে, তাই তোমায় ব'লে রাখলাম। যাদব চাটুয্যে বড়ই দুঃখিত হ'য়ে গেল।

জগৎ। মোহিতের মনেও বোধ হয় কষ্ট হবে। বিয়ের সময় কোল্‌কাতা থেকে অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে ব'ল্‌ছিল।

গঙ্গা। এখানে না হ'ক আর এক জায়গায় হবে, কিন্তু বেচারীর কি হবে, আমি তাই ভাবছি।

জগৎ। আমরা কি ক'রব বলুন, আমাদের তো কোন হাত নেই। বেলা হ'ল, ওঠা যাক।

গঙ্গা। আচ্ছা বাবা, আসি তবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগান-বাটী

( মোহিত ও শশধর )

মোহিত। ( স্বগত ) তুমি আমার হবে ভেবে তোমায় এত ভালবেসেছি। আগে তোমায় দেখে মনে কোন আশা জাগত না—না দেখলে মনে কোন অশান্তি হ'তো না। আকাশের চাঁদ দেখে যে আনন্দ হয়, অন্যের বাগানে ফুলের শোভা দেখে যে তৃপ্তি হয়, তোমায় দেখে মনে সেই আনন্দ পেতাম। কিন্তু এ সম্বন্ধ হওয়াতে আমার বিশ্বাস জন্মেছে, তুমি আমার দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী নও—তুমি আমার হ'তে পার। তোমার সঙ্গে আপন মনে কথা ক'য়ে, তোমার সঙ্গে বসবাস করা কি শান্তি, জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করা কি সুখ, অনেকটা তা অনুভব ক'রতে পেরেছি। এখন তুমি কেউ নও—এ কথা আর মনে ভাবতে পারি না। তোমার চঞ্চল স্বভাব—অযথা হাসি—কৃত্রিম ক্রোধ, তখনি নিবৃত্তি—সকল বৈশিষ্ট্য—আমার অন্তরের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। মন হ'তে তোমায় আর পৃথক ক'রতে পারিনে।

শশ। মোহিত, আমি দেখছি, তুমি দিন দিন স্বার্থপর হ'য়ে যাচ্ছ। আপনার ভাবনা নিয়েই থাক। তোমায় বিরক্ত ক'রতে না আসাই ভাল।

মোহিত। আমায় মাপ কর। আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলাম।

শশ। তুমি কি ভাবছিলে ?

মোহিত। কি ভাবছিলাম—চৈতন্য হ'লে আর মনে পড়ে না। এক বিষয় চিন্তা ক'রতে ক'রতে আর একটা বিষয় মনে এসে পড়ে। মন যখন ইচ্ছাধীন হয়, তখন আর কিছুই মনে ক'রতে পারি না। কেবল একটা অতৃপ্তি—বেদনা—ব্যথা বুঝতে পারি।

শশ। অভিধানে আর কোন কথা পেলে না?

মোহিত। তাহ'লে ঠিক বোঝাতে পারতাম।

শশ। দেখ, প্রণয় স্বর্গের পারিজাত ফুল, হৃদয়ে একবার প্রস্ফুটিত হ'লে কেউ তার সৌগন্ধ লুকিয়ে রাখতে পারে না। শ্বাস-প্রশ্বাসে, কথা-বার্ত্তায় বার হ'য়ে পড়ে। আমার মনে হ'চ্চে, তুমি অনিলাকে ভালবেসে ফেলেছ। এখন তো সব চুকে গেছে—মন থেকে এখন সরিয়ে ফেল।

মোহিত। শশধর, তুমি কি ভাব, প্রণয় একটা বৃক্ষ আর আমাদের হৃদয় একটা বাগিচা? উপযোগিতা বুঝে প্রণয় রোপণ ক'রব, আবার অপ্রয়োজনে তুলে ফেলব। প্রণয় আমাদের হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক অবস্থা—উপযুক্ত সময়ে আপনিই প্রকাশ পায়। প্রণয়ের উচ্ছেদ ক'রতে হ'লে হৃদয়ের কার্য্যও বন্ধ করতে হয়।

শশ। প্রত্যহ নির্জ্জনে ব'সে যদি একটু ক'রে জল সেচন না কর তাহ'লে আপনিই শুকিয়ে যাবে। অনিলার কথা আর ভেব'না।

মোহিত। আমি ইচ্ছা ক'রে কিছুই ভাবি না। এতদিন মন আমার ইচ্ছাধীন ছিল, এখন এ চিন্তা আমি মনে না ক'রলেও আপনিই চ'লে আসে। যে কোন কাজ করি না কেন—মন থেকে এ চিন্তা যায় না।

শশ। অনিলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার ঠিক হ'য়েছিল তাই তাকে মন-

গড়া ক'রে নিয়েছিলে—কিন্তু দেখতে গেলে সে তোমার ঠিক যোগ্য নয়।

মোহিত। অনিলার কথা চিন্তা ক'রতে মানা করতে পার কিন্তু সে কুতসিৎ, কদর্য্য, এ কথা বলা উচিত হয় না। জগতে যা তোমার তাই ভাল, আর সব খারাপ মনে ভাবা পাপ—ভয়ানক স্বার্থপরতা।

শশ। আমি তার এমন কিছু সৌন্দর্য্য দেখতে পাই না। তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হ'চ্ছিল তাই ভাল ব'লতাম। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লো না, সে জন্য আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নই।

মোহিত। আমিও নই। সে সৌন্দর্য্য দেখ্‌বার—চিন্তা ক'রবার—ভোগ করবার নয়।

( দুটী ফুল হাতে করিয়া জগতের প্রবেশ )

শশ। জগৎবাবুর হাতে কি ?

জগৎ। দুটো চাঁপা ফুল, তেঁতুল তলায় কুড়িয়ে পেলাম।

শশ। তেঁতুল তলায় চাঁপা ফুল! আপনার জন্যে বুঝি ফুটেছিল ?

জগৎ। যাদববাবুর বাড়ীর কাছ দিয়ে আসছিলাম, অনিলা কোথায় যাচ্ছিল। আমায় দেখে যেমন দৌড়ে গেল—তার খোপা হ'তে তেঁতুল তলায় এ ফুল দু'টী খোসে প'ড়ল—আমি কুড়িয়ে নিলাম।

মোহিত। তোমার কুড়ান ভাল হয় নাই—ফেলে দাও।

জগৎ। তাতে কোন দোষ হয়নি—আমি না নিলে অন্য কেউ নিত। দেখ, বেশ গন্ধ (মোহিতের হস্তে ফুল দিয়া) আমি অনেকদিন তাকে দেখিনি—আজ দেখলাম। সে আর বালিকা নেই,—মেঘ অন্তরাল হ'তে যেন পূর্ণচন্দ্র বার হ'য়ে আসছে। আমায় দেখে এমন ছুট দিলে, আমি

অপ্রস্তুত হয়ে প'ড়লাম। বালিকার মত এখনো সেই প্রকার চঞ্চল স্বভাব আছে। আমায় দেখে সে তো এত লজ্জা ক'রত না। এ সম্বন্ধ হওয়াতেই তার মনে এত লজ্জা হয়েছে।—বিয়ে হ'লে ভালই হ'ত। সব ঠিকঠাক হ'য়ে গিয়েছিল, বাবার কি খেয়াল হ'ল, আর দু হাজার নগদ দাবী ক'রে ব'সলেন। লোকটা এত কাঁদাকাটি ক'রতে লাগল বাবা কিছুতেই শুনলেন না। তাঁর কিসেরই বা অভাব! টাকাটা ছেড়ে দিলেই পারতেন। লোকটা শেষ পরে হতাশ হয়ে গাল দিয়ে চলে গেল।

শশ। সে সব তো চুকে গেছে, আর সে কথার দরকার কি?

জগৎ। দেখ, আমার প্রাণে বড় ব্যথা লেগেছে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অনিলার বড় ভাব। যাদববাবু, যাদববাবুর স্ত্রী আমায় বড়ই ভালবাসেন। আমার হাত ধ'রে অনেক সাধ্য সাধনা করেছিলেন। আমি যে কি করে তাদের কাছে মুখ দেখাব, তাই ভাবছি। শ্বশুর মশায় যে রেগে গিয়েছেন, বিয়ে হবার কোন আশাই নেই।

মোহিত। আমাদের সমাজ হ'তে ক্রমে আন্তরিকতা অন্তর্হিত হচ্চে। দিন দিন সমাজ বাহ্যাড়ম্বরে পূর্ণ হচ্চে। যত্ন আদর আছে কিন্তু ভালবাসা নেই। সৌজন্য আছে কিন্তু বন্ধুত্ব নেই। ভয় আছে কিন্তু ভক্তি নেই। বাহিরকার গঠন কেমন সুন্দর, কেমন লোভনীয় কিন্তু ভিতরে সব ফাঁকা; আন্তরিক সুখ কি তা জানতে চায় না— লোকে কিসে সুখী ব'লবে তার জন্য ব্যস্ত।—উদর পূর্ণ না হ'ক উদগার ক'রতে পারলেই হ'ল। জাঁক জমকে—বাজনা-বাজীতে অকাতরে লোক টাকা ব্যয় ক'রতে পারে কিন্তু দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি পয়সা ছাড়তে কুণ্ঠিত হয়। চোগ সুবর্ণের জ্যোতিতে

ঝলসে গেছে—দেহের সৌন্দর্য্য আর মনে ধরে না। কাণ—টাকার ঝন্‌ঝন শব্দে বধির হয়েছে—আর্ত্তের কাতরধ্বনি আর শোনা যায় না। হৃদয় বাহ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ—প্রকৃত সুখ কি লোকে তা বুঝতে পারে না।

জগৎ। সবাই যে এরকম তা তুমি বলতে পার না। অনেক লোক আমি দেখেছি তারা ছেলের বিয়েতে কোন দাবীই করেন না।

শশ। তারা আরও সাংঘাতিক। শেষ পরে তাদের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

জগৎ। ছেলেকে লেখা-পড়া শেখাতে বাপের অনেক পয়সা খরচ হয় বটে কিন্তু বিয়ে দিয়ে তার শোধ তোলবার চেষ্টা করা অন্যায়। শিষ্ট-শান্ত ছেলে বাপের উপর কোন কথা বলতে পারে না কিন্তু এই অর্থ-লোভ মেটাতে গিয়ে একটি অপছন্দ পত্নী ঘাড়ে নিয়ে চিরকাল বন্ধু সমাজে মাথা নীচু ক'রে থাকতে হয়।—জীবনে যতই উপার্জ্জন করুক কিন্তু এ অভাব আর পূর্ণ হয় না।

শশ। দেখুন, যাদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে হবে, তাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা উচিত নয়। যজ্ঞেশ্বরবাবু যা ভাল বুঝেছেন করেছেন। আপনি কি ভাবেন জীবনে সবই মনের মত হবে?—অনেক জিনিস মন-গড়া ক'রে নিতে হয়।

মোহিত। প্রিয়, অপ্রিয় সকল জিনিস মন-গড়া ক'রে নিতে গিয়ে আমরা মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি। ভাল মন্দ বিচার করবার শক্তি নষ্ট করে ফেলি। তুমি শশধরের সুধার প্রয়াসী নও, তুমি দেবরাজের সিংহাসন চাও না, তুমি মানুষ, মানুষের যা লভ্য, তাই তুমি আশা কর। তুমি যদি মনকে বুঝিয়ে রাখ জগতে যা সুন্দর, যা মনোমুগ্ধকর,

সবই অনিষ্টকর, তাহলে তোমার মনের স্বাধীনতা থা'কল কি করে? ভগবান আমাদের চোখ-কাণ দিয়ে অজ্ঞান করে পাঠাননি—সকল মানুষেরই ভালমন্দ তারতম্য করবার ক্ষমতা থাকে। পাপ পুণ্য বিচার করবার শক্তি স্বভাবতঃই জন্মায় কিন্তু এই রকম সকল জিনিস লোকমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে গিয়ে আমাদের স্বভাব বদলে যায়। আমি আপন মনের মত ভাবতে চাই—দেখতে চাই। লোকের আমায় ভাল না লাগে, আমায় ছেড়ে দিতে পারে—আমি জগতের এক কোণে প'ড়ে থাকতে চাই। আমার মনের উপর কেউ যেন আধিপত্য স্থাপন ক'রতে না আসে।

জগৎ। যেখানে রাগ প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই, সেখানে অভিমান হয়। প্রত্যেক বুদ্ধিমান—স্বাধীন চেতা ব্যক্তির এই প্রকারই মত। —আশু সুবিধার জন্য লোকে এই বিষ পান করে। ভাবেনা পরিণামে কি হবে। দেখুন শশধরবাবু, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি কখন ছেলের বিয়ে দিতে হয়, আমার যতই অভাব হ'ক, আমি একপয়সা পণ গ্রহণ ক'রব না। আপনিও আজ প্রতিজ্ঞা করুন, মোহিতও করুক, ছেলের বিয়ে দিয়ে আমরা কেউ এক কপর্দ্দক গ্রহণ ক'রব না। যারা পণ গ্রহণ ক'রবে তাদের বাড়ীতে আমরা জল গ্রহণ ক'রব না। দেশে, বিদেশে, বন্ধু সমাজে আমরা সবাই এই মত প্রচার ক'রব।

শশ। অতি সাধু সঙ্কল্প! কার্য্যক্ষেত্রে পড়ুন তখন দেখব। আপনার দেখে আমরা শিখব।

জগৎ। আপনার কেমন মনোবৃত্তি, এমন মহৎ সঙ্কল্পে আপনার কোন সহানুভূতি নেই? আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কত লক্ষ্মী-সরস্বতী

পিতার অর্থাভাবের জন্য দুর্ব্বৃত্তের হাতে পড়ে চির জীবন অশেষ। যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে? কত সোনার প্রতিমা পিতার ম্লান মুখ দেখে নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দান ক'রছে। তবুও আপনার কোন প্রতিকার ক'রতে ইচ্ছা হয় না? আপনাতে একালের কোন উদ্দীপনা দেখতে পাইনে। অতি সাধারণ ভাবে থাকতে চান—পরিচিত পথ ছেড়ে যেতে চান না। আমরা সকলে যদি এ কুপ্রথার প্রতিবাদী হই, স্কুল-কলেজে এই মত প্রচার করি, প্রতিজ্ঞা পত্রে সকলের স্বাক্ষর করে নিই, নিশ্চয় এর প্রতিকার হয়।

শশ। দেখুন, আমি শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি ভোগ ক'র্‌ছি, আপনি শ্বশুর বাড়ীতে আছেন। আমরা যদি এই সব মত প্রচার করবার চেষ্টা করি লোকে আমাদের ভণ্ড ভাবতে পারে। ভর পেট আহার করে খাদ্য-দ্রব্যের নিন্দা ক'রলে লোকে আমাদের উদ্দেশ্য খারাপ ভাবতে পারে। আমাদের এ বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। সময় আসুক তখন দেখা যাবে।

জগৎ। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখতে পাবেন। আমি বৃথা আস্ফালন ক'র্‌ছিনে—আমার সে স্বভাব নয়। এ লোকটার আর্ত্তনাদ আমার মর্ম্মে মর্ম্মে লেগেছে।

( গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাধরের প্রবেশ )

গীত

গঙ্গা— আমায় কাঙাল করিলি শেষে,
আমার সকল বৈভব কাড়িয়া লইলি
দিন দিন ভালবেসে।

সুনীল গগনে শরতের শশী
চেয়ে চেয়ে হ'ত ভোর,
সে সুখ লইলি মৃদু মধু হেসে,
এখন কোথা হাসি পাই তোর।
রসালেরি ডালে কোকিল ডাকিলে
পুলকে নাচিত প্রাণ,
(তুমি) কি কথা শুনালে ভালবাসি বলে,
বধির হইল কাণ।
প্রাণে হ'ত কত নিতি নব সাধ—
আশায় নাচিত প্রাণ,
(তুমি) অন্তর জুড়িয়া রহিলে বসিয়া,
রোধিয়া সকলই জ্ঞান।
হায়রে কুহকি! কিছু না রাখিলি,
আপন বলিতে মোর,
কি দিয়ে এখন বাঁচাই জীবন,
বিষম বিরহে তোর।

জগৎ। শামার মুখে কেবলই হতাশের গান।

গঙ্গা। বাবা, পৃথিবীর তিনভাগ জল এক ভাগ স্থল। মনুষ্য জীবনে চোখের জলই বেশী, হাসি কতটুকু? মন থেকে যদি সব স্মৃতি মুছে ফেলতে পারি, কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পারি, তা'হলেই যদি হাসতে পারি, নইলে সংসারে পদে পদে হোঁচট্ খেতে হয়। গেলাম ম'লাম ছাড়া অন্য কথা মুখে আসে না।

শশ। আপনার কোনখানে তো এক তিল দুঃখের চিহ্ন দেখ্‌তে পাইনে। শালের গুঁড়ির মত সুগোল দেহ। রোগ ধরবার কোন আশঙ্কা নেই। পেটের ভাবনা একবার ভাবতে হয় না। শ্বশুর বাড়ীর ধান গুলি

আসছে ব'সে ব'সে খাচ্চেন। দুঃখের কারণ তো কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

গঙ্গা। পেটের ক্ষিধে কি বাবা ক্ষিধে? খায়না কে? কুকুর শেয়ালও খায়। মনের ক্ষিধে না মিটলে মানুষের ক্ষিধে মেটেনা। বুড়োবয়স পর্য্যন্ত বই হাতে ক'রে ইস্কুলে গেলে; জগতের দেখলে কি, শিখ্‌লে কি? বনজঙ্গলে যেমন গাছপালা বাড়ে—তোমরাও সেইরকম বড় হয়েছে। তোমাদের জ্ঞান কি হয়েছে!

জগৎ। আপনার মত প্রবীণ লোকের কাছে শিক্ষা না ক'রলে কি ক'রে জ্ঞান হবে? আপনারা কত দেখেছেন, কত শুনেছেন, আপনাদের কত অভিজ্ঞতা জন্মেছে। আপনার দুঃখের কারণটা কি তা বলুন, তা'হলে তো জান্‌তে পারব!

গঙ্গা। এ দুঃখের কথা বাবা, কাউকে ব'ল্‌তে নেই। কেউ খেতে না পাচ্ছে শুনলে লোকের কষ্ট হয় কিন্তু এ মনের কষ্ট লোকের কাছে বল্লে লোকে হাসবে, বলবে—বেশ হয়েছে। এ ব্যথা বোঝবার কেউ নেই।

জগৎ। আপনি দেখছি, আমাদের নিতান্ত পর ভাবেন। আপনার দুঃখ শুনে আমরা হাসব! আমরা কি হাসবার জন্য শুন্‌তে চাচ্চি? চাচ্চি অভিজ্ঞতা। আপনার যদি ইচ্ছা না হয়—ব'লবেন না। আপনার কাছে আমরাও কোন কথা ব'লব না।

গঙ্গা। তুমি রাগ ক'র্‌ছ, আমি ব'লছি—কিন্তু দেখো বাবা, আর কারও কাছে গল্প ক'রনা। আমাদের একবয়সী প্রায় সবাই গিয়েছে। এ কথা এখনকার লোকে কেউ শোনেনি! বুড়োবয়সে যেন বদনাম রটিও না।

জগৎ। সে আশঙ্কা যদি হয় তাহলে ব'লবেন না। আমরা কথনো আপনার কোন নিন্দা করেছি?

গঙ্গা। না ব'লেও থাকতে পারি না। দেখ, ছেলেবেলায় একটি মেয়ে আমার খেলবার সাথী ছিল। তার সঙ্গে খুব ভাব হ'য়ে উঠল। তখনকার ভাব বড়ই পবিত্র। সে আমায় না দেখে থাক্‌তে পারত না। আমিও তার আশায় ব'সে থাকতাম। সমস্ত দিনুই আমাদের বাড়ীতে থাকত, কেবল নাইতে খেতে একবার বাড়ী যেত। বয়স যত বাড়তে লাগল, আমাদের ভাবও তত বাড়তে লাগল। একদিন আমি খেতে বসেছিলাম, সে এসেছে শুনে তাড়াতাড়ি উঠে পড়্‌লাম। বাপমার মন--ভাই দেখে, তাঁরা পাছে আমি বিগড়ে যাই ভয়ে, তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে ফেল্‌লেন। সে মেয়েটি আমাদের বাড়ী আসা ত্যাগ ক'র্‌লে। দিন কতক পরে শুন্‌লাম সে হঠাৎ মারা গেছে। তার বাড়ীর লোকে রটালে সাপেখেগো প্যায়রা খেয়ে মরেছে। আমি বুঝলাম আমার জন্যেই সে আত্মহত্যা করেছে। আমার মনে যে কি কষ্ট হ'ল, তোমায় আর কি ব'লব। না পারি কাঁদতে, না পারি কোন কথা ব'লতে। জ্বলন্ত কাঠ চাপা দিয়ে যেমন কয়লা করে, চুপ করে থেকে আমার বুক সেই রকম পুড়তে লাগল। সেই যে শোক পেলাম আর সামলাতে পারলাম না। সেই যে মন ভেঙে গেল আর গ'ড়্‌ল না।

জগৎ। কি সর্ব্বনাশ! আপনার দেখ্‌ছি মস্ত অধর্ম্ম হয়েছে।

গঙ্গা। হয়েছে বই কি বাবা। বাপমার আমি একমাত্র সন্তান, আমি যদি প্রতিদানে আত্মহত্যা ক'র্‌তাম আমার বাপমা আর বাঁচতেন না— একটি বালিকাও বিধবা হ'ত। এই ভেবে আমার আর মরা হ'ল না।

কিন্তু এখনো ইচ্ছা আছে, এর প্রতিদান আমি দেব। এখনো ভরা গঙ্গা দেখলে মনে হয়, জলে ঝাঁপ দিই। তীক্ষ্ণ অস্ত্র হাতে প'ড়লে মনে হয়, এক ঘায়ে এ গলাটা দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলি। বাপ-মা স্বর্গে গেছেন—স্ত্রীর জন্যে কেবল ম'রতে পাচ্ছি নে।

জগৎ। বুড়ো বয়সে আত্মহত্যাটা আর ক'রবেন না—সেটা বড় খারাপ শোনাবে। তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, পুনর্জন্মে যেন তার সঙ্গে মিলন হয়।

গঙ্গা। সেই আশায় তো বেঁচে আছি।

শশ। মামার জীবনে এরূপ ঘটনা আর কয়টি ঘটেছিল ?

গঙ্গা। আমায় পরিহাস ক'রছ? আমি মামা, মায়ের দ্বিগুণ ভক্তি আমায় ক'রবে। আমায় ঠাট্টা!

শশ। আপনার সঙ্গে পরিহাস করিনি। আপনার মত লোকের জীবনে এ রকম ঘটনা দুচারটা ঘটতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি। আপনি মামা, আপনাকে মামার মত সম্মান ক'রব—মায়ের দ্বিগুণ ভক্তি আপনাকে কি জন্যে ক'রতে যাব ?

গঙ্গা। কেন ক'রবে না ? মামাতে দুটি মা—মাকে যা ভক্তি ক'রবে তার দ্বিগুণ ভক্তি মামাকে ক'রবে।

জগৎ। ঠিক কথা বলেছেন মামা।

শশ। মামার অঙ্ক শাস্ত্রে অশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে।

গঙ্গা। অঙ্ক ভাল করে শিখ্‌তে পারলাম কই— পণ্ডিতমশায়ের যদি একটু অবস্থা ভাল হ'তো, দেখতে আমার অঙ্কে কি জ্ঞান জন্মাত।

শশ। পণ্ডিত মশায়ের অর্থাভাব আপনার অঙ্ক শিক্ষার অন্তরায় হবার কারণ ?

গঙ্গা। পণ্ডিত মশায় একদিন বল্লেন, দেখ গঙ্গাধর, এই তিন হাজার টাকায় আর এক হাজার টাকায় চার হাজার টাকা হয়। আমি অমনি বল্লাম—পণ্ডিত মশায়, এই টাকা হেন ব্যাপারে আমি এমনি মেনে নিতে পারিনে। আপনি তিন হাজার আর এক হাজার টাকা এনে দেখান যে চার হাজার হয়। শুধু কথার উপর আমি টাকা হেন ব্যাপারে নির্ভর ক'রতে পারিনে। পণ্ডিত মশায় এত টাকা বার ক'রতে পারলেন না, আমারও আর অঙ্ক শিক্ষা হ'লো না।

শশ। কি আপদ!

জগৎ। আপনার যথার্থ ই দুঃখ করবার কারণ আছে।

গঙ্গা। একটা না একটা বাধা এসে এই রকমে আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

শশ। মামা, আপনি এই দীর্ঘ ৬০ বৎসর কি ক'রে কাটালেন, আমি তাই ভাবি।

গঙ্গা। শুনতেই ৬০ বৎসর—হিসেব ক'রলে ক'দিন। ৬০ বছরের ভিতর ৩০ বছর তো রাত্রি গেছে। ১০।১২ বছর তো অজ্ঞান অবস্থায় খেলা ধূলো ক'রতেই কেটেছে। থাকল মোট ১৮।২০ বৎসর। এই অল্প সময় ক'রব কি বাবা? দেখ্‌তে দেখ্‌তেই চলে গেল।

শশ। চিরকালই কি এই রকমে কাটিয়েছেন?

গঙ্গা। দেখ বাবা, এক কাল গেলেই চার কাল যায়। যা চর্চ্চা করা যায় তাই অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই মত প্রবৃত্তিও জন্মায়। ছেলেবেলায় বাপমার আদুরে ছেলে ছিলাম, মনে যাতে আমোদ হ'তো, তাই নিয়ে থাকতাম, কেউ মানা ক'রত না। প'ড়তে বসলেই মাথা ধ'রত। কেউ পড়াতে জেদ ক'রত না। যে কার্য্যে কেবল আমোদ—কোন কষ্ট নেই,

কেবল তাই ছিল আমার অবলম্বন। আরাম ও আমোদ দিয়ে আমার জীবনের ভিত্তি গড়া হ'লো। যখন বড় হ'লাম, যৌবনে যখন সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার একেবারে খুলে গেল, আমোদ উপভোগ করবার ইচ্ছা আরও বেশী হ'লো। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'লো। অবস্থা ভাল ছিল না ; যা দুর্লভ, কল্পনাতে তা উপভোগ ক'রতাম। মন সমান ভাবেই কলুষিত হ'তো। ভাল ক'রে পোষাক পরিচ্ছদ পরবার সামর্থ্য ছিল না। ছেঁড়া কাপড়খানি পরিপাটি করে কুঁচিয়ে প'রতাম, নানা ভঙ্গীতে কেশ বিন্যাস ক'রতাম, দুঘণ্টা জলে পড়ে গা ঘোষ্‌তাম কিন্তু যাদের উদ্দেশে এত পরিপাটি হবার চেষ্টা ক'রতাম, তারা আমার দিকে ফিরেও চাইত না। মনের সৌন্দর্য্য না থাকলে দেহের সৌন্দর্য্য থাকে না। এখন বয়স হ'য়েছে, বুড়ো হ'য়েছি, দাঁত প'ড়েছে, চুল পেকেছে, আমোদ উপভোগ করবার শক্তিও ক'মেছে কিন্তু প্রবৃত্তি যা ছিল এখনও তাই আছে। খেতে না পারি দুষ্ট ক্ষিধে আছে। মুখে তাই এ সব কথা জল্পনা কল্পনা ক'রতে ভাল লাগে।

জগৎ। মামার বেশ খোলা মন—কোন কথা লুকিয়ে রাখেন না।

শশ। আমাদের কাছে এসব কথা ব'লতে আপনার লজ্জা করে না ?

গঙ্গা। আমি কার মান রেখে চ'লব বাবা, তোমার বাবা আমার মামা বলেন—তোমরা আমায় মামা বল—তোমাদের ছেলেরাও হয়ত মামা ব'লবে। আমি কার কাছে সম্বন্ধ বজায় রাখব ?

জগৎ। আপনি একশবার ব'লবেন, এতে লজ্জার কথা কি আছে ?

গঙ্গা। মোহিত, কেন আজ চুপ করে আছ—কোন কথা ব'লছ না ?

জগৎ। মোহিত আজ কাল গম্ভীর হ'য়েই থাকে—বড় একটা কথা কয় না।

গঙ্গা। চুপ করে থাকাটা ভাল লক্ষণ নয়।

শশ। লোকের মাথা ধ'রলে মামা বলে দিতে পারেন লোকে বাঁচবে, কি মরবে।

গঙ্গা। পারি আর না পারি—লোকের ভাল ক'রবার চেষ্টা করি। বিয়েটা যাতে হয়—আমি অনেক চেষ্টা ক'রলাম। কথা হয়েছিল তিন হাজার টাকার—যজ্ঞেশ্বরবাবু শেষবারে পাঁচ হাজার টাকা চেয়ে ব'সলেন। যাদববাবুর তো তেমন অবস্থা নয়—কেঁদেকেটে চলে গেল। যজ্ঞেশ্বর-বাবুর আর ভাবনা কি, তুমি যে গুণের ছেলে—কত লোক দশহাজার টাকা দিয়ে তোমায় তুলে নিয়ে যাবে।—তুমি আরও কিছু পাশ ক'রে ফেল। আরও তোমার দর বাড়বে।

মোহিত। মামা বেশ আঁচ্ ক'রে ব'সে আছেন। আমি কি বিয়েতে টাকা নেবার জন্য পাশ ক'রেছি? আপনার এ সব ভুল ধারণা হ'লো কি করে?

গঙ্গা। এই সব দেখে শুনে হয়েছে বাবা। তুমি কি ক'রবে বাবা! কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। তোমার বাপমা যেমনি ইচ্ছা ক'রবেন তাইতো হবে? তুমি ভাল ছেলে! তবে এ বিয়েটা হ'লে ভালই হ'তো। জানা শোনা ঘর—মেয়েও দেখ্‌তে খুব সুন্দরী।

মোহিত। না হয়েছে ভালই হয়েছে। উপার্জ্জন না ক'রতে পারলে বিবাহ ক'রতে নেই।

গঙ্গা। তুমিও বাবা ঐ কথা ব'লবে? তোমার অভাব কি? বাপের একছেলে—তোমার বাবা যে সম্পত্তি ক'রেছেন তোমার দুই পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পারবে। তোমার মত যদি আমার অবস্থা হ'ত, আমি গাছ থেকে প'ড়ে পা ভেঙ্গে বসে থাকতাম, নড়ে ব'সতাম না। তোমার ভাবনা কি?

মোহিত। পরের উপার্জ্জিত অর্থে পেট ভরান পুরুষের উচিৎ নয়। যত দিন পাঠ্যাবস্থা ছিল বাবার অনেক পয়সা খরচ করিয়েছি কিন্তু এখন আর খরচ করাব না।—নিজে উপার্জ্জন ক'রে নিজের অভাব পূর্ণ ক'রব।

গঙ্গা। বাবা এসব অভিমানের কথা—লোকে শুনলে হাসবে। দুদিন যাক—অভিমান চলে যাবে। কতবার ভাত খাবনা বলেছি, আবার সেই ভাতই খেতে হয়েছে।

জগৎ। মামার অভিজ্ঞতার কাছে কথা বলবার উপায় নেই।

মোহিত। মামার সঙ্গে তর্ক করে ফল নেই। আমার একটু কাজ আছে, আমি চল্লাম।

শশ। দাঁড়াও, আমিও যাই।

(মোহিত ও শশধরের প্রস্থান)

গঙ্গা। যজ্ঞেশ্বরবাবু কাজটা ভাল ক'রলেন না। মোহিত ভাল ছেলে তাই—অন্য ছেলে হলে এর ব্যবহারে বিলক্ষণ রাগ ক'রত। তোমায় যজ্ঞেশ্বরবাবু বড় ভালবাসেন, তুমি যদি তাকে একটু ভাল ক'রে ব'লতে তিনি এই টাকাতেই বিয়ে দিতে রাজী হ'তেন। যাদববাবু তোমায় কত আশীর্ব্বাদ ক'রতেন।

জগৎ। দেখুন, আমি এঁদের ঘরোয়া কথায় থাকতে চাইনে। আপনার তো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ আছে। যাদববাবুর জন্যে দুঃখ ক'রছেন, আপনি চেষ্টা ক'রে একটা পাত্র ঠিক ক'রে দিন না।

গঙ্গা। ও সব কাজে আমি নই বাবা। পাত্র আমি দেখে দিই—শেষ পরে পাত্র যদি মন্দ হয় তখন গাল খেতে খেতে আমার প্রাণ যাবে। সেদিন যাদববাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বল্লাম, "তুমি কি ক'রছ ?

মেয়ে ঘরে বড় হয়ে উঠল—খুব ভাল না পাও, চলনসই একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে ফেল, আর বড় করা ভাল দেখায় না।" লোকটা কোন কথা কইলে না—চ'টে চলে গেল। শোবার ঘরে সাপ—আর গৃহে অবিবাহিতা উপযুক্ত কন্যা—দুই উদ্বেগের কারণ। আমার হ'লে আমি তো চুপ ক'রে থাকতে পারতাম না—যা তা একটা দেখে বিয়ে দিয়ে ফেলতাম।

জগৎ। তা বটে। আচ্ছা—মামা, এখন আসি। আমি কিছুক্ষণ বাইরে থাকলেই শ্বশুর মশায় চ'টে যান। তাঁর কাছে কাছে থেকে সব যোগান দেওয়া চাই। এক ঘণ্টা আমায় না হ'লে তাঁর চলে না।

গঙ্গা। বেশ বাবা, এই রকম তো চাই। গুরুজনের সেবা করাই পরম ধর্ম্ম। তুমিতো আজকালকার ছেলেদের মত নও। তোমার একটুও দাম্ভিকতা নেই। মাটির মানুষ। যে যা বলে তাই শুনছ।—আচ্ছা—তবে এস।

( উভয়ের প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য

### যাদব চট্টোপাধ্যায়ের বাটীর অন্তঃপুর

যাদব ও মোক্ষদা

যাদব। দেখ, রাত্রিতে আর ঘুম হয় না। কি যে কামড়ায় বুঝতে পারিনে। ছারপোকা না—মশা? বিছানাটা ভাল ক'রে রৌদ্রে দিয়ো তো।

মোক্ষদা। বিছানা রোজই রৌদ্রে দেওয়া হয়। তুমি একটু ভাবনা ত্যাগ কর দেখি। দিন রাত ভাব্বে, "জোঁক জোঁক, রক্ত শুষে খেল" বলে আপন মনে চীৎকার ক'রে উঠবে। এ সব কি? শেষ পরে যদি মাথা খারাপ হয়ে যায় তখন আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কি ক'রব? আমাদের দেখবে কে?

যাদব। পাগলই হয়ে যাব। কিছুতেই পাত্র ঠিক ক'রতে পারলাম না! পাত্র মেলে তো ঠিকুজি মেলেনা, ঠিকুজি মেলে তো টাকায় পেরে উঠি নে। কি করি—মেয়ের বিয়ে আর দিতে পারলাম না। সমাজে মাথা নীচু ক'রে থাকতে হ'লো। লোকটা কি শোষক!—এক বৎসরকাল বিয়ে দেব ব'লে আমায় আশা দিয়ে রাখলে, শেষ পরে বলে পাঁচ হাজার দিতে হবে! আমার কি দশা হবে একবার ভাবলে না!

মোক্ষদা। পরে কি ভাবে? কত দিন আগে বিয়ের চেষ্টা ক'রতে তোমায় ব'লেছি, তুমি আমার কথায় বিরক্ত হ'তে। এখন দেখছ তো, বিয়ের কথা হ'তে না হ'তে মেয়ে হন্ হন্ করে বেড়ে উঠল। একটা

পাত্র যদি হাতে থাকত, যজ্ঞেশ্বরবাবু কি তোমায় জব্দ ক'রতে পারতেন? এখন ভেবে ভেবে, মাথা খারাপ ক'রে কি হবে? চেষ্টা কর।

যাদব। আর কি ক'রে চেষ্টা ক'রব বুঝতে পারছি নে। কত দেশে গেলাম, কত জায়গায় খোঁজ ক'রলাম! অপরিচিত লোক দেখলে মনে হয় বোধ হয় তার সন্ধানে পাত্র আছে, জিজ্ঞাসা ক'রে কত দিন অপ্রস্তুত হ'য়েছি। লোকরা নানা কার্য্যে ঘুরে বেড়ায়, আমার মনে হয়, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে বেরিয়েছে। মানুষের আর কোন প্রয়োজন আছে ব'লে আমার মনে হয় না—রাতদিন আমার এই দুশ্চিন্তা। আমায় কোন রকমে এই বিষয়টা ভুলিয়ে রাখতে পার? আমার যে আর সহ্য হচ্চে না।

মোক্ষদা। আমাদের আর কে আছে— কে চেষ্টা ক'রবে?

( অনিলার প্রবেশ )

অনিলা। মা, আমি গা ধুতে যাচ্ছি, সদর দরজাটা দাও।

যাদব। যাও—যাও—আর যেন ফিরতে না হয়!

মোক্ষদা। ষাট্ ষাট্—ওকি কথা, ও কথা কি ব'লতে আছে? যাও মা, যাও—আমি দরজা দিচ্ছি। উনি ভেবে ভেবে এই রকম রাগী হয়েছেন। সর্ব্বদাই চ'টে আছেন। আমায় যা'তা বলেন। তুমি রাগ ক'রনা মা—

( অনিলার ম্লান মুখে প্রস্থান )

তোমার কি বিবেচনা বল দেখি? মেয়ের উপর রাগ ক'রছ, মেয়ে কি ক'রবে? তুমি বিয়ে দিতে পারছ না, মেয়ের কি দোষ? ও

এখন বড় হ'য়েছে। অভিমান ক'রে যদি কিছু ক'রে বসে তখন কি ক'রবে। মেয়ে মুখ চূণ ক'রে চলে গেল। ওকে ও রকম তাড়া দিতে আছে?

যাদব। দেখ, আমি আর অনিলার পানে চাইতে পারি না। ওকে দেখ্‌লে আমার দুশ্চিন্তা হু হু করে জ্বলে ওঠে। ওর ম'রতে ইচ্ছা হয়—মরুক। আমার অন্তরে আর অপত্যস্নেহ নাই।—আমি কোন প্রকারে এখন এ দায় হতে উদ্ধার হ'তে চাই। আমি এক বিষম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছি। গ্রাম শুদ্ধ লোক আমার মুখ পানে চেয়ে আছে। যে কখনো কোন খোঁজ নিত না, সেও ডেকে জিজ্ঞাসা করে—মেয়ের বিয়ের কি হল? আমি যেন ইচ্ছা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্চি না। পরের সহানুভূতির বিদ্রূপ আর সহ্য হয় না।

মোক্ষদা। কি ক'রবে? যখন মেয়ে হ'য়েছে সবই সহ্য ক'রতে হবে। তাই ব'লে কি যা তা ব'লতে আছে, না মনে ভাবতে আছে? তোমার মনে নেই, অনিলা যখন ছোট, তুমি আদর ক'রতে ক'রতে তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাতে হবে ভেবে কত অস্থির হ'তে, এখন তার অকল্যাণ কামনা ক'রছ?

যাদব। আমি যদি একবারে স্নেহ-শূন্য হ'তাম, তাকে যার তার হাতে ফেলে দিতে পারতাম। তাতো পাচ্ছিনে বলেই এত কষ্ট।

মোক্ষদা। আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ, অবশ্যই পাত্র মিলবে। ভগবান কি বিজোড় পাঠিয়েছেন? খুঁজে নিতে হবে। হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে কি হবে? যাদের ৪।৫টী মেয়ে তারা কি ক'রে বিয়ে দেয় ভাব দেখি। তোমার তো একটি মেয়ে।

যাদব। যাদের ৪।৫টী মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তাদের অবস্থা কি আমি

ভেবে উঠ্‌তে পারি না। তারা নিশ্চয় সর্ব্বত্যাগী, উদাসীন! পরের উদর পূর্ণ করবার জন্যেই তাদের জন্ম। মধুমক্ষিকার মত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে যা কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখে, একদিন বরপক্ষ দলবলে এসে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে নিয়ে যায়। তাদের আস্ফালন, দাম্ভিকতা, কন্যার পিতা হাতকড়িবদ্ধ অপরাধীর মত নীরবে সহ্য করে। একটি মেয়ে পার ক'রে, আবার আর একটি মেয়ের জন্যে সঞ্চয় ক'রতে আরম্ভ করে। নিজের মুখের আহার পরের জন্যে তুলে রাখে, আর একদল দুর্ব্বৃত্ত মশাল জ্বেলে এসে নিঃশেষ ক'রে নিয়ে যায়। আজীবন তাকে এই অত্যাচার সহ্য ক'রতে হয়। কোন অপরাধ না ক'রে চিরকাল অপরাধীর মত থাকতে হয়। তাদের সহ্যগুণের সীমা নেই। তাদের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

মোক্ষদা। এদের দেখে তোমায় শিখ্‌তে হয়। একবারে কি হাত-পা ছেড়ে দিলে চলে?

যাদব। চেষ্টারতো কম করিনি—সব শিয়ালের এক ডাক। যেখানে যাই—৪ হাজার—৫ হাজার। এত টাকা পাই কোত্থেকে?

মোক্ষদা। সবাই কি যা বলে তাই চায়? বাড়ীতে মাছ বিক্রী ক'রতে এলে, মেছুনি যদি বলে দশ আনা, আমরা বলি ছয় আনা। শেষ পরে হয়তো আট আনায় দিয়ে গেল! একবারে রেগে চ'লে এলে কি হবে—একটু দরদস্তুর ক'রে ঠিক ক'রতে হয়।

যাদব। বেশ উপদেশ তুমি দিচ্ছ। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির ক'রতে গিয়ে দর-দস্তুর ক'রব? এ যে পরম পবিত্র সম্বন্ধ। সংসারে যা কিছু সম্বন্ধ আছে এই বিবাহ-সম্বন্ধের ফল। স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা, পুত্রকন্যা সংসারে যা কিছু ভক্তি ভালবাসার সম্বন্ধ আছে, সবই এই বিবাহ

সম্বন্ধ হ'তে উৎপত্তি। নইলে তুমি আমি কে? স্ত্রীর যদি বিশ্বাস হয়, তার স্বামী বাজারে উচ্চ মূল্যে কেনা, সে কি স্বামীকে দেবতার আদর্শে ভক্তি ক'রতে পারে? তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারে? ভিন্নভাবে লালিতপালিত দুটী প্রাণী একদিনের ক্রিয়া-কলাপে উভয়ের এক অদৃষ্ট, এক সুখদুঃখ মেনে নিতে পারে? বিবাহ যদি ভগবানের নির্ব্বন্ধ ব'লে মনে না হয়, মানুষের সঙ্ঘটন বলে ধারণা হয়, এত ত্যাগ কখনো সম্ভব হয়না। আমি এতটা নীচ কি ক'রে হ'ব?

মোক্ষদা। তাহলে চেষ্টা ক'রে কি হবে? চুপ করে ব'সে থাক। যেমন দিন সময় প'ড়েছে সেই রকমতো চ'লতে হবে! এ দায়েতো তোমার উদ্ধার হ'তে হবে।—তোমার ও কথা শুনছে কে?

যাদব। আচ্ছা, তবে আমার কাপড়-জামা গুছিয়ে দাও, আমি বেরুচ্ছি। যতদিন পাত্র স্থির ক'রতে না পারি বাড়ীতে ফিরছিনে।

মোক্ষদা। মন স্থির ক'রে চেষ্টা কর, অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধি হবে। তুমি এত সাদাসিদে হলে চ'লবেনা। আমার কিছু নাই—আমি গরীব—প্রথমেই বল্লে লোকে তোমায় খাতির ক'রবে কেন? সবাই চায় বড়-লোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিতে।

যাদব। আমারই দোষ বটে। ক্রমে জ্ঞান জন্মাচ্ছে—খুব ভাল করে পোষাক পরিচ্ছদ করি। লোকে যাতে আমায় বড়লোক ভাবে।

মোক্ষদা। চল, আমি সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।

## চতুর্থ দৃশ্য

### গঙ্গার ঘাট

অনিলা। (জলে দাঁড়াইয়া) বাবা আমায় দেখলে বিরক্ত হন, আমি কি করি? আমার কি দোষ? আমি বড় হয়েছি, একবারে বুড়ী হ'য়ে গেলেই ভাল হ'ত। দুটো খেয়ে প'ড়ে থাকব বইত নয়, আমার জন্ম ভাবনা কেন? আমার বিয়ে দিতেই হবে তার মানে কি? এখন থেকে আমি রোদ্রে ব'সে ব'সে রঙ্ ময়লা ক'রে ফেলব, অল্প ক'রে খেয়ে রোগা হ'য়ে যাব। দেখতে এসে লোকে অপছন্দ ক'রে ফিরে যাবে। পাঁজিতে দেখলাম শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বিয়ের দিন আছে। এই কয়-মাস কাটাতে পারলেই কিছুদিন কেটে যাবে।

(মোহিতের প্রবেশ)

মোহিত। একে! অনিলা? অনিলাই তো। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে কি ভাবছে? না ওপারে কিছু দেখছে? নক্ষত্রবিরল আকাশ মণ্ডলে ষোলকলাপূর্ণ শশধরের ন্যায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রস্ফুটিত অশোক বৃক্ষের ন্যায়, অমাবস্যার রাত্রিতে গঙ্গাবক্ষে দীপমালার মত অনিলার রূপ এই গঙ্গার জল আলো ক'রে আছে। কি দেখছে—দেখবার তো কিছু নাই—কি ভাবছে? চেয়ে আছে—অথচ কোন জিনিসে লক্ষ্য নাই। পরপারে বৃক্ষরাজির মধ্যে সূর্য্য ডুবছে। প্রকৃতি নির্জীব—নিস্পন্দ—রূপ-লাবণ্যে অনিলা এই প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে আছে।

অনিলা। এখন মনে হয়, যতদিন সুবিধা ছিল ভাল ক'রে দেখিনি কেন? ভাল ক'রে কথা বলিনি কেন? তখন এতটা আগ্রহ ছিলনা। ক্রমে কে মনের প্রদীপ জেলে দিলে। সেই সব—কত সুন্দর ব'লে মনে হ'লো। কি আনন্দ—কি আশা। মিথ্যা হ'ক—সে আশার সমান সুখ আর কিছুই নয়। আমার জন্ম যদি আমার সুখের জন্য না হ'য়ে পরের সেবার জন্য হ'য়ে থাকে, আমার সে প্রবৃত্তি কই? জীবনে ইচ্ছা করবার সামগ্রী আর তো কিছুই খুঁজে পাইনা—

মোহিত। অনিলা কি ভাব্ছে? ওর ভাব্বার কি আছে, নিজের অবস্থা? আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমি সর্ব্বস্ব দান ক'রে অনিলা যাতে সৎপাত্রে পড়ে তাই ক'রতাম। আর কিছুদিন আগে নিজের অবস্থা বুঝতে পারলে ভাল হ'ত। এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য কত সাধ্যসাধনা ক'রে কোন নৃশংসের হাতে সঁপে দিতে হবে, কত লাঞ্ছনা—কত অপমান ভোগ ক'রবে। সমাজের কি বিচার! যে জিনিস আমি এত মূল্যবান জ্ঞান করি—অপরের কাছে কত তুচ্ছ।

অনিলা। আমি ভাবতাম কমলা আমায় কতই ভালবাসে! এখন দেখছি কিছুই নয়। একবারে ভুলে গেল, একদিনও এলোনা। আমারও তাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল—ওমা! কি সর্ব্বনাশ! ঘড়া কোথায় চলে গেছে? কি ক'রে আনব? ওমা! কি ক'রলাম! মা আর আমায় রাখবেননা। আমি খালি হাতে কি ক'রে ফিরে যাব? মা যখন ব'লবেন— কেন ঘড়া ভেসে গেল? কি জবাব দেব? ঘাটেতো কাউকেও দেখছিনা—ছিঃ, ছিঃ, মোহিত!

মোহিত। অনিলা বোধ হচ্চে আমায় দেখ্তে পেয়েছে। অনিলার ঘড়া ভেসে যাচ্চে। তাই এদিকওদিক দেখছে, আমি এগিয়ে যাই আমায়

যদি আনতে বলে। ( কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ) অনিলা, আমায় কিছু বলছিলে ?

অনিলা। না—আমার ঘড়াটা ভেসে গেছে, কি করে আনব তাই ভাবছি। ঘড়া ভেসে যাক—আমি যাই।

মোহিত। কেন ভেসে যাবে—আমি এখনি এনে দিচ্ছি। তুমি একটু দাঁড়াও।

অনিলা। না—তোমায় জলে নামতে হবেনা।

মোহিত। কেন অনিলা, তুমি আমার আর সামান্য উপকারও নিতে চাওনা ?

অনিলা। না—তা কেন।

মোহিত। তবে।

অনিলা। ও কিসের শব্দ ?

মোহিত। ও একটা পাখী উড়ে গেল।

অনিলা। কেউ ঢিল ছুঁড়লে ?

মোহিত। না—অমনিই উড়ে গেল।

অনিলা। তুমি অবেলায় কাপড় ভিজাবে ?

মোহিত। তাতে হয়েছে কি ?

অনিলা। তুমি সাঁতার জান ? অনেক জলে ঘড়া চলে গেছে।

মোহিত। জানি বই কি।

অনিলা। ও—কিসের শব্দ ?

মোহিত। একটা গরু বনে চরে বেড়াচ্ছে।

অনিলা। না থাক—আমি যাই।

মোহিত। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি ঘড়া এনে দিচ্ছি—

অনিলা। আমি তবে উঠে দাঁড়াই।

মোহিত। দাঁড়াও—আমি এনে দিচ্ছি।

মোহিতের জলে নামিয়া সন্তরণ

অনিলা।—ওমা। মোহিত ক'ল্লে কি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত দূরে চলে গেল! মোহিত যত সাঁতরে যাচ্ছে—ঘড়াটাও তত দূরে ভেসে যাচ্ছে—কি সর্ব্বনাশ! কত দূরে চলে গেল—ওখানে যে অনেক জল। কি করে ফিরবে? যদি ফিরতে না পারে তাহলে কি হবে? ওমা, আমি কি করলাম, কি সর্ব্বনাশ ঘটালাম! কি বলি—কি করে মানা করি? চ'লে এস—চ'লে এস। ঐ ধরেছে—ঐ আসছে—বাঁচলাম!

( ঘড়া লইয়া তীরে মোহিতের প্রত্যাবর্ত্তন )

মোহিত। এই নাও—তোমার ঘড়া নাও—তুমি ভয় পেয়েছিলে?

অনিলা। না—না। তুমি অবেলায় স্নান ক'রলে—লোকে কি ব'লবে?

মোহিত। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ব'লব, কিছু দলিয়েছিলাম।

অনিলা। বেশ—তাই ব'লো।—আমি যাই—বাঁচলাম।

মোহিত। আমিও যাই।

অনিলা। তুমি একটু পরে যেও—

( অনিলার প্রস্থান )

মোহিত। অন্ধকার হ'ক তার পর বাড়ী যাব। কে কি ভাববে।—এ স্থানটা সম্পূর্ণ শূন্য হ'ল। কি দেখলাম, কি শুনলাম,—কিছুই ভাল করে মনে ক'রতে পাচ্ছিনে। কত কথা ব'লবার ছিল,—এতক্ষণ ছিল—কোন কথাই ব'লতে পারলামনা। আমি সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন হয়ে পড়েছিলাম। যেন স্বপ্নে গোটাকতক কথা কইলাম, যেন কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে ছিলাম—যে বেদনা ছিল তাই কেবল দ্বিগুণ হ'লো।

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বাটীর অন্তপুর

দরদালান

যজ্ঞেশ্বর ও অন্নপূর্ণা

অন্ন। আমি দেখছি, তুমি ছেলের বিয়ে দিতে পারবেনা। টাকা না হয় কিছু কম হ'ত, এমন মেয়ে কোথা পাবে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। মেয়েটীর উপর আমার বড় মায়া হয়েছিল। আমায় একবার জিজ্ঞাসা না ক'রে ব্রাহ্মণকে তাড়িয়ে দিলে।

যজ্ঞে। দাঁড়াওনা—কত বেটা পায়ে ধ'রে পাঁচ হাজার দিয়ে যাবে। বাড়ীর কাছে পাত্র মিলেছিল তাই যাদব চাটুয্যে কদর বুঝ্‌লেনা। এখন দেশে দেশে ঘুরে একটা পাত্র আনতে পারলে?

অন্ন। তুমি যা ধ'রবে তাতো ছাড়বেনা। বেশী টাকার লোভ ক'রতে গিয়ে শেষ পরে একটা কালকিষ্টি মেয়ে নিয়ে আসবে, হাতে জল খেতে ঘেন্না হবে।

যজ্ঞে। বিয়ে দিয়ে আনি, তখন বউ দেখে ব'লো। দুদিন অপেক্ষা করনা। সব সংবাদপত্রে আমি ছাপিয়ে দিয়েছি। সব ঘটক আফিসে আমি খপর দিয়েছি। পাঁচ হাজার টাকা পাই কিনা যাদব চাটুয্যেকে একবার দেখাতে হবে।

অন্ন। হ্যাঁ গা, তুমি ছেলেবেলায় কি বড় খোটেল ছিলে? যা ধর তা আর ছাড়তে চাওনা?

যজ্ঞে। তা নয়, সকল জিনিসের একটা দাম আছে। আমি যদি অল্প টাকায় ছেলের বিয়ে দিই, লোকে ভাববে আমার অবস্থা খারাপ, আমার ছেলে অযোগ্য। আমার একটা সামাজিক মান আছে। সব কাজে আমায় সে সম্মান বজায় রাখতে হবে।

অন্ন। মোহিতের একটা ভাল বিয়ে হলে বাঁচি। বামুন চোখের জল ফেলে গেছে শুনে আমার মনে বড় ভয় হয়েছে।

যজ্ঞে। কেন মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—জামাই কি মন্দ হয়েছে?

অন্ন। দেখ্‌তে শুন্‌তে তো ভাল—কিন্তু জামাই একটি পাকা গিন্নী। সর্ব্বদাই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কে তাকে সংসারের কাজ দেখ্‌তে বলে জানিনা। কমলা হেসে খেলে বেড়ায় আর জামাই বাবাজী কেবল আমাদের সংসারের হিসেব নিকেস নিয়ে আছেন।

যজ্ঞে। জগৎ আছে তাই আমি একটু নিশ্বাস ফেল্‌তে পাই। বিষয় কর্ম্ম আমায় কিছু দেখতে হয় না। এমন হিসেবী, ধীর, গম্ভীর ছেলে খুব কম দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

অন্ন। তা হ'ক—তাকে একটু হেসে খেলে বেড়াতে ব'লো। এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর মেজাজ আমার ভাল লাগে না। যার যেমন বয়স সে তেমনি থাকবে। আমিতো ব'লছিনে, তুমি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াও।

যজ্ঞে। তোমাদের কিছুতেই সন্তোষ হয় না। যখন বিয়ে হ'লো তখন "বেশ ছেলে, বেশ ছেলে" ব'লে কত আহ্লাদ ক'রলে। ডুদিন না যেতে কত খুঁত বার ক'রছ।

অন্ন। জগৎ তো এত পাকা ছিল না। দিন দিন সে প্রবীণ হয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে জামাই ব'লে পরিচয় দিতে চাই। ঘরের ছেলের মত সাদাসিদে ভাবে তার থাকবার দরকার কি?

সঙ্গে। আমি এই রকমই চাই। কি অমায়িক স্বভাব! কত নম্র, কত বিনয়ী।

অন্ন। তার কর্ত্তৃত্ব আমার মোটেই ভাল লাগে না।

( জগতের প্রবেশ )

( স্বগত ) কি হবে! শোনেনি তো? ( প্রকাশ্যে ) এস বাবা, এস। এই এদের কাছে তোমার সুখ্যাতিই করছিলাম। আমাদের সংসারে এত টান কারও দেখতে পাইনে? লোকে বলে, তুমি আমাদের জামাই, আমি ভাবি মেয়ে দিয়ে একটা ছেলে পেয়েছি। মেয়ের জন্য বড় ভেবেছিলাম। ভগবান তেমনি আমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। অনেক পুণ্য করেছিলাম। বেঁচে থাক। ( মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন )

জগৎ। ( প্রণাম করিয়া ) আমি আর আপনাদের কি ক'রতে পারি মা। এখানে আছি, ব'সে না থেকে, আপনাদের কাজ কর্ম্ম একটু দেখি। চোখের সামনে কোন জিনিস অপচয় হতে দিইনা। বাগানের কাছ দিয়ে আসছিলাম, দেখি এক জায়গায় বেড়া ভেঙ্গে এক পাল গরু ঢুকে চারা গাছগুলো খাচ্চে। মুনিষ ডেকে মেরামত করিয়ে এই আসছি।

অন্ন। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! তুমি এই রৌদ্রে বাগানে গিয়ে মুনিষ খাটাচ্ছিলে? তাই তোমার চোখ মুখ লাল হয়েছে—। এই রৌদ্রে কি বেরুতে আছে। ওমা কি সর্ব্বনাশ!

জগৎ। কি করব মা, গরুতে গাছগুলো সব খেয়ে যাবে। বাবা কত যত্ন করে পুঁতিয়েছেন। চোখে দেখে কি করে থাকি? আমার নিজের হ'লে কি আমি চুপ করে থাকতাম?

অন্ন। তা যাক বাবা—তোমাকে এত কষ্ট ক'রতে হবে না। লোক জন তো আছে—তাদের বল্লেই হ'তো।

জগৎ। কাকে কি ব'লব—সবাই দুপুরবেলা ঘুমাবে।

বজ্র। লোকের উপর নির্ভর করলে কি চলে? এ সব নিজেদের দেখ্‌তে হয়। লোহিত হ'ল মোর বাবু, এদিকে তার লক্ষ্যই নেই।

জগৎ। কি করে থাকবে? যে কোলকাতায় থাকে, আশে পাশে ভাল ভাল বাগান, বড় বড় বাড়ী দেখছে, তার কি এ সব সামান্য জিনিস মনে ধরে? আপনারা বিদেশে রোজগার করেছেন, দেশের সম্বন্ধ ছাড়েননি। যা পেয়েছেন দেশে এনে ফেলেছেন। বাপ পিতামহের নাম বজায় রেখেছেন। আজ কাল ছেলেদের জ্ঞান কোলকাতা ছাড়া দেশ নেই।

বজ্র। যা বল্লে। আমার কোথায় কি বিষয় আশয় আছে তার একবার জানতেও ইচ্ছা হয় না। কোন জিনিসেই তার লক্ষ্য নেই। যদি মরে যাই দশজনে লুটে খাবে।

অন্ন। তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! লোহিত লেখা পড়ায় ব্যস্ত। তোমার কি আছে না আছে সে এখন দেখবে কি করে? বিয়ে থাওয়া হ'ক, গৃহস্থালীতে মন বসুক, তার সব জিনিসে যত্ন হবে।

জগৎ। এখন দেখছি এ বিয়েটা হ'লে ভালই হ'ত—মেয়েটি সকলের দেখা ছিল।

অন্ন। না হয় সে নিজে দেখে বিয়ে ক'রবে। তাতে হয়েছে কি?

বজ্র। বটে, বটে, সে নিজে দেখে শুনে বিয়ে ক'রবে—আর আমি সাক্ষী গোপাল হয়ে বসে থাকব? আমায় কি সেই অকর্ম্মা বাপ পেয়েছ? ছেলে যা ক'রবে, মুখ বুজে সহ্য ক'রে যাব? তার কি জ্ঞান হয়েছে?

সে জানে কি ? তাই নিজে দেখে বিয়ে ক'রবে ? তুমি আশ্‌কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে মাটি ক'র্‌লে ।

অন্ন। আমি বলছি,—সে তো বলেনি, তুমি অত রাগ ক'রছ কেন ?

যজ্ঞে। তুমিই বা ও রকম কথা মুখে আনবে কেন ? সম্বন্ধ স্থির করা কি চালাকির কথা, মেয়ে সুন্দর হলেই হ'লো ! বংশ দেখতে হবে, বংশে কোন রোগ আছে কি না জানতে হবে, বাপের প্রকৃতি দেখতে হবে। বিয়ে দিলেই হলো ? যাদব চাটুর্য্যের সামাজিক মান কি ? সামান্য লোক—তার সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রলে আমায় সমাজে নীচ হতে হ'ত। আমি কি না বুঝে সুঝে জবাব দিয়েছি ?

( মোহিতের প্রবেশ )

মোহিত। আপনি আমার পাশের সার্টিফিকেট ক'খান চেয়েছিলেন—এই নেন। দেখা হলে ফিরিয়ে দেবেন, আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

যজ্ঞে। আমার কাছে এখন থাক। তোমার সম্বন্ধ দেখ্‌তে এলে কেউ যদি দেখতে চায় তাকে দেখাতে হবে।

মোহিত। সার্টিফিকেট দেখিয়ে যদি বিয়ে ক'র্‌তে হয় সে বিয়ে না করাই ভাল।

যজ্ঞ। ভাল কি মন্দ আমি তা জানি। তোমায় শিক্ষা দিতে হবে না। এ চুলগুলো অমনি পাকেনি—অনেক দেখে শুনে পেকেছে।

মোহিত। দেখুন, আজ কাল পাশ ক'রলেই চাকরী পাওয়া যায় না। উপার্জ্জন না ক'রতে পারলে বিয়ে করা উচিত নয়—কেবল দরিদ্রতা ডেকে আনা হয়।

যজ্ঞে। লেখা পড়া শিখে তোমার যদি উপার্জ্জন করবার ভরসা না থাকে,

যেমন খাচ্চ সেই রকমই খাবে। আমার আয় হ'তে এত লোকের চলছে, তোমাদের দুজনার চলবে না ?

মোহিত। আপনার আর খরচ করাতে চাই না। আমার জন্যে অনেক খরচ করেছেন।

যজ্ঞে। তোমাদের কালে পুত্র পুত্রবধূকে গলগ্রহ ভাবতে পার। আমি তা ভাবিনা। পরিবার বল্লে—সকল পরিজনকে বোঝায়। নিজে ও নিজের স্ত্রী পুত্রকে বোঝায় না। পরিবার প্রতিপালনে আমি অক্ষম নই। নিজে চির জীবনটা কষ্ট ক'রে যা করেছি, ভগবানের ইচ্ছায় বুঝে যদি চ'লতে পার, দুবেলা দুমুঠো ছেলে পিলে নিয়ে খেতে পারবে, পরের সাহায্য নিতে হবে না। এর ওপর উপার্জ্জন ক'রতে পার ভালই।

জগৎ। বাবা, আপনি জানেন না। আজকাল এটা সভ্য সমাজের চলিত কথা। বেশ অবস্থাপন্ন, ভাল ভাবে চলে যাচ্ছে, বিয়ের কথা হলেই ছেলেরা ব'লে ওঠে, এখন ভার গ্রহণে অক্ষম। এর মানে হচ্চে সব রোজগারটা নিজের সুখের জন্যেই খরচ ক'রব—অন্যকে আর ভাগ বসাতে দেব না।

মোহিত। তুমি নিজেকে দিয়ে বুঝতে পাচ্ছ না ?

জগৎ। আমার মত তোমার অবস্থা হ'তে যাবে কেন ? আমার পিতা হঠাৎ মারা গেলেন, কিছু রাখতে পারেননি, তাই এই অবস্থায় প'ড়লাম। বিয়ের সময় আমার ও ভাবনা হয়েছিল কিন্তু আমার সাধ্য ছিলনা বাবার মতের বিরুদ্ধে কথা কই।

যজ্ঞে। তুমি এত দিন লেখা পড়া শিখে আর কিছু শিক্ষা না কর— লোককে তুচ্ছ তাচ্ছল্য ক'রতে বেশ শিখেছ। জগতের কি করা উচিত

ছিল-না-ছিল, তোমার ব'লবার দরকার করে না। জগতের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।

মোহিত। তাচ্ছিল্য কিছুই করিনি। নিজের দায়িত্ব বোধ থাকা চাই।

যজ্ঞে। যথেষ্ট আছে। সে তোমার উপর নির্ভর ক'রে নেই।

অন্ন। মোহিত দোষের কথা কিছুই বলেনি। জগৎ কিছু মনে করেনি। তুমি রাগ ক'রছ কেন?

যজ্ঞে। অন্যায় কথা যে—এত বড় হয়েছে কাকে কি বলা উচিৎ, অনুচিত, কিছুই শেখেনি। জগৎ ভাল ছেলে কিছু মনে না ক'রতে পারে— অন্য জামাই হ'লে কি মনে ভাবত?

অন্ন। ওদের ভিতর ওরকম ঠাট্টা-তামাসা চলে।

যজ্ঞে। দেখ মোহিত, তুমি বড় হয়েছ সত্য, কিন্তু আমার চেয়ে বড় হওনি। আমার চেয়ে তোমার জগতের অভিজ্ঞতাও বেশী জন্মায়নি। তোমার বিবাহ করা উচিত কি না আমি তা বেশ বুঝি। তোমায় ভাবতে হবে না। আমি সম্বন্ধের চেষ্টায় আছি, ভাল সম্বন্ধ পেলেই বিয়ে দেব জেনো। যাও—পড়া শুনা করগে।

( মোহিতের প্রস্থান )

আজকাল কি দিন সময় পড়েছে। ছেলে বাপের সঙ্গে তর্ক করে। এটা শিক্ষার ফল, না সময়ের গুণ? তর্ক করা দূরে থাক, বাবা আমায় ডাকলে আমার ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠত। আমায় একেবারে অক্ষম পিতা পেয়েছেন! ওর রোজগারের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে? যা ব'লবেন আমায় শুনতে হবে?

জগৎ। বিলক্ষণ! আপনি পরপ্রত্যাশী হবেন কেন? আপনার কিসের অভাব?

অন্ন। ছেলের রোজগার কপালে থাকলে তো খাবেন?

যজ্ঞে। তুমিই ছেলেকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ। তোমার আস্কারাতেই সে এমন হয়েছে।

অন্ন। বেশ করেছি। সে বলেছে কি—তাকে ও রকম ক'রে ব'লছ? সে ভাল কথাই ব'লেছে। অন্যায় হয়েছে কি?

জগৎ। মা, চুপ করুন—বাবা রাগ ক'রছেন দেখতে পাচ্ছেন না?

অন্ন। করুন—আমায় ছেলের নিন্দা সহ্য হয় না। কোথায় বিয়ে তার ঠিক নাই—মিছে একটা গণ্ডগোল। সম্বন্ধ ঠিক হ'ক—যদি বিয়ে না করে তখন ব'লো।

যজ্ঞে। জগৎকে উপলক্ষ করে কথা বলবার তার কি দরকার ছিল? ও কি তার খেয়ে এখানে আছে, না নিরুপায় হয়ে আছে? আমার অনুরোধে এখানে আছে।

জগৎ। আপনি অনুরোধ ক'রলেও আমার আর এখানে থাকা হচ্ছে না। বাবার একজন বন্ধু নেপালে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে পত্র লিখেছেন। নেপাল রাজ এষ্টে, আমার চাকরী ঠিক ক'রে রেখেছেন। শিগ্‌গীর তো আসতে পারব না—এদেরও নিয়ে যাব।

অন্ন। ও বাবা তাকি হয়? একটি মেয়ে—এতদূরে কি পাঠাতে পারি? মোহিতের কথা কিছু ধ'রনা।

জগৎ। মোটেই আমি গ্রাহ্য করিনে—কিন্তু আমার এখানে থাকলে আর চ'লছে না। বেশী দেরী হয়ে গেলে সে জায়গায় অন্য লোকও নিয়ে নিতে পারে।

যজ্ঞে। কাছেই একটা চাকরী জুটে যাবে, তার জন্য ব্যস্ত কেন? কিছুদিন অপেক্ষা করনা। চল, পুকুরে মাছ ধরছে দেখে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

অন্ন। এমন অসভ্য জামাই তো দেখিনি! আমাদের কথায় মধ্যস্থ হ'তে চায়। ঘরের খাবে চুপ করে ব'সে থাকবে। তা নয় - সব তাতে ওর কথা কওয়া চাই। অপমান বোধও নেই।

(প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### গঙ্গাধরের বাটীর অন্তঃপুর

গঙ্গাধর ও অন্নদা

গঙ্গা। গীত—

আমার সকল কামনা মিটিবে বলিয়ে
তোমারে করিনি সাথী,
তুমি কোথা গেলে চলে, কোন পথে ফেলে,
কি হবে আমার গতি।
আঁখির মিলনে মন মিলিল তাই বাসিলাম ভাল এত,
আপন বলিয়ে সহজে চিনিনু হারান রতন মত।
ভাবিলাম মনে অমর জগত, অমর মোদের প্রেম,
আজিকার মত চিরকাল যাবে, সুখে কাটিবে দিন।
এখন যে দিকে তাকাই, শুধু তুমি নাই, শুধু প'ড়ে আছে সব,
এ বীণা বাজাতে আর কেহ নাই জাগাতে মধুর রব॥

অন্নদা। তুমি ও সব গান ভুলতে পারলে না? তিনকাল গিয়েছে, এককাল আছে; দুটো ঠাকুর দেবতার নাম কর,—পরকালের কাজ হবে।

গঙ্গা। এ বয়সে স্মৃতি শক্তির হ্রাস হয়! এখন নতুন পড়া আর মুখস্থ হয় না। যা শিখেছি তাই মনে আসে। বয়স থাকতে যদি ভগবানের নাম ক'রতে শিখতাম, তাহলে এখন সেই কথা মনে প'ড়ত।

অন্নদা। কি ক'রে প'ড়বে? তুমি শিঙ ভেঙে এখন বাছুরের দলে

মিশেছ। তোমার বয়স হ'ল তিন কুড়ি,—তোমার সঙ্গী যত সব ২০।২৫ বছরের ছেলেরা,—যাদের তুমি হোতে দেখেছ। গাঁয়ে কত প্রাচীন লোক রয়েছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে আছে। তাদের সঙ্গে মিশলে তো'তোমার মনের গতি ফিরবে? ধর্ম্ম চিন্তা আসবে?

গঙ্গা। বুড়ো এক বয়সীদের সঙ্গে মিশ্তে আমার ভয় করে। এদের দাঁত পড়া, পাকা চুল, টসকান মুখ, যখনি দেখি তখনি মনে হয়, আমি কত বুড়ো হয়েছি। আয়নায় মুখ দেখলেও আমার নিজের মনে এত ভয় হয় না। যা হবে তাতো বুঝতে পারছি। ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে মিশে যতদিন আমোদে প্রমোদে নিজের অবস্থা ভুলে থাকতে পারি।

অন্নদা। পরকাল তো আছে? তোমার পাল্লায় প'ড়ে আমারও কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হ'লো না।

গঙ্গা। ঐ কাজটি ভাল ক'রছ না। আমি না হয় কিছু না ক'রলাম কিন্তু তুমি তো পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম, উপবাস ক'রতে পার? আমাদের দেশে স্ত্রীলোকরাই তো ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।

অন্নদা। আমার কি সেই অদৃষ্ট!—কখনো রোজগার ক'রে এনে হাতে টাকা দিয়েছ? পয়সা আছে যে—ঠাকুর গড়িয়ে পূজা ক'রব? পয়সা আছে যে—একটা ব্রত নিয়ে বামুন খাওয়াব?—ঘর কন্নার কাজ সারতে সারতে দিন ফুরিয়ে যায়। ঝি নেই—চাকর নেই—জপতপ করবার সময় পাব কোত্থেকে? আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রব কি ক'রে?

গঙ্গা। কেন? উপবাস হ'ল প্রধান ব্রত। খুব ক'রে উপবাস কর। বাড়ীর কাছে গঙ্গা, এক গাড়ী বেলপাতা ভেঙে এনে দিচ্ছি,—গঙ্গা মৃত্তিকায় শিব গড়ে, এক মনে এক ধ্যানে শিব পূজা কর।

আমি কোন বাধা দেব না। তোমার পুণ্য সঞ্চয় করবার ভাবনা কি ?

অন্নদা। বটে, তা'হলেই বুঝি হ'লো ? এই যে প্রতি বৎসর কত লোক তীর্থ-দর্শন ক'রতে যাচ্ছে,—কত ঠাকুর-দেবতা দেখে আসছে—কত পুণ্যি করে আসছে—কই আমায় একবার পাঠাতে পারলে ? কেবল উপোস ক'রলে বুঝি ধর্ম্ম হয় ? টাকা পয়সা খরচ না ক'রলে কিছুই হয় না।

গঙ্গা। যা নেই—যা হবেনা—সে কথা মনে চিন্তা করে অসুখী হও কেন ? যা আছে—তাই দিয়ে নিজের কার্য্য উদ্ধার কর। দেহ আছে —উপবাস সহ্য কর। মন আছে—ধ্যান কর, কত পুণ্য হবে। পরে কি ক'রছে না ক'রছে তোমার দেখবার দরকার কি ?

অন্নদা। তোমার যাতে সুবিধা হবে তাই করি। আমি উপোস ক'রে ক'রে তোমায় রেঁধে দিই, আর তুমি গান গেয়ে গেয়ে বেড়াও ?

গঙ্গা। আসল কথা হচ্চে তোমার ধর্ম্মে মতি নেই। আমায় উছিলে ক'রে ভগবানকে ফাঁকি দিতে চাও। আমায় দোষী ক'রতে পারলেই যেন তুমি সকল অপরাধ হ'তে মুক্তি পাবে। তা হচ্চে না। ভগবান যখন ব'লবেন—তোমার তো আমি দেহ-প্রাণ দিয়েছিলাম, তুমি আমার কি ক'রেছ ? তখন তুমি কি ব'লবে ?

অন্নদা। আমার মুখ নেই, আমি আর ব'লতে পারব না ? আমি ব'লব, আমায় এমন লোকের হাতে দিয়েছিলেন, আমায় কোন পুণ্য কাজ ক'রতে দেয়নি। কথনো কোন ধর্ম্ম উপদেশ দেয়নি। কথনো দান-ধ্যান ক'রতে একটা পয়সা দেয়নি। কেবল খাটিয়েছে—কেবল রাঁধিয়েছে

আর বলেছে—দেখ, আমি স্বামী, আমি দেবতা, আমার সেবা কর—তাহলেই তোমার মুক্তি হবে। দেখবে তোমার কি ক'রবেন। তোমায় ধ'রে মারবেন।

গঙ্গা। বাবা! আমার উপর তোমার যে আক্রোশ যদি দু'খানা ঠোঁট থাকত আমায় ঠুক্‌রে শেষ ক'রতে। তা আক্ষেপ থাকে কেন? আমার সঙ্গে কলিকাতায় চল—দাঁতবাঁধানওয়ালাদের কাছ থেকে তোমার দুখানি ধারাল ঠোঁট বসিয়ে দিচ্ছি—প্রাণ ভরে আমায় ঠোকরাও।

অন্নদা। বটে, বটে, আমি তোমার কাছে শকুনী, গৃধিনী, আর যত সব—পাপিয়া, টিয়া? আমায় তুমি এত অচ্ছেদ্দা কর? দেখবে তোমার কি ঘটে। তখন বুঝবে।

( নেপথ্যে গরব। দিদি, দিদি, দুয়োরটা খোল তো। )

গঙ্গা। হুঁ।—তোমার মনে যা আক্রোশ তাই আমি ব'লছি। শুধু কথায় গাল দিলে তো রাগ পড়বে না—আমায় ঠুকরে খেলে যদি তোমার রাগ কমে।

( নেপথ্যে গরব। দিদি, ওদিদি, দুয়োরটা খোল না। )

অন্নদা। আমর!—তোমার উপর আমার কি আক্রোশ থাকবে। তুমি কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রলে না—আমাকেও কিছু ক'রতে দিলে না—আমি তাই ব'লছি।

গঙ্গা। কই, এতকাল তো কিছুই বলনি? যৌবন গেল, প্রৌঢ়াবস্থা গেল, এতদিন তো এসব কথা মনে পড়েনি? তখন যদি আমোদ-আহ্লাদ ভুলে আমায় ধর্ম্মের কথা ব'লতে—আমারও হয়তো মন ফিরে যেতো। এখন ভোগে অরুচি হয়েছে বলে কি পরিণামের কথা মনে পড়েছে?

এমন কে নির্লজ্জ আছে,—তোমার উদ্বৃত্ত, পরিত্যক্ত জিনিস নিয়ে আনন্দিত হবে? তোমার মনে যখন কোন বিষয়ে আসক্তি নেই, ভাল কাজেও আর আসক্তি আসতে পারেনা। এখন নূতন ক'রে কোন সাধনা হয়না।

( নেপথ্যে গরব। দিদি, ওদিদি। আলো জ্বলছে, উত্তর দাওনা কেন? )

গঙ্গা। শোন, শোন—কে ডাকছে নয়? )

অন্নদা। আমার ঘাট্ হয়েছে—কে আবার ডাকবে? চল ভাত খাবে চল, রাত হয়েছে—ভাত জল হয়ে গেল।

( নেপথ্যে গরব। ওদিদি, দিদি—বড় বিপদে পড়েছি। ভট্‌চায্যি মশায় কি বাড়ী আছেন? )

গঙ্গা। না, না, কে ডাকছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

অন্নদা। এত রাত্রে আবার ডাকবে কে?—চল, রান্নাঘরে চল—ভাত বেড়ে দিচ্ছি। ( স্বগত ) আ মর্ মাগী! সাড়া দেবনা, তবু ডাকতে ছাড়বে না—মাগীর ঠাট্ কতো—দু কুড়ি বয়েস হয়েছে, তবু ঠাট্ ক'রতে ছাড়ল না। আজ রাত্রিতে বার হয়নি, আর মাগী খোঁজ নিতে এসেছে। মরুক, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরুক—দুয়োর খুলছিনে।

( নেপথ্যে গরব। ওদিদি, দিদি—দুয়োরটা একবার খোল না। আমি তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি আর তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ না? —ওমা কি সর্ব্বনাশ!—আমি কি ক'রব—আমার যে বড় বিপদ! )

গঙ্গা। না—না—দেখ,—দেখ—নিশ্চয় কে ডাকছে। তুমি বুঝতে পারছ না। দুয়োরটা শীগ্‌গীর খুলে দাও।

অন্নদা। না—আমি দুয়োর খুলব না। কে সেই অবধি ডাকছে বুঝতে পারছ না? ডাকুক—ডাকতে ডাকতে মরুক—তুমি খাবে চল।

গঙ্গা। আহা—খাচ্ছি—খাচ্ছি। খাওয়াটাই কি এত বড় হ'লো? একটা লোক বিপদে প'ড়ে ডাকছে তুমি সাড়া দেবেনা? গাঁয়ে বাস ক'রতে হ'লে লোকের আপদ বিপদে না দাঁড়ালে চলে? তোমার বেলায় লোকে ক'রবে কেন? অনাথা বিধবা—কি বলে শোননা। শুনলে তো আর জাত যাবে না।

অন্নদা। ও মাগীর আবার বিপদ কি? ওর মরাই ভাল। এতদিন মরেনি কেন?

( নেপথ্যে গরব। ভট্‌চায্যি মশায় কি বাড়ী নেই দিদি—তবে কি ফিরে যাব? )

অন্নদা। না গো তিনি বাড়ী নেই। আমি খোলা চড়িয়েছি—উঠ্‌তে পাচ্ছি নে। তুমি ফিরে যাও।

গঙ্গা। বলে কি!—না—না আমি আছি। ওরা দেখতে পাইনি।

অন্নদা। তোমায় কি ব'লতে ইচ্ছা হয় বল দেখি। আমি ব'লছি—বাড়ী নেই আর তুমি ব'লছ—আছে। লোকের কাছে আমায় মিথ্যাবাদী করা?

গঙ্গা। আচ্ছা, তোমায় দুয়ার খুলে দিতে হবে না—আমি দিচ্ছি। তুমি রান্না ঘরে চলে যাও।

অন্নদা। না—আমি যাব না।

( গঙ্গাধর দরজা খুলিয়া দিলে গরবিনীর প্রবেশ )

গরব। ওগো আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো, সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোমাদের এত ক'রে ডাকছিলাম তোমরা শুন্‌তে পেলে না,—তোমরা সাড়া দিলে না!

গঙ্গা। শুনতে পাইনি,—শুনতে পাইনি। কি হ'লো কি?

অন্নদা। হবে কি! হবার আছে কি! স্বামীর মাথা খেয়েছে—শ্বশুর-শাশুড়ীর মাথা খেয়েছে,—কুলমানের মাথা খেয়েছে—এক ঘোরে হ'য়ে গাঁয়ের একধারে প'ড়ে আছে— সর্ব্বনাশের আর বাকি কি? এখন যা ব'লতে এসেছ বল,—ব'লে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর স'রে পড়।

গঙ্গা। আরে রাম! রাম! তুমি দেখ্‌ছি ভয়ানক মুখরা। অনর্থক লোককে গাল দিতে আছে? আগে শোন কি ব্যাপারটা হ'য়েছে। তুমি কিছু মনে করো না, গরব। ওর স্বভাবই ঐ রকম। কি হ'য়েছে বল।

গরব। ভগবান যখন আমার এমন দশা ক'রেছেন লোকে তো ব'লবেই। আমি কারও কোন কথায় থাকিনে। অনাথা, নিরাশ্রয়া, গাঁয়ের এক কোণে প'ড়ে আছি। একখানি ঘরে রেঁধে বেড়ে খেয়ে প'ড়ে থাকি। ভগবানের চোখে তাও সহ্য হ'ল না গো! আমি এখন দাঁড়াব কোথা? আমায় যে রাস্তায় ব'সতে হ'ল।

গঙ্গা। আঃ! কি হ'ল? ঘরে আগুন লাগল নাকি?

গরব। আমার কপালে আগুন লেগেছে গো, কপালে আগুন লেগেছে। একলা ঘরে প'ড়ে থাকতাম, কোন ভয়-ভীত ছিল না। এক ঘুমে রাত পোহাত। ওমা! আজ ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড এক গোখড়ো সাপ। আমায় দেখে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রতে লাগল। কত ঢিল পাটকেল ছুড়লাম, কিছুতেই ন'ড়ল না। আমায় দেখে এমনি এমনি ক'রে ফণা নাড়তে লাগল। ওমা! আমি কি ক'রব; মেয়ে মানুষ! পালিয়ে এলাম। ভট্‌চার্য্যি মশায়, আপনি একবার চলুন।

আমার কেউ নেই—আপনাকে কিছুই ক'রতে হবে না। বেটাছেলে দেখলেই সাপটা পালিয়ে যাবে।

গঙ্গা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি চল—তার আর ভাবনা কি? ও রকম সাপ আমি অনেক মেরেছি। কই, কই, আমার সাপ-মারা লাঠি গাছটা কই? এই যে। লণ্ঠনটা দাও তো, কেমন সাপ আমি দেখছি! এক ঘায়ে আমি শেষ ক'রে আসছি। ঘরের ভিতর গোখরো সাপ! কি সর্ব্বনাশ! চল—চল—চল।

অন্নদা। বলি গরব! তোর আক্কেল কি বল্ দেখি! তুই গায়ে আর লোক খুঁজে পেলিনে? এই বুড়ো বামুনকে সাপ মারতে রাত দুপুরে ডাকতে এলি? তোর বাড়ীর চারিদিকে কত বুনো-বাগ্দী র'য়েছে—তাদের ডাকতে পারলি নে?

গরব। ওমা! বল কি—তোমার কি আক্কেল! ভট্‌চার্য্যি ঘরের বউ হ'য়ে ঘরে বুনো-বাগ্দী ঢোকাতে ব'লছ? ওমা, কি হবে! আমার এক ঘর হাঁড়ি কুড়ি সব যে ফেল্‌তে হবে! আমায় কে কিনে দেবে? আমায় কেউ কি দেবার আছে? আমি কি তোমাদের মত কপাল ক'রেছি?

গঙ্গা। তাইত। বুনো-বাগ্দী ঘরে ঢোকাবে কেন? আমি যাচ্ছি। একটা অসহায়া স্ত্রীলোককে সাপে কামড়ে খাবে, আর আমরা তাই শুনে ব'সে থাকব? আমি এখনো এমন অশক্ত হইনি।

গরব। চলুন—চলুন—আমি দুয়োর খুলে এসেছি। এতক্ষণ হয় তো চোর ঢুকে ধান চাল সব নিয়ে গেল।

গঙ্গা। তুমি ভাত বাড়; আমি এলাম ব'লে—কতক্ষণের কাজ?

(গঙ্গাধরের ও গরবিনীর প্রস্থান)

অন্নদা। আ মর্ সর্ব্বনাশী! মিন্‌সেকে যেন ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল! আমার একটা কথাও ব'লতে দিলে না। এই জন্তেই আমি দুয়োর খুলতে চাই নি। মাগীর বোধ হয় সব ন্যাকাম। এখন ওকে সাপে না কামড়ালে বাঁচি। কি বিপদেই প'ড়েছি! ভাত নিয়ে 'কতক্ষণ ব'সে থাকব?

## তৃতীয় দৃশ্য

### বাগান বাটী

মোহিত ও শশধর

শশ। আজ বড় গরম বোধ হ'চ্ছে ; চল খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসি।

মোহিত। কোথায় যাবে, এই খানেই ব'স। খানিক পরে বাতাস উঠবে।

শশ। আমি দেখছি এই চিন্তা ছাড়া তোমার কিছুই ভাল লাগে না।

মোহিত। তাই বটে। আমার আর কোন বিষয়ে আস্থা নাই। আর কোন বিষয়ে আমি মনঃসংযোগ ক'রতে পারি না। সংসারের সকল বন্ধন শিথিল হ'য়ে গেছে। বন্ধুবর্গের সৌহৃদ্য, আত্মীয় স্বজনের যত্ন-আদর, ভদ্রজনের শিষ্টাচার, সব যেন আন্তরিকতা শূন্য ব'লে মনে হয়। আমার সকল প্রবৃত্তি, সকল ইচ্ছা, এই চিন্তাতেই সম্বদ্ধ হ'য়েছে। কেবল দেখতে পাই, সেই শঙ্কিত চাহনি—সেই সতর্কতা। আগে তো অনেকবার দেখেছি কিন্তু সেদিন দেখে মনে হ'ল, রাত্রিতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে কামিনী গাছের যত কুঁড়ি ছিল, এক সঙ্গে প্রস্ফুটিত ক'রে দিয়েছে। ভাল করে দেখবার ইচ্ছা করে কিন্তু চোখ মেলে দেখতে সাহস হয় না।

শশ। অনিলা সুন্দরী হ'তে পারে, কিন্তু তোমার তাতে কি? তার কি তুমি আশা কর?

মোহিত। সে আমার নয় আমি তা জানি, কখনো যে আমার হবে সে

আশাও আমি করি না। তবু আমার মন চিন্তাশূন্য হয় না। মনে করি আর ভাবব না, অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোত্থেকে সেই চিন্তাই আসে, ভাবতে ভাবতে কোথায় চ'লে যাই—শশধর, আমার বোধ হয় তুমি কখনো কাউকে ভালবাসনি।

শশ। আমার বিশ্বাস তো ভালবাসি, তুমি এখন যা ভাব।

মোহিত। আমার মনে হয় না, তুমি কাউকে যথার্থ ভালবাস। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আছ, সুখে নিদ্রা যাচ্ছ, নিয়মিত কার্য্য ক'রছ; কোন বিষয়ে তোমার একটুও ব্যতিক্রম দেখ্‌তে পাই না। আমি কি ক'রে বুঝব তুমি ভালবাস? এতদিন তোমার মতের সঙ্গে আমার সকল বিষয়ে ঐক্য হ'য়েছে। এখন অনেক সময় তোমার মতের সঙ্গে আমার মিল হয় না।

শশ। দেখ জলের মাছ জলে থাকলে ছট্‌ফট্‌ করে না। আমরা পরস্পর পরস্পরের ভালবাসায় লীন হ'য়ে আছি তাই আমার কোন অশান্তি নাই। আমি রূপ দেখে আকৃষ্ট হইনি, কোন বিশেষ গুণ শুনে মোহিত হইনি, আমার ভালবাসার সম্বন্ধ ব'লে আমি ভালবাসি। আমি কাজ কর্ম্ম সেরে বাড়ী যাই, আমার স্ত্রী সংসারের কাজ সেরে ক্লান্ত হ'য়ে নিদ্রা যায়। প্রণয় জানাব কি, দরকারী কথা বলবার ও সময় পাই নে। আমার প্রতি তার ভালবাসা,—আমার সংসারের সুশৃঙ্খলতা, আমার পিতামাতার প্রতি ভক্তি, আমার সকল জিনিসে তার আন্তরিক যত্ন দেখে বুঝতে পারি। আর তার প্রতি আমার প্রীতি। তার সকল কার্য্যে আমার সন্তোষ দেখে সে জানতে পারে। কখনো মুখে প্রকাশ ক'রে ব'লতে হয় না।

মোহিত। তোমার স্ত্রীকে তুমি এ কথা ব'লো তাহলে শুনে সুখী হবে। এ সংসারে প্রকৃত কেউ কাকে ভালবাসে না। সবাই আপন আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কার জন্য ভাবেনা। তুমি এখুনি বাড়ী যাবে, আহার ক'রবে, নিদ্রা যাবে, প্রাতঃকালে উঠে ব'লবে—খুব ভালবাসি। এসব কথার কোন মানে নেই।

শশ। না থাক। আমার ভালবাসার কোন প্রমাণ কাউকে দিতে হবে না। তোমার ভালবাসার মানে কেবল সময় অপব্যয় করা বইত নয়!

মোহিত। সময় অপব্যয় তুমি ভাবতে পার, কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে কত উদ্ভাবনা-শক্তি এনে দিয়েছে। আমার হৃদয় অনুর্ব্বর মাঠের মত নীরস ছিল। এ চিন্তা আমার হৃদয় ফলপুষ্পে সুশোভিত ক'রেছে। আমার এতটা কল্পনা শক্তি আছে আমি কখনো বুঝতে পারিনি। চলচ্চিত্রের মত কত ছবি আমার মনের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। এই এখানে আছি, পরক্ষণেই কোন নদী কূলে, না হয় নির্জ্জন কাননে উপস্থিত হচ্ছি। কত দেশ বিদেশে ভ্রমণ ক'রছি। দেখ, শশধর, জগন্নাথ দেবের মন্দির দেখ্‌তে গিয়েছি,—ভয়ানক জনতা। দেখি অনিলা সেই জনতায় নিষ্পেষিত হ'চ্ছে। তার বাপ মা কোন মতে তাকে ভিড়ের ভিতর হ'তে উদ্ধার ক'রতে পারছে না। অনিলার চোখ মুখ ভয়ে নীলবর্ণ হ'য়ে গেছে। আমি দেখতে পেয়ে সেই যাত্রী-নিষ্পেষণ হ'তে অনিলাকে উদ্ধার ক'রে আনলাম, তার বাপ মা আমায় কত আশীর্ব্বাদ ক'রতে লাগলেন। এই প্রকার কত দৃশ্য আমার মন দিয়ে প্রধাবিত হ'চ্ছে। বহির্জগতের সঙ্গে যদি কিছু কাল আমার সম্বন্ধ না থাকে আমি কোন প্রকার নির্জ্জনতা বোধ ক'রব না। যার হৃদয়ে

অনুরাগ নাই তার চিন্তা সীমাবদ্ধ,—বাস্তব জগতের বাইরে যেতে পারে না।

শশ। অনেক কাব্য প'ড়েছ, তার সার্থকতা কিছু চাই।

মোহিত। এ কাব্যের সৌন্দর্য্য নয়। কবির কল্পিত সৌন্দর্য্যে মন পুলকিত হয় বটে কিন্তু একবারে তন্ময় হয় না—কল্পিত ব'লে সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। আমি যা প্রত্যক্ষ দেখেছি তাই ভাবছি। এ কল্পিত ছবি নয়। আমি যা চিন্তায় উপভোগ করি তা সত্য।

শশ। যখন এ ছবি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছ চিরদিন কি কেবল চিন্তায় সন্তুষ্ট থাকতে পারবে? মানুষের ইচ্ছা সাধ্যাধীন হ'লে কেবল মনেই থাকে না, পরিতৃপ্তির দিকে অগ্রসর হয়।

মোহিত। তোমার সে ভয় নেই। দেখ আমি বিদ্যার গর্ব্ব করি না, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করি না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আমি কখনো কোন নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য ক'রব না। তোমায় ব'লতে কি, অনিলাকে দেখলে কেবল দর্শন লালসাই প্রবল হয়, মনে অন্য কোন চিন্তা আসে না। এর চেয়ে আর বেশী সুখ কিছু থাকতে পারে আমার মনে হয় না।

শশ। এরকম তো বড় একটা দেখ্‌তে পাই না। প্রণয়ের মানে মিলন-ইচ্ছা। সে ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে কেবল মাত্র চিন্তা গলায় বেঁধে থাকা একটা অভিনব ব্যাপার।

মোহিত। জগতে আছে কি নেই, আমার তা জানবার দরকার নেই। আমার এই বিশ্বাস, আমার এতেই পরিতৃপ্তি। আমার মতন এ সংসারে কেউ ভালবাসে আমার বিশ্বাস হয় না।

শশ। তোমার সঙ্গে অনিলার বিবাহ হ'লে সব দিক দিয়েই ভাল হ'ত। এখন যে ব্যাপার দাঁড়িয়েছে তার আর কোন আশা নেই।

মোহিত। আগেই মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। অনিলাকে পেলে আমি এত ভালবাসতে পারতাম না।

শশ। আমি যে তোমার কষ্টের সহানুভূতি ক'রতে পাচ্ছিনে এই আমার দুঃখ। তোমার শারীরিক কষ্ট ভিন্ন সকল বিষয়েই তোমার সমান ভাগী হ'য়েছি। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে মন মিশাতে পাচ্ছি না। তোমার কাছ থেকে আমি দিন দিন স'রে যাচ্ছি।

মোহিত। আমার কাছে তুমি যা ছিলে তাই আছ। তুমি সহানুভূতি দেখাও আর না দেখাও, তোমায় কোন কথা না ব'লে আমি থাকতে পারিনে। তোমায় একটা কথা ব'লে রাখি। দেখ, মানুষের জীবনের কিছু ঠিক নেই। এই প্রকার ভাবতে ভাবতে আমার জীবন-আলো যদি নিভে যায়, তোমার যদি কখনো সুযোগ হয়, অনিলাকে ব'লো, আমি তাকে কত ভালবাসতাম। তাহলেও আমার আত্মার শান্তি হবে।

শশ। নিজের ভ্রম তুমি বুঝতে পারছ না। মনকে অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত কর। দশ জনার সঙ্গে গল্প কর। সর্ব্বদা চলা ফেরা কর। এ চিন্তা তোমার মন থেকে স'রে যাবে। রাত্ত হ'য়েছে এখন বাড়ী যাই চল।

মোহিত। আমি এখন এখানে একটু থাকব। তুমি যাও, বাড়ী হ'তে তোমায় এখুনি ডাকতে আসবে।

শশ। তা মিথ্যা নয়—তুমি দেরী করো না।

মোহিত। কাল যেন আস্‌তে ভুলো না।

শশ। না।

(শশধরের প্রস্থান)

মোহিত। মন তো দেহের মত স্থূল পদার্থ নয়, চালিত না ক'রলে চ'লতে পারে না—মন সর্ব্বব্যাপী। বায়ুর তরঙ্গ বাস্তব জগৎ ভেদ ক'রে অতি দূরস্থ লক্ষ্যকে স্পর্শ করে। ভক্তের একাগ্রতায় দেবতার মন বিচলিত হয়। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে সময়ে সময়ে মন যে বিচলিত হয়, সে কি প্রিয়জনের আন্তরিক আকর্ষণের ফলে নয়? আমার এ চিন্তা কি অনিলার মন স্পর্শ ক'রছে না? হয় তো ক'রছে, কিন্তু কি কারণে অস্থির হ'চ্চে সে বুঝতে পারছে না। সে যদি জানত তাহলে তার মনে কি হ'ত? সে কি ভাবত? আমি মুখ ফুটে কখনো ব'লতে পারব না। এমন যদি কোন কার্য্য ক'রতে পারি যা অপরের পক্ষে অসম্ভব, তাহলে সে জানতে পারে। যদি কখনো উপার্জ্জন ক'রতে পারি, আমি যা কিছু সঞ্চয় ক'রব অনিলার নামে লিখে দিয়ে যাব। তখন সে বুঝবে, আমি তাকে কত ভালবাসতাম।

( জগতের প্রবেশ )

এই লোকটার জ্বালায় অস্থির হ'লাম।

জগৎ। মোহিত, আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তুমি এখানে ব'সে ব'সে ভাবছ?

মোহিত। কি ভাবব?

জগৎ। তা আমি কি করে জানব? আমি তো তোমার অন্তর্য্যামী নই।

মোহিত। তাহলে ও কথা ব'ল্লে কেন?

জগৎ। তুমি একা এখানে চুপ ক'রে ব'সে আছ, তাই ব'লছিলাম। মন তো ব'সে থাকে না, যা হয় একটা ভাবতেই হবে।

মোহিত। দেখ জগৎ, এ রকম কথা বলা ভাল নয়। চিন্তা করবার

অনেক বিস্ময় আছে। তোমার মতন আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারিনে।

জগৎ। আমি জানি তুমি অনেক গুরুতর বিষয় চিন্তা কর। আমি ঠাট্টা করছিলাম, তুমি কিছু মনে করো না। রাত হ'য়েছে—আমি খেতে ব'সতে পারছিনে, তাই তোমায় ডাকতে এলাম।

মোহিত। আমার জন্যে তোমায় অপেক্ষা ক'রতে হবে না,—তুমি খাবে যাও—আমার যখন ইচ্ছা হয় খাব।

জগৎ। বাবা, মা, রাগ ক'রছেন—তুমি খাবে চল।

মোহিত। তাঁদের বলগে আমি আজ রাত্রে খাব না।

জগৎ। তা কি হয়?—একেই তোমার শরীর দিন দিন কাহিল হ'য়ে যাচ্ছে, তার উপর আহার ত্যাগ ক'রলে বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে! বেশী চিন্তা হ'লে ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝতে পারা যায় না, তবু সময় মত খেতে হয়। শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই।

মোহিত। আমার বিষয় তোমায় ভাবতে হবে না। আমি একটুও রোগা হইনি, আমি তা বেশ জানি। তুমি আহার ক'রে নিদ্রা যাবে যাও।

জগৎ। আমি তাহলে আর কি ক'রে খাই?

মোহিত। জগৎ, সর্ব্বদা ভাণ ক'রো না, শেষ পরে নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলে যাবে। নিজেই প্রতারিত হবে। সকলের অপেক্ষা নিজেকে বুদ্ধিমান ভেব না।

জগৎ। তোমার কাছে আমি কিসের ভাণ ক'রব? রাত হয়েছে তুমি খেতে এলেনা, আমি ভাবলাম, আমার উপর রাগ ক'রে তুমি খেতে আসছ না, তাই তোমায় ডাকতে এলাম।

মোহিত। তোমার উপর রাগ ক'রে আমি নিজের ঘরের ভাত খাব না কেন? আমি কি পাগল হ'য়েছি?

জগৎ। তুমি যতটা আমায় পর ভাব আমি তা ভাবিনে। তোমার সম্বন্ধে আমি যা বলি তোমার ভালর জন্যই বলি। আমি কাউকে কোন কুপরামর্শ দিই না। বাবা, তোমার ভগ্নীর ব্রতে যাদব চাটুয্যের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রতে চাইছিলেন না, আমি বল্লাম—এসব সামাজিক ব্যাপারে মনোমালিন্য দেখতে নেই। তিনি তবে রাজী হ'লেন। আমার মনে কোন খল-কপট নেই।

মোহিত। ভালই।—কিন্তু জেনো, বাজীকরেরা নির্ব্বোধ লোক দেখে ঝোলা খুলে বাজী দেখাতে বসে। চালাক লোক দেখলে সেখান থেকে স'রে যায়। যাদের নিয়ে ক'রে খাচ্ছ, তাদের নিয়ে থাক। আমাদের কাছে ভণ্ডামি ক'রতে এস না। সুবিধা হবে না।

জগৎ। তোমার সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধ ব'লে, তুমি যা তা ব'লতে পার মনে ক'রো না। পরিহাসেরও একটা সীমা আছে। এ রকম কথা আমি কখনো সহ্য ক'রব না।

মোহিত। আগে তোমার ঝোলা ভর্ত্তি কর, তার পর যা ক'রতে হয় করো।

জগৎ। তুমি কি ভাব আমি কিছুর প্রত্যাশায় তোমাদের এখানে আছি? তোমার পিতা আমায় ছাড়লেন না, তাই এখানে আছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর, আমি আজ রাতেই এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

মোহিত। বাঁচলাম! এমন কুটিল মন নিয়ে কি ক'রে হাসি মুখে কথা কয়? সামান্য লোক—কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা।

এর জন্যেই এত চতুরতা!—বিশাল সাম্রাজ্য শাসন ক'রতে হয় না, অগণন প্রজার মন রক্ষা ক'রতে হয় না। সংসারে দুবেলা দু মুঠো আহার সংগ্রহ করা, এর জন্যই এত কৌশল? দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই সব লোকের সংস্রবে থাকতে হয়!—আমি কারও কোন কথায় থাকতে চাই না—কারও কোন সুখের বিরোধী হ'তে চাই না, আমায় অতি নগণ্য ভেবে, অতি হেয় মনে করে, আমার সঙ্গে যেন কেউ না মেশে। আমি নিশ্চিন্ত মনে অনিলার কথা যেন ভাবতে পাই—তার চিন্তায় যে সুখ, অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপেও সে সুখ পাই না। সাংসারিক লোকের মন অত্যন্ত ক্ষুদ্র—গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে না। সামান্য কারণে হাসি, অকারণ বাক বিতণ্ডা, মিছে কোলাহলে জীবনটা অপব্যয় করে।

( হারাধনের প্রবেশ )

হারা। আহা, বাবুর কি পড়ার মন! যখন বই হাতে থাকে তখনও পড়েন, আবার যখন বই না থাকে, তখন আবার মনে মনে পড়েন। এত যত্ন না থাকলে কি এত লেখা পড়া হয়? ভাত খেতে হবে তা খেয়ালই নেই। অন্য ছেলেরা থালা বাটীর শব্দ শুনে বই ফেলে উঠে আসে। জামাই বাবু বলেন, বাবুর মাথা খারাপ হ'য়েছে। কখনো মাথা খাটাতে হয়নি, তিনি বুঝবেন কি ক'রে? দুবেলা পরের রাঁধা ভাত খাচ্ছেন, আর ব'সে ব'সে লোকের নিন্দাবাদ ক'রছেন। বেশ কপাল করেছিল, খুব খেয়ে নিলে। এখন বাবুকে ডাকি কি ক'রে?

মোহিত। এখন চিন্তাই একমাত্র অবলম্বন; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কিছুই ভাবতে পারি না। এক বিষয় মনে হয়, পরক্ষণেই আর একটা বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয়। কোন বিষয়েরই সমাধা হয় না। অনেক দিন

*দেখেছি—সেদিনও দেখলাম, কিন্তু ভাল ক'রে তার রূপ চিন্তা ক'রতে পারি না। আর একবার দেখা পেলে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল ক'রে মনে ক'রে রাখব। কি ক'রে দেখা হবে? তার বাড়ীর দিকে আমার যেতেই আশঙ্কা হয়। এ চিন্তা আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিহিত, কিন্তু তবু মনে হয় লোকে যেন কিছু সন্দেহ করে।* আমি নির্ভয় মনে অনিলার সম্বন্ধে কারও কাছে কথা কইতে পারি না। সে কেমন, আর একটিবার দেখবার ইচ্ছা। তারপর চির জীবন তার স্মৃতি নিয়ে থাকব। রাস্তায় যাই, মনে হয় বোধ হয় অনিলার সঙ্গে দেখা হবে। দূরে কোন স্ত্রীলোক দেখলে মনে হয়—বুঝি অনিলা আসছে—চেয়ে নির্লজ্জতার পরিচয় দিই। রাস্তায় যদি কোন কাগজ ছেঁড়া প'ড়ে থাকে, ভাবি বোধ হয় আমায় পত্র লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে—কুড়িয়ে নিয়ে পড়ি। মনের দুর্ব্বলতা বুঝতে পেরেও বার বার ভ্রমে পতিত হই।—কেও?

হারা। আমি বাবু।

মোহিত। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

হারা। আপনাকে ডাকব কি না তাই ভাবছি।

মোহিত। কেন, কি দরকার?

হারা। কর্ত্তা বাবু আপনাকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলেন—রাত হ'য়েছে, খাবেন চলুন। জামাই বাবু ডাকতে এসেছিলেন, তাঁকে কি ব'লেছেন, কর্ত্তা বাবু শুদ্ধ রেগে অস্থির। জামাই বাবু চ'লে যাচ্ছিলেন, কর্ত্তা বাবু কত ক'রে তাঁকে ধ'রে রাখলেন।

মোহিত। কি বিপদ! চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

যাদবচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর

কক্ষ

অনিলা　　　　　　　　গীত

এতদিন ছিলাম ভাল　　　কাঠের পুতুল বক্ষে ধরি,
সব ফুরাল জানতে পেয়ে,　　মিছে তারে আদর করি।
যে জ্বালিল হৃদয় আলো,　　যারে ভাবি এতই ভাল,
সে তো রইল অতি দূরে,　　কেমন ক'রে তারে ধরি।
প্রাণ চায় সব দিতে,　　সে যদি না চায় নিতে
আমি ফেলে দিব গঙ্গা জলে　　মনে মনে তারে স্মরি।

সেদিন মোহিত বোধ হয় বেড়াতেই ঘাটের ধারে এসেছিল। সেদিন যদি না আসত আমি আর ঘড়া ফিরে পেতাম না। আমার কি ভয়ই হ'য়েছিল! কেউ যদি দেখত আমায় কি মনে ভাবত! কত দূরে সাঁতরে চলে গেল, একটু ভয় ক'রলে না। আমার মনে হ'ল বলি—তুমি আমার খুব উপকার ক'রলে—কিন্তু সাহস হ'ল না। আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কই—আরত একদিনও দেখতে পাই না। সে হয়ত যখন বেড়াতে আসে, তখন আমি থাকি নে। যতক্ষণ ঘাটে থাকি মনে হয় সে আসবে।

( নেপথ্যে কমলা। ও অনিলা—অনিলা—দুয়োর খোল্। ঘুমালি নাকি ? )

ওমা, কি সর্ব্বনাশ, কমলা নয় ?　দাঁড়া, দাঁড়া, দুয়োর খুলে দিচ্চি।

( অনিলা দুয়ার খুলিয়া দিলে কমলার প্রবেশ )

কমলা। হ্যালো, দুয়ার বন্ধ ক'রে কি ক'রছিলি? ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আমি যে চ'লে যাচ্ছিলাম। তপস্যা ক'রছিলি নাকি?

অনিলা। তুই এত ডাকছিলি,—আমি মোটে শুনতে পাইনি। মা ঘাটে গিয়েছেন—দরজা দিয়ে এইটা সেলাই ক'রছিলাম। এতদিন পরে তোর মনে প'ড়ল? এক কথায় ভুলে গেলি। একবার আসতে নেই—তোরা কি নির্ম্মম, নির্দ্দয় ভাই!

কমলা। নির্দ্দয়ই হ'য়েছি বটে! কি ব'লব ভাই, ভেবেছিলাম তোকে একেবারে বরণ ক'রে ঘরে তুলব—তাই এতদিন আসিনি। ভগবান তাতো ক'রলেন না। তুই আমাদের বউ হবি—তোর সঙ্গে ব'সে রাতদিন গল্প ক'রব, দুইজনে কত আমোদে থাকব। আমার পোড়া কপাল,—তা হ'ল কই? এত সুখ আমার কপালে সইবে কেন?

অনিলা। না হ'য়েছে ভালই হ'য়েছে। তুই ননদ হ'লে আমায় কি তিষ্ঠুতে দিতিস—জ্বালা দিয়ে অস্থির ক'রতিস। ভগবান যা করেন ভালর জন্যে।

কমলা। জ্বালা তো দিতামই। কিন্তু ভাই, আমি মনে মনে বড় আশা করেছিলাম,—তুই আমায় ঠাকুরঝি ব'লে ডাকবি, আমি তোকে বউদি ব'লে ডাকব। এক সঙ্গে খেলা ক'রেছি—তোকে বউদি ব'লে ডাকতে আমার মনে কত আনন্দই হবে! সংসারের লোকগুলো কি রকম—এমন আমোদটা হ'তে দিল না। আমাদের তো কোন ক্ষমতা নেই। কি করি বল্। আচ্ছা অনিলা—একটা কাজ ক'রলে হয় না? কর্ত্তাদের মনে যা আছে করুন—আমরা সম্বন্ধ ছাড়ি কেন? আগেকার

লোকে কত যে কি পাতাত ; কেউ সই পাতাত, কেউ গোলাপজল পাতাত—তোঁর সঙ্গে আমি ঠাকুরঝি-বউ সম্বন্ধ পাতাই—আমি বউদি ব'লে ডাকব—তুই আমায় ঠাকুরঝি ব'লবি। দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে না হ'ল তো কি হ'ল? আমার সাধটা তো মিটবে। কি বলিস ?

অনিলা। এত সুখে আর কাজ নেই। জ্বালা দিতে হয় অমনি দাওনা, বউদি সম্বন্ধ পাতিয়ে কি হবে ?

কমলা। হালো, তাতে দোষ হ'য়েছে কি ? আমায় ঠাকুর ঝি বল্লে সত্যি সত্যি তুই তো আমাদের বউ হলিনে। তাতে তোর ভয় কি ?

অনিলা। আমার আর ভয় কি—লোকে পাগল ব'লবেনা ? তোর এ ফাজলাম কথা নয় ?

কমলা। লোক-লজ্জায় তোর যদি এত ভয়, লোকের সামনে না হয় তোকে বউদি ব'লে ডাকব না। তাহলে তো রাজী আছিস ?

অনিলা। না—তা হ'লেও ব'লতে পারব না। তুমি ভাই ও সাধটা ছাড়।

কমলা। তা হ'লে আমি চ'ল্লাম। তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। অনেক কথা ব'লব ভেবে এসেছিলাম—তা আর বলা হ'ল না। এই সামান্য কথাটা আমার রাখতে পারলে না ?

অনিলা। তোর কি অন্যায় আবদার বল্ দেখি ! কতকাল পরে একবার দেখা ক'রতে এলি, এসেই একটা অনাসৃষ্টি জেদ ধ'র্লি। তোর এ অন্যায় অত্যাচার নয় ? তোদের তো বউ হবে, যত ইচ্ছা হয় বউদি ব'লে ডাকবি।

কমলা। তা যদি হ'ত তোকে কি আর এত ক'রে সাধতাম ? শুনছি দাদা আর বিয়ে ক'রবেন না। তোর সঙ্গে বিয়ে হ'লে বোধ হয় ক'রতেন।

অনিলা। ব’কিস কেন? চুপ ক’রে থাক্।

কমলা। সত্যি ব’লছি ভাই। এই নিয়ে বাড়ীতে কত কাণ্ড হ’য়ে যাচ্ছে। তুই কিছুই জানিসনে।

অনিলা। হ্যাঁলো, কি কাণ্ড হ’চ্চে?

কমলা। না ভাই—আমি ঘরের কথা পরকে ব’লতে পারব না। তুমি যদি ঠাকুরঝি ব’লে ডাকতে—তাহলেও নয় কতক ব’লতে পারতাম—পাতান হ’ক, সম্বন্ধ তো বটে।

অনিলা। না ব’ল্লাম তো পর হয়ে গেলাম? আগে কত ভালবাসতিস্——কোন কথা না ব’লে থাকতে পারতিস নে—এখন আর বিশ্বাস হয় না?

কমলা। কি ক’রব ভাই। এ হ’ল ঘরের কথা—পরের কাছে কি ব’লতে পারি? আমার নিজের কথা হ’লে তোমায় একশ’বার ব’লতে পারতাম।

অনিলা। তুমি আমায় এত পর ভাবলে?

কমলা। তুমিই বা কি আমায় এত আপনার ভাবলে? একটা কথা রাখতে পারলে না? ঠাকুরঝি ব’ল্লে কি তোমার জাত যেতো?

অনিলা। তুই দেখছি, নেহাৎ নাছোড়বান্দা। আচ্ছা বল্—আমি তোকে ঠাকুরঝি ব’লব।

কমলা। ওতে আমি ভুলিনে। বল্—“ঠাকুরঝি, কি হ’য়েছে বল”

অনিলা। না—তুই ছাড়বিনে দেখ্‌ছি। আচ্ছা ব’ল্‌ছি—“ঠাকুরঝি, কি হয়েছে বল”।

কমলা। তবে বলি শোন, বউদি। এই শুনলাম, দাদা নাকি বাবাকে ব’লেছেন, তিনি এখন বিয়ে ক’রতে সক্ষম নন—তাঁর রোজগার নেই

—তিনি বউকে খেতে দিতে পারবেন না—বউ এসে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। বাবা তাই শুনে ভারি রাগ ক'রেছেন। একি রকম কথা বল দেখি, বউদি?

অনিলা। ওমা, তাতে হ'য়েছে কি? ও রকম তো সবাই বলে। এতে দোষ হ'য়েছে কি?

কমলা। এতে সুখী হ'লে না—আরও শুনতে চাও? এই দাদা কাল বাগানে ব'সে রাত দুপুর পর্য্যন্ত কি ভাবছিলেন—তোমার ঠাকুর জামাইএর অপরাধের মধ্যে তিনি দাদাকে ডাকতে গিয়েছিলেন। তাঁকে যা বলবার নয়—তাই দাদা তাঁকে ব'লেছিলেন। তিনি রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলেন—বাবা কত ক'রে তাঁকে রাখলেন। আমি শুদ্ধ যেতে ব'সেছিলাম।

অনিলা। তাতে আর হ'য়েছে কি?—এক সঙ্গে থাকতে গেলে ওরকম একটু রাগারাগি হয়ে থাকে।

কমলা। এতেও সন্তুষ্ট হ'লে না? আচ্ছা—আরও বলি শোন। তুমি যে কার্পেটে একটা চাতক-পাখী বুনে দিয়েছিলে, সেটিকে ভাল ক'রে বাঁধিয়ে দাদা নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। আমার কি দুর্ম্মতি হ'ল, আমি সেটা পেড়ে এনে, তাই দেখে আর একটা পাখী বুনছিলাম। বাবা ডেকেছেন—যেমন তাড়াতাড়ি উঠতে যাব—অমনি তার কাঁচখানা ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভেঙে গেল। দাদা না তাই দেখতে পেয়ে ঘরে যত ছবি ছিল সব ভেঙ্গে ফেল্লেন। আমার এমন দুঃখ হ'ল—আমি তিন দিন আর ভাত খাইনি।

অনিলা। তুমি জিনিস অপচয় ক'রবে, আর তোমায় কেউ কিছু ব'লতে পাবেনা? এতে আর কত কাণ্ড হ'ল কি?

কমলা। হালো, এতেই যে সীতাহরণ নিয়ে সাত কাণ্ড রামায়ণ হ'য়ে যেতে পারে।

অনিলা। সবই তোর ন্যাকাম—তুই দিন দিন খুকী হচ্ছিস্।

কমলা। বটে! তবে বলি শোন—এঁই দাদা তোমায় ভালবাসে।

অনিলা। দূর্হ—তাই মনে ক'রে বুঝি তুই বউদি পাতাতে এসেছিস্? যা—আমি আর তোকে ঠাকুরঝি ব'লবনা। তুই বড় বদ্।

কমলা। কেন ভাই, তুমি তলায় তলায় ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতাতে পার আর আমি তোমায় বউদি বলে ডাকতে পারবনা?

অনিলা। দেখ্ কমলা, তুই আমায় যা তা ব'লিসনে। আমি কিন্তু তাহলে জলে ঝাঁপ দেব। (ক্রন্দন)

কমলা। হ্যাঁলা তুই কেঁদে ফেল্লি দেখছি—তুই নেহাৎ ন্যাকা। আমি যা বল্লাম, তুই বুঝি সত্যি ভাবলি? ওমা, কি হবে! এসব কখন সত্য হ'তে পারে? ওমা, কি হবে! আমি তোর সঙ্গে ঠাট্টা ক'র্ছিলাম, তুই বুঝতে পারলিনে। ও হরি!

অনিলা। এ্যাঁ—তোর কথা তাহলে সব মিথ্যে? ঠিক করে বল্—তোর সব চালাকি কিনা—আমার এসব কথা ভাল লাগেনা।

কমলা। হ্যাঁলো, তুই নিজে বুঝতে পারচিসনে—এটা সত্যি কি মিছে? দাদা কি পাগল হয়েছে তাই যা নয় তাই ক'রবে? তুই রাগ ক'রছিস্ কেন?

অনিলা। রাগের কথা নয়। তোর সঙ্গে ভাব ব'লে, তুই যা নয় তাই ব'লবি। তোর কথা সব মিছে তো? না—আমার ভয়ে ব'লছিস?

কমলা। কতক সত্যি হ'তে পারে।

অনিলা। এই তোর বাবা তোর দাদার ওপর রাগ ক'রেছেন সত্যি?

কমলা। হ্যাঁ—ওটা সত্যি।

অনিলা। জগৎবাবুর সঙ্গে তোর দাদার সত্যি সত্যি বকাবকি হ'য়েছিল?

কমলা। তা হ'য়েছিল বইকি ভাই।

অনিলা। তবে—এই ছবি ভেঙ্গে ফেলেছিস ব'লে তোর দাদা তোর উপর খুব রাগ ক'রেছিল?

কমলা। রাগ ক'রছিল বইকি।

অনিলা। তাহলে যে সব মিথ্যে ব'লছিস্?

কমলা। কি করি বল, তুমি যে রাগ ক'রছ—না বলে আর কি করি।

অনিলা। তুই ভারি মিথ্যাবাদী—এখন কি জন্যে হঠাৎ এলি বল্ দেখি?

কমলা। আমার কাল ব্রত, তাই তোদের নিমন্ত্রণ ক'রতে এসেছি—তুই যাবিতো?

অনিলা। আমি কি মালিক—মা ঘাটে গিয়েছেন একটু ব'স্, তিনি এলেন ব'লে।

কমলা। আচ্ছা ব'সছি।—

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রাজপথ—বটবৃক্ষতল

জগৎ। বাড়ীতে থাকলেই খাটুনি, এইখানে একটু ব'সি—সবাই বুঝুক আমি না থাকলে কি গণ্ডগোল হয়। ক্রমে মেঘটা ঘোরাল হ'য়ে আসছে—ঝড় উঠতে যা দেরী। তার পর তলায় ব'সে আম কুড়াই। ভগবান দেখছেন কি ঠকাই ঠকেছি—একটু কি সহায়তা ক'রবেননা? স্ত্রীটা যে নেহাৎ বোকা—একটা মাটির ঢেলা বল্লেই হয়। না আছে বুদ্ধি—না আছে কোন উচ্চ আশা। হাততোলা যা দুমুঠো পায় তাতেই সন্তুষ্ট। এর কাছে কোন কথা ব'লতেও সাহস হয়না। দশ হাজার টাকা দিলেও এ রকম দায় কেউ ঘাড়ে নিতনা। বড়ই ঠকিয়েছে। এর সুদশুদ্ধ আদায় না ক'রতে পারলে আক্ষেপ যাবেনা। মোহিত আমায় দেখ্‌তে পারেনা। আমার ওপর তার একটা আক্রোশ রয়েছে। কিন্তু হ'লে হবে কি, সে এখন ভালবাসায় অন্ধ—বাহ্য জগতের সম্বন্ধ রাখেনা। বুকের উপর দিয়ে গাড়ী চ'লে গেলেও তার খেয়াল হবেনা। দুটো গাল দিয়ে সন্তুষ্ট হয় হ'ক। আমি মাথায় ভরা কলসি নিয়ে উপর দিকে তাকাবনা। যদি সময় পাই ভাল করে বুঝে নেব।—এ দুটো লোক আসছে কে? অপরিচিত লোক দেখ্‌ছি!—

( রাম ঘটক ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ )

রাম। মশায়, যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ীটা কোন দিকে ব'লতে পারেন?

জগৎ। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

রাম। তা আর শুনে কি ক'রবেন—অনেক দূর থেকে মশায়—অনেক দূর থেকে।

জগৎ। তাতো আপনাদের শুক্‌নো মুখ দেখেই বুঝতে পারছি—কি দরকারে আপনারা আসছেন?

রাম। একটু দরকার আছে—তাঁর বাড়ী কি এই দিকে যাব?

জগৎ। আপনি কোন্ যজ্ঞেশ্বরবাবুকে চান?—এ গ্রামে দুজন যজ্ঞেশ্বর বাড়ুয্যে আছেন—একজনার বাড়ী এই বরাবর দক্ষিণ দিকে গেলেই পাবেন—আর একজনার বাড়ী যেতে হ'লে আপনাদের উত্তর দিকে ফিরে যেতে হবে। আপনাদের যার কাছে যাবার ইচ্ছা হয় যান।

রাম। এতো বড় বিপদের কথা!—বেলা গিয়েছে, সমস্ত দিন অনাহারে আছি—একটা আড্ডা তো নিতে হবে। এখন ঘুরব কত। বিশ্বনাথবাবু, কোন দিকে যাবেন?

বিশ্ব। দেখুন মশায়, আপনাকে আর ব'লতে দোষ কি—আমরা একটী পাত্রের সন্ধান পেয়ে এসেছি। যে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বিবাহযোগ্য একটী পুত্র আছে—আমরা তাঁর বাড়ী যেতে চাই।

জগৎ। হা—হা—হা ( হাস্য )—তাই বলুন, তাই বলুন!

উভয়ে। বেশ মশায়—আপনি হাসলেন কেন?

জগৎ। এই সোজা যান গেলেই তাঁর বাড়ী পাবেন—বেশী দূর নয়। অনেক লোকজন যাচ্ছে দেখতে পাবেন।

বিশ্ব। আপনি হাসলেন কেন মশায় ? যজ্ঞেশ্বরবাবু কেমন লোক—তাঁর ছেলেটি কেমন ?

জগৎ। যজ্ঞেশ্বরবাবু বেশ অবস্থাপন্ন লোক—ছেলেটি বি-এ পাশ—দেখতে শুনতে খুবই ভাল—মেয়ে দিতে হ'লে এই রকম পাত্রের হাতেই দিতে হয়।

বিশ্ব। তবে আপনি হাসলেন কেন ?

জগৎ। আমার বে-আদবী মাপ ক'রবেন—আপনি কি করেন ?

বিশ্ব। আমি আমাদের গ্রামের স্কুলের মাষ্টার—অনেকগুলি প্রতিপাল্য—সামান্য আয়ে সবই বহন ক'রতে হয়।

জগৎ। ( বিশ্বনাথের প্রতি ) আপনারই কন্যা ?

বিশ্ব। আজ্ঞে—হাঁ।

জগৎ। ( রামের প্রতি ) আপনি বুঝি ঘটক।

রাম। চিনতে পেরেছেন দেখছি। আমি বহুকাল থেকে এই ব্যবসা করছি—বহু পাত্রপাত্রী আমার হাতে আছে—I. C. S., B. C. S. ডাক্তার, উকিল, অনেক পাত্রের আমি সন্ধান রাখি। এঁকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি ; ইনি টাকা খরচ ক'রতে পারবেননা—অথচ ভাল পাত্র চান—এই হয়েছে বিপদ।

জগৎ। আপনারা যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে উঠ্‌তে পারবেননা—তিনি পাঁচটী হাজার টাকা চান। অনেকে আসছে—দেখে শুনে ফিরে যাচ্ছে, আপনাদের কথা শুনে তাই হাসলাম—বে-আদবী মাপ ক'রবেন। যখন এসেছেন একবার দেখাশুনা ক'রে যান—আমার কথায় ফিরে যাবেন কেন ?

বিশ্ব। হয়েছে মশায়—পাঁচ হাজার টাকা !—আমার এর অর্দ্ধেক দেবারও

ক্ষমতা নেই। তবে আমার মেয়েটী পরমাসুন্দরী, ম্যাট্রিকুলেশন্ পর্য্যন্ত বাড়ীতে পড়িয়েছি, গৃহস্থালীতে, শিল্পকার্য্যে খুবই ভাল—সেই ভরসায় ভাল পাত্রের উদ্দেশ্যে ফিরছি। মেয়েটী দেখে যদি কেউ গ্রহণ করেন তাহলেই বিয়ে দিতে পারব—টাকা খরচ করবার ক্ষমতা নেই।

জগৎ। আপনার কন্যা সর্ব্বগুণান্বিতা হ'তে পারেন কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবুর যা পণ তাই আমি ব'ল্লাম—আপনি চেষ্টা ক'র্তে পারেন।—অনেকেই চেষ্টা ক'রে গেছে।

বিশ্ব। আপনার কথা শুনে তো ব'সে প'ড়লাম—সেখানে গিয়ে আর কি ক'রব? আপনি ভদ্রলোক—আপনি কি মিছে ব'লছেন? না—মেয়ের বিয়ে আর দেওয়া হয়না!

রাম। আমি কি ক'রব বলুন—আমিতো পাত্র সন্ধান ক'রে এনে দিচ্ছি—আপনি এখন টাকায় না পেরে উঠলে আমার দোষ কি? আমি ঘরের পয়সা খরচ ক'রেতো আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নে?

বিশ্ব। না—আর লোকের কাছে স্তব স্তুতি ক'রতে পারি নে। কোন ফল হয়না—কেবল নিজেকে ছোট করা। এতদিনে একটা মেয়ের বিয়ে দিতে পারলামনা—তিন তিনটী মেয়ে। চেষ্টা ক'রে কি হবে? বাড়ী ফিরে যাই সবাই মিলে জলে ঝাঁপ দিইগে; নইলে কোন উপায় নেই। যেখানে যাই, এই চার হাজার—পাঁচ হাজার—কেউ কম বলেনা। গরীব লোকের আজকাল আত্মহত্যা ভিন্ন উপায় কি?

জগৎ। জলে ঝাঁপ দিবার জন্যই কি জন্মগ্রহণ করেছেন? মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেননা তো বিবাহ করেছিলেন কেন? এ সব কাপুরুষের কথা নয় কি?

বিশ্ব। কি করব মশায়! যত্ন—আদরে মানুষ ক'রে লেখা-পড়া শিখিয়ে যার তার হাতে তো আর ফেলে দিতে পারিনে—এর চেয়ে মরাই ভাল।

জগৎ। দেখুন, আমি একটা উপায় ব'লে দিতে পারি—আপনি সাহস ক'রে কাজ ক'রতে পারলে এ বিবাহটা হ'তে পারে।

উভয়ে। কি মশায়!—কি মশায়!

জগৎ। দেখুন, যজ্ঞেশ্বরবাবুর এই জেদ দেখে আমরা দশজন গাঁয়ের লোক চাই তাঁর যাতে একটু শিক্ষা হয়।—তাঁর কোন অভাব নেই অথচ ছেলের বিয়েতে লোককে পীড়ন ক'রে টাকা নিতে চান। এই গ্রামেরই যাদব চাটুয্যে তার মেয়ের জন্য তিন হাজার টাকা নিয়ে কত কাঁদলে—যজ্ঞেশ্বর বাবু কিছুতেই শুনলেন না, পাঁচ হাজার নেবো বলে জেদ ক'রে ব'সে আছেন। আপনারা তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করুন, তিনি যেমন পাঁচ হাজার দাবী ক'রবেন আপনি একটু না হুঁ ক'রে ঐ টাকাই দিতে স্বীকার হবেন।

বিশ্ব। বেশ মশায়! খুব উপায় তো ব'লে দিলেন—পাঁচ হাজার টাকা পাব কোথায় তাই দেব?

জগৎ। দাঁড়ান—আমি সব বলি শুনুন। যদি কিছু টাকা এনে থাকেন তাঁর হাতে অগ্রিম কিছু বায়নাস্বরূপ দিয়ে যাবেন।

বিশ্ব। তার পর কি করে বাকি টাকার যোগাড় ক'রব? আমাকে বেঁধে মারলেও তো পাঁচ হাজার বার ক'রতে পারবনা।

জগৎ। আপনাকে টাকা দিতে হবেনা। আমরা গাঁয়ের দশজন বর-যাত্রী যাব। লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায় বলে আপনি তাড়াতাড়ি পাত্র উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলবেন—আমরা তো থাকব—যজ্ঞেশ্বরবাবু

যদি আপত্তি করেন আমরা মানা ক'রব। তার পর একটা ভাঙা বাক্স এনে কাঁদতে লাগবেন—বলবেন সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। ছয় মাসের মধ্যে টাকা যোগাড় ক'রে দিবেন ব'লে সময় নেবেন—আমরা সবাই মিলে আপনার পক্ষ সমর্থন ক'রব! যজ্ঞেশ্বরবাবুকে রাজী হতেই হবে।

বিশ্ব। কি সর্ব্বনাশ!—শেষ পরে জুয়াচুরি ক'রতে হবে?

জগৎ। তাহলে আপনার সপরিবারে জলে ডুবে মরাই একমাত্র উপায়।

বিশ্ব। তা বরং ভাল, এরকম জুয়াচুরি পেরে উঠব না।

রাম। পেরে উঠবেন না? তিনটী মেয়ে গলায় বেঁধে ব'সে থাকবেন? আচ্ছা লোক আপনি দেখছি। জলে ডুবে ম'রব—জলে ডুবে ম'রব—আপনি না হয় ডুবে ম'রলেন—আপনার স্ত্রী কন্যা ম'রতে রাজী হবে কেন? তাদের কি দুঃখ? ইনি বেশ উপায় ব'লে দিয়েছেন। এটা যদি অন্য কারও মাথায় ঢোকে এ পাত্রও হাতছাড়া হয়ে যাবে। চলুন—আপনাকে কিছু ব'লতে হবে না—আমি সব ঠিক ক'রে নেব। দু বছর ঘুরে পাত্রের বাজার কি বুঝ্‌তে পারলেন না? এখনো দেখতে চান?

বিশ্ব। শেষ পরে তঞ্চকতা ক'র্‌তে হবে?

জগৎ। একে তঞ্চকতা ঠিক ব'লতে পারা যায় না। যেমন বদ লোক, সেইমত শিক্ষা দেওয়া।

বিশ্ব। মিথ্যা কথা ব'লে?

রাম। ওসব শিক্ষা ছেলেদের দেবেন। যদি নিজেকে দায়মুক্ত ক'রতে চান ওসব ভণ্ডামি ছাড়ুন! ভগবান একে আমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন—নইলে গাঁয়ে ঢুকতেই কেন এর সঙ্গে দেখা হবে? এ

সুযোগ ছাড়বেন না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে নিশ্চয়ই আমরা কৃতকার্য্য হব।

বিশ্ব। চলুন।

জগৎ। যান ভয় ক'রবেন না, এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

রাম। মশায় তো আমাদের একমাত্র ভরসা—মশায়ের দেখা পাব কি করে?

জগৎ। কাল ফিরবার সময় ঠিক এই স্থানে আমার দেখা পাবেন। আমি সঙ্গে থাকব না—যদি কিছু সন্দেহ করেন। অন্যান্য কথা কাল হবে।

রাম। বেশ! বেশ! মশায়ের কাছে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব? যদি এ দায় হতে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার ক'রতে পারেন ভগবান আপনার ভাল ক'রবেন।

জগৎ। আপনাদের কোন ভাবনা নেই—আমার কথা সত্য কি মিছে সেখানে গেলেই আপনারা টের পাবেন।

রাম। তাহলে এই সোজাই যাব?

জগৎ। যান। (বিশ্বনাথ ও রাম ঘটকের প্রস্থান)

দেখা যাক কি হয়! মোহিত বিয়ে ক'রছে না—কাণা গরু ধান ক্ষেত চিনেছে—সে কি আর অন্য পথে যাবে? যদি বিয়ে ক'রতে আপত্তি না করে—তাহলেই তো সব ভেস্তে যাবে। তা কলকাটি তো আমার হাতে। তখন শ্বশুর মশায়কে টিপে দেবো—আগে টাকা হাতে না ক'রে বিয়ে দিতে দেব না—এর যা অবস্থা কোন মতেই পাঁচ হাজার টাকা বার ক'রতে পারবে না। দেখি কি হয়, অসুখ হয়েছে ব'লে আমি এখন শুয়ে থাকিগে।

(প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### গঙ্গাধরের বাটীর অন্তঃপুর

গঙ্গাধরের গীত

এমন সাধের প্রাণ কেহ ত দেখিল না,
সাধ করে পদে পদে পেতে হ'ল লাঞ্ছনা।
এমন সাধের দেহ, চেয়ে দেখিল না কেহ,
কত ক'রে মেজে ঘোষে হয়েছিনু কাচা সোনা।
কত ভাব লয়ে গাই, কত যাতনা জানাই,
আমার ভাবের স্রোতে কেউ ভেসে এলো না।
গাছ ভরা পাকা ফল দেখে আসে মুখে জল,
ঢোক গিলে মরি তবু কোন ফল ফলে না।
সবার আদরে ছেলে, যা চেতাম তা দিত ফেলে,
এখন চেয়ে চেয়ে হারা হই কেউ ফিরে চায় না॥

অন্নদা। হ্যাগা, সত্যি সত্যি সেদিন গরবের ঘরে সাপ বেরিয়েছিল?

গঙ্গা। আমায় কামড়ালে বুঝি বিশ্বাস ক'রতে?

অন্নদা। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা বলি—সে তো একটা অগস্ত্যে বিধবা, তার জন্যে তোমার সাপের গর্ত্তে, বাঘের মুখে যাবার দরকার কি?

গঙ্গা। তুমি দেখছি, ভারি জেরা ক'রতে লাগলে। দরকার না থাকলে কি গঙ্গাধর শর্ম্মা এমন কর্ম্মে যান? একটু গুপ্ত অভিপ্রায় আছে বই কি!

অন্নদা। ওমা, সে কি কথা, গুপ্ত অভিপ্রায় কি ?

গঙ্গা। তুমি যে একবারেই খারাপ ভাব। আমার ভাল মতলবই আছে।

অন্নদা। আঃ, আমার পোড়া কপাল! এতে তোমার ভাল মতলব কি থাকবে ? তোমার সব মিথ্যা কথা—কেবল ধাপ্পাবাজি। আমার মরণ হলে বাঁচি। জীবনে আমার কোন শান্তি নেই।

গঙ্গা। তুমি না শুনে ছাড়বে না দেখ্‌ছি। দেখো, সাবধান—যেন কারও কাছে প্রকাশ ক'রে ফেল না—তাহলে সব মাটি হয়ে যাবে।

অন্নদা। তোমার সঙ্গে গরবের খুব ভাব আছে শুনলে লোকে আমায় খুব বাহবা দেবে, নয় ? তাই আমি সবাইকে ব'লতে যাচ্ছি ?

গঙ্গা। তবে শোন আমি বলছি—কাছে স'রে এস—আস্তে আস্তে বলি।

অন্নদা। ন্যাকাম ক'রতে হবে না। তোমার ঘরে অনেক দাস-দাসী আছে সবাই শুনে নেবে আর কি! আর ভণিতা ক'রতে হবে না। তোমার মতলব কি তা আমি বেশ বুঝি।

গঙ্গা। এই গরবের কিছু গুপ্তধন আছে।

অন্নদা। কি বল্লে ?

গঙ্গা। গরবের কিছু টাকা মাটির ভিতর পোঁতা আছে।

অন্নদা। থাকে থাক—তাতে তোমার কি ?

গঙ্গা। এঁ্যা! তুমি দেখ্‌ছি নেহাৎ ন্যাকা মেয়েমানুষ। তার তো কেউ নেই—তার সঙ্গে একটু যদি আনুগত্য রাখি, বিপদ আপদে দাঁড়াই —নিশ্চয়ই মরবার সময় আমায় ঐ টাকা দিয়ে যাবে। আমি কি বিনা মতলবে ঘুরি তুমি ভাব ?

অন্নদা। তার আবার টাকা আছে—ছাই আছে।

গঙ্গা। টাকা নেই তো তাকে খেতে দেয় কে?

অন্নদা। তুমি দেখেছ তার কত টাকা আছে?

গঙ্গা। কত আছে তা কি ঠিক ব'লতে পারি, তবে তার কথায় বুঝতে পেরেছি দু এক হাজার টাকা আছে, আমার সঙ্গে তো তেমন মেশামিশি নেই। ক্রমে সব জান্‌তে পারব।

অন্নদা। থাকে থাক্, তোমার আর তার সঙ্গে মেশামিশি ক'রতে হবে না। চিরকাল পরের টাকা ঘরে নিয়ে এলে তাই এখন আনবে।

গঙ্গা। কি করে আনব? তুমি যে আমার মতলবই আঁটতে দাও না—চিরকালই নিরুৎসাহ ক'রে দাও। আমি মনে ভেবে ভেবে যদি একটু কিছু মতলব করি তুমি তাড়া দিয়ে উড়িয়ে দাও।

অন্নদা। মতলবই তো চিরকাল আঁটলে—টাকা রোজগার ক'রতে তো কখনো দেখলাম না—ভাগ্যি বাপের বাড়ীর দুমুঠো ধান ছিল তাই রক্ষে, নইলে উপোস ক'রে ম'রতে হ'ত। ভট্‌চায্যি বামুনের ছেলে—গলায় পৈতা আছে। মাথায় একটা টিকী রেখে যদি লোকের ঠাকুর পূজো ক'রতে, তাহলেও ঘরে দু পয়সা আসত। ইংরাজী প'ড়লে না—চাকরি ক'রলে না—অথচ টেরি কেটে জামা জুতা প'রে বাবু সেজে লাভ কি?

গঙ্গা। ঠাকুর পূজা করা কি চালাকির কথা? দেখলে না সেদিন নারায়ণ পুরুতের ছেলেটা দপ্ করে মারা গেল। পরের ঠাকুর পূজো ক'রতে গিয়ে কোন্ দিন কি অপরাধ ক'রে ব'সব, যা দুমুঠো মাছ-ভাত খাচ্চ তাও খেতে পাবে না। আমার তো কেউ নেই—ভগবান আমায় ধ'রে টান্ দেবেন।

অন্নদা। যদি ইংরাজীই চাল-চলন ক'রলে—দু এক পাতা ইংরাজী প'ড়ে

যদি ডাক্তারি শিখতে, ঘরে পয়সা ধ'রত না। দেখছ না, বিপিন কামারের ছেলে কানাই, বছর দুই কোলকাতায় কোন ডাক্তারের বাড়ী চাকরি ক'রতে গিয়ে ডাক্তারি শিখে এসে কি পয়সাটাই এবার লুটল। সেদিন দেখি মস্ত একটা সাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে সাহেবী টুপী মাথায় দিয়ে আসছে। আমি ভাবলাম, গাঁয়ে বুঝি কোন হাকিম এলো, আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে রাস্তার এক পাশে সরে যাচ্ছি—ওমা! শেষ পরে দেখি বিপিন কামারের ছেলে—কানাই! এমনি রোগা টিঙ্‌টিঙে ছিল। এখন কেমন মোটা-সোটা হ'য়েছে। মানুষের অদৃষ্ট! কানাই-এর মা ঘাটে কত বড়াই করে—বলে, কানাই দিনে পাঁচবার চা খায়—গরম জলে স্নান করে—মাংস নইলে ভাত খায় না। দেখ কত সুখ। সংসারে টাকা রোজগার ক'রবার এত উপায় থাকতে তুমি কিছুই ক'রলে না। আমারি পোড়া কপাল।

গঙ্গা। বলে যাও—বলে যাও, থামলে কেন? তবে শুনবে?—কানাই যেন এখন বাবুগিরি ক'রছে, শেষ পরে যে মানুষগুলো মারছে তারা যখন ভূত হয়ে তাকে ঘিরে ধ'রবে তখন সে কি ক'রবে? সে কি রকম ডাক্তার আমি তা জানি নে? তার ঔষধের মধ্যে চিরতার জল আর খুনখারাপি রঙ্। যত রোগী দেখুক সবাইকে এই লাল টকটকে এক শিশি ঔষধ দেবে। যার বরাত আছে, সে ভাল হ'ল—নইলে এই ঔষধ খেতে খেতেই শেষ। আমার পরকালের ভয় নেই? টাকার জন্যে মানুষ-মারা ব্যবসা ক'রব?

অন্নদা। সব চেয়ে বসে থাকাই ভাল। তোমার কি দোষ দেবো? তোমার বাপ-মা যদি তোমায় আদর দিয়ে মাটি না ক'রতেন—জোর করে লেখাপড়া শেখাতেন, তাহলে কি এমন দশা হ'ত?

গঙ্গা। একটা যদি ছেলে থাকত দেখতাম তুমি কি ক'রে মানুষ ক'রতে?

অন্নদা। দেখতে তাকে আমি হীরের টুকরো ক'রে তুলতাম, সর্ব্বদাই পড়াতাম—একটুও খেলতে দিতাম না। কেবল শাসনে রাখতাম।

গঙ্গা। অন্ততঃপক্ষে দু একটা গরু বাছুর থাকলে আমি অনেকটা রেহাই পেতাম।

অন্নদা। আমি কি মন্দ বলি—তোমায় ভালই বলি।

গঙ্গা। তা হতে পারে, তোমার উদ্দেশ্য খুব ভাল, কিন্তু এসব কথায় এখন লাভ কি? যে ম'রতে ব'সেছে তাকে দুটো মুখরোচক খাদ্য দিলে তার আরাম হয়—তখনো যদি সাগুদানার ব্যবস্থা কর তার কষ্টই বাড়বে। আমার তো শেষ দশা—দুটো হাসি-ঠাট্টার কথা বল প্রাণে শান্তি পাব। এখন চাণক্য পণ্ডিতের মত উপদেশ দিলে কোনই ফল হবে না। শোধবাবার বয়স চ'লে গেছে। এ বয়সে নূতন পড়া মুখস্থ হয় না।

অন্নদা। আমি না হয় চুপ্ ক'রে থাকলাম—কিন্তু তুমি যে জীবনটা নষ্ট ক'রলে সেজন্য তোমার দুঃখ হয় না? লোকে কত সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ ক'রছে—গাড়ী ঘোড়া চ'ড়ছে—দোল দুর্গোৎসব ক'রছে—তাদের দেখে তোমার মনে কোন কষ্ট হয় না? মানুষের জীবনে কোন সাধ হয় না—এ তো বড় আশ্চর্য্যের কথা!

গঙ্গা। আমার কষ্ট কি জন্যে হবে? আমি যে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি, এই আমার পরম সুখ। সাধ ক'রলেই কষ্ট—অভাব মনে ভাবলেই দুঃখ। ভগবান যা দিয়েছেন তাই নিয়ে সুখী হ'তে হয়। এই যাদব চাটুয্যে রোজগার ক'রছে—মেয়ের বিয়ের জন্যে সে কেঁদে বেড়াচ্ছে কেন? ভগবান আমায় টাকাও দেননি, অভাবও দেননি।

আমায় ১০ হাজার টাকা দিয়ে যদি দু'চারটি কন্যা রত্ন ছেড়ে দিতেন তখন আমি কি ক'রতাম ? তুমি দেখ্‌ছ পরের সুখ—আমি দেখ্‌ছি নিজের সুখ।

অন্নদা। নিষ্কর্ম্মা লোকের কপাই এই—তোমার সুখ যে কোথায় আমি তা দেখতে পাইনে।

গঙ্গা। দেখ যে গোঁড়া হয় তার কাছে ব'সে থাকলে সে ফরমাস ফরমাস করে। তোমরা নিজে রোজগার ক'রতে পারনা—আমাদের খাটাবে। তুমি থেকে থেকে একটা সাধ ক'রবে আর আমি তাই পূর্ণ ক'রবার জন্য ছুটে বেড়াব—আমায় এত বোকা পাওনি।

অন্নদা। আমার সব সাধই তুমি মিটিয়েছ ! মিছে মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম ! যা হ'ক—তুমি আর গরবের বাড়ী যেওনা।

গঙ্গা। কি দরকার—কিছু টাকা পাবার আশা ছিল—একটু আনুগত্য রাখছিলাম।

অন্নদা। সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল—আমার টাকার আর দরকার নেই।

গঙ্গা। পথে এস—এখন বুঝলে তো ? এই যে অনেক লোকে সর্ব্বদা নেই- নেই—করে তাদের কি যথার্থ অভাব ? দেখতে গেলে কোন অভাবই নেই। ব'সে ব'সে মনে একটা আকাঙ্ক্ষা ক'রে ছুটে বেড়ায়। এক ভাবে ব'সে থাকলে আপনিই অসোয়াস্তি আসে। এক অবস্থায় থাকলে মানুষ কষ্ট বোধ করে। দুদিন কষ্ট পেলে আবার সেই অবস্থাই ভাল লাগে। না পেয়েছ তাই খুব—মনে ক'রে সন্তুষ্ট থাক। সর্পাঘাত কিম্বা বজ্রপাত না হলেই জানবে দিনটা বেশ ভালয় গেল। বেশী আশা ক'রে কি হবে ?

অন্নদা। বেশ মনকে বুঝিয়ে রেখেছ। আমাকেও এই বোঝাতে চাও ?

গঙ্গা। আমার উপর তোমার যদি ভালবাসা থাকত আমায় বিশ্বাস ক'রতে

অন্নদা। তোমার উপর আমার ভক্তি নেই তো কার উপর আছে? আমি কি নিয়ে সংসারে আছি—আমার কে আছে? সংসারের মধ্যে তুমি আর এই ঘরখানি।

গঙ্গা। তবু শুনে সুখী হলাম—ও গো তো—বড় ভুল হয়ে গেছে। যা—কি কাজই করেছি!

অন্নদা। হ্যাঁ গো কি ভুল হয়েছে?

গঙ্গা। আর এ বয়সে কি সব মনে থাকে? লোকে আমায় ছাড়তে চায় না। আমার যে হয়ে এসেছে তাতো বোঝেনা! সবাই ভাবে ভট্‌চাযিয় মশায় ছাড়া আর কোন কাজ সুসম্পন্ন হবে না—ভট্‌চার্য্যি মশায়ের কি আর সেদিন আছে? একদম ভুলে গেছি। আবার ছুটতে হ'ল আর কি।

অন্নদা। হ্যাঁ গা, কি ভুল হয়েছে? এত রাত্রিতে আবার যাবে কোথায়? চল, ভাত দিইগে খাবে চল।

গঙ্গা। আর ছাই খাব।

অন্নদা। কি হয়েছে কি?

গঙ্গা। এই কাল যজ্ঞেশ্বরবাবুর মেয়ের ব্রত জান তো? গাঁশুদ্ধ লোক খাবে—এক-'মণ সন্দেশের বায়না দিতে আমায় ব'লেছিলেন—আমি একদম ভুলে গেছি। বাজারে আবার দৌড়তে হ'ল—নইলে ব্রাহ্মণরা আমায় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। কি বিপদেই প'ড়েছি! দাও, লাঠি লণ্ঠনটা দাও।

অন্নদা। আজব কথা! সমস্ত দিন তোমার এ কথা মনে প'ড়ল না—যেমন

খেয়ে দেয়ে শোবে, অমনি মনে হ'ল। চল খাবে চল—আমি ভাত কোলে ক'রে ব'সে থাকতে পারব না।

গঙ্গা। তবে যাক ব্রাহ্মণের ভোজটা পণ্ড হয়ে যাক। আর বায়না—দেশ শুদ্ধ লোক আমায় গাল দিক।

অন্নদা। কি আশ্চর্য্য কথা বল দেখি? আমি মেয়েমানুষ—ঘরে একলা প'ড়ে থাকব আর তুমি ঘুরে বেড়াবে?—একদিন নয়—রোজ একটা না একটা বায়না ক'রবে। আমায় আর বাঁচতে নেই। যা করতে হয় কর।

গঙ্গা। তোমার কোন ভয় নাই। আমি গেলাম আর এলাম—একটা কেবল কথা বলে আসবো—তোমায় জেগে ব'সে থাকতে হবেনা। তুমি একটু ঘুমাও, আমি ডেকে ডেকে তোলাবো দুয়ারটা দাও।—

(গঙ্গাধরের প্রস্থান)

অন্নদা। কি ক'রব! প্রত্যেক দিন এই কষ্ট পাই তবু মনে হয় আর কষ্ট পাবনা। এই রকম চাইতে চাইতে সমস্ত জীবনটাই গেল। একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলাম না!

## তৃতীয় দৃশ্য

মোহিতের ঘর

মোহিত। বিবাহ! দুর্ভাগ্যের এর চেয়ে আর বিদ্রূপ কি হ'তে পারে? আমার আন্তরিকতা পরীক্ষা করবার জন্যই বোধ হয় ভগবান এই দুর্ঘটনা এনে দিচ্ছেন। আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টির জন্য সব ক'রতে পারি—উপার্জ্জন ক'রে দুবেলা দুমুঠোর সংস্থান রেখে সমস্ত টাকা তাদের দিতে কখনো কুণ্ঠিত হব না, কিন্তু আত্মঘাতী হ'তে পারি না। আমি সুখের প্রয়াসী নই—বাসনা লোলুপ নই—আমি চাই আমার মানস প্রতিমার কাছে আমার আত্মবলি—সর্ব্বস্ব ত্যাগ। আমার মনে যত বল আছে, যত আসক্তি আছে, সব দিয়ে তাকে ভালবাসা। কোন প্রকারে আমি যেন এই আদর্শ হ'তে বিচ্যুত না হই—বলবার কেউ নেই। আমার মন আমার সাক্ষী। আমি যে তাকে যথার্থ ভালবাসি, এ বিশ্বাস যেন আমার চিরকাল থাকে।

(ছোট ভাইকে লইয়া অনিলার প্রবেশ)

—একে—অনিলা! তুমি?

অনিলা। আমায় চিন্‌তে পারছ না?

মোহিত। চিন্‌তে না পারারই বটে! তোমার এত শীগ্‌গির শীগ্‌গির পরিবর্ত্তন হয়, তোমায় হঠাৎ দেখ্‌লে চিনতে পারা যায় না।—ছেলেবেলায় তোমায় নিয়ত-চঞ্চলা, কৌতুক-পরায়ণা, হাস্য-মুখরা দেখেছি,—সেদিন তোমায় গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণা, সতর্ক-ভাষিণী, ভয়-

বিহ্বলা দেখলাম। এখন আবার মেঘ-মুক্ত শশধরের মত উজ্জ্বল দেখ্ছি। কাজেই ভ্রম হয়।

অনিলা। নিজের দোষ স্বীকার ক'রবে না। আর কিছুদিন পরে আমায় একেবারেই চিন্‌তে পারবে না।

মোহিত। তোমায় চিন্‌তে পারব না? যতদিন চক্ষে দৃষ্টি থাকবে তোমার একটি অঙ্গুলি দেখলেও ব'লতে পারব, তুমি অনিলা। যদি অন্ধ হই তোমার কণ্ঠস্বর শুনলেই জানব, তুমি অনিলা। যদি বধিরও হই—তোমায় স্পর্শ করে বুঝতে পারব, তুমি অনিলা। তোমার অনুভূতি আমার অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান। এ স্মৃতি কখনো লুপ্ত হবে না।

অনিলা। তুমি তো খুব পড়া মুখস্ত ক'রেছ। বই বন্ধ করেও সব ব'লতে পার।

মোহিত। সত্য অনিলা, তুমি আমার অত্যন্ত পরিচিত। আর কোন লোক আমার এত জানা বলে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে যেন জন্ম-জন্মান্তর থেকে আমার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চ'লে আসছে। তোমায় দেখে যে আনন্দ, তোমায় দেখতে যে আগ্রহ, তা আর অন্য কারও জন্যে হয় না।

অনিলা। এতো বড় আশ্চর্য্য কথা!

মোহিত। সত্য অনিলা এ ভাব আর কাউকে দেখে হয়নি। তোমায় দেখলে আমার কত আপনার ব'লে মনে হয়—তুমি হয়ত কিছুই বুঝতে পারনা—কিন্তু আমার মনে হয় আমার যেন সকল আশা পূর্ণ হ'ল। তুমি যতক্ষণ থাক আমি বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ ভুলে যাই, কেবল তোমাতেই লীন হয়ে থাকি।

অনিলা। তুমি কি বল আমি বুঝতে পারিনা ?

মোহিত। তুমি কি বুঝবে অনিলা ? বর্ষাকালে প্রবল বন্যায় স্ফীত কলেবরা স্রোতস্বতী খর-স্রোতে প্রবাহিত হয়,—কত জীবজন্তু কীট পতঙ্গ তার স্রোতে ভেসে যায়, কত গৃহী গৃহশূন্য হয়ে হায় হায় করে, কত পরিপক্ক শস্য জলমগ্ন হ'চ্চে দেখে কৃষকেরা আর্ত্তনাদ করে, প্রবাহিনী কার দুঃখ শোনে ? তার ধর্ম্ম, তার প্রভাব বিস্তার করতে করতে চলে যায়।

অনিলা। বেশ ! তুমি লোককে খুব অপ্রস্তুত ক'রতে পার। অনেক লেখাপড়া শিখে অনেক কথা ব'লতে শিখেছ। আমি তোমার কথার কি উত্তর দিতে পারি ? শুনলাম তোমার খুব শীগ্‌গির বিয়ে হবে। আমরা দেখ্‌তে পাবতো ?

মোহিত। আমার বিবাহ ? আমার বিয়ে তো অনেক দিন হয়েছে।

অনিলা। ওমা, সেকি কথা ! আমরা তো কিছুই জানিনা।

মোহিত। দেখ, এই দর্পণে প্রতিফলিত অপূর্ব্ব যে একখানি ছবি দেখছ, লাবণ্য-ধারায় যেন এইমাত্র স্নাত হয়েছে, বিন্দু বিন্দু লাবণ্য চোখ মুখ দিয়ে এখনো ঝ'রে পড়ছে, নিবিড় কুন্তলজাল সন্ধ্যার মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে, নিজের অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে দেখে লজ্জা ভয়ে কাতরকণ্ঠে বিশ্বকর্ম্মাকে মানা করে ব'লছে,— ও কি কর, কেন আমায় লোক সমাজে অপ্রস্তুত কর ! এই ছবি আমার সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে। প্রতিবিম্ব হাত দিয়ে ঢাকা যায় না। যতই চেষ্টা করি মন হতে এ ছায়া সরাতে পারি না। জগতে অনেক সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, অনেক লোভের সামগ্রী হতে পারে, কিন্তু আমার তৃপ্তি ঐখানে। আমার প্রবৃত্তি বুঝে ভগবান এইরূপ সৃষ্টি

করেছেন। যে ছায়া তুমি দর্পণে দেখছ, ঐ ছায়া চিরকাল আমার হৃদয়ে ঐ ভাবে প্রতিবিম্বিত থাকবে। আমার আর কি বিয়ে হবে!

অনিলা। ছিঃ মোহিত! ওকথা কি ব'লতে আছে? আমি যাই— আমি কমলাকে খুঁজতে এসেছিলাম। সে আমায় ব'সতে বলে কোথায় চলে গেল, আর দেখতে পেলাম না।

মোহিত। এস—অনিলা। মনে আর রাখতে পারলাম না—তাই বলে ফেল্লাম। অসহায় শিশু যেমন কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে আমিও তেমনি শান্ত হ'ব।

(ভাইকে লইয়া অনিলার প্রস্থান)

অনিলা মনে কি ভাবলে? মনে ভেবেছিলাম কখনো মনের কথা ব'লব না কিন্তু আজ কে যেন আমার কথা বার করে দিলে। নিজের বাড়ীতে এ সব কথা না বল্লেই হ'ত।—কি মনে ভাববে? বড়ই অন্যায় করেছি।

(প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের অন্তঃপুর—কক্ষ

যজ্ঞেশ্বর ও অন্নপূর্ণা

যজ্ঞে। দেখলে, ভাল সম্বন্ধ জুটল কিনা? তুমিতো আমায় যা তা ব'লতে সুরু করেছিলে। লোকটার কি উদারতা দেখলে—এক কথায় সব ঠিকঠাক্ হয়ে গেল। বড়লোক না হ'লে কি বড় বুকের পাটা হয়? মাদব চাটুয্যে কেবল নাকে কাঁদতেই মজবুত। পয়সা খরচ করবার ক্ষমতা নেই ভাল ছেলে চান্। দেখলাম, তার কত দৌড়। যদি তার কথায় রাজী হ'তাম এই দু হাজার টাকা লোকসান হ'ত। কে এমন আহম্মক আছে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবেনা। এখন যে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পাত্র জোটাতে পারলেন? বাড়ীর কাছে পাত্র মিলছিল তাই কদর বুঝতে পারেননি।

অন্ন। টাকা তো পাঁচ হাজার দেবে শুনছি, মেয়েটি কেমন তাতো ব'লছনা—শেষ পরে জেদ বজায় রাখতে গিয়ে একটা কালকিষ্টি মেয়ে নিয়ে আসবে, হাতে জল খেতে ঘেন্না ক'রবে।

যজ্ঞ। আরে, রাম রাম! তুমি নেহাৎ পাগল দেখছি। এরা মস্ত বড়লোক—এদের ঘরে কি কুৎসিত মেয়ে থাকতে পারে?—যাদের লক্ষ্মীশ্রী আছে তাদের দেহের শ্রীও থাকে। দুধ ভাত খাওয়া চেহারা এক রকম, আর মুড়ি চিবিয়ে থাকার চেহারা আর এক রকম। গরীবের ঘরের মেয়ে হাজার সুন্দরী হ'লেও তার লাবণ্য থাকেনা।

লোকটার কথা শোননি? বল্লে—মেয়ে পরমাসুন্দরী যদি না হয়—বিয়ে দেবেননা। আর কি চাও?

অন্ন। দেখ, যেন শেষ পরে ছেলে গাল না দেয়।

যজ্ঞে। তোমার সব তাতেই অসন্তোষ। এর চেয়ে আর ভাল কি হ'তে পারে? কুলে-শীলে, মান-মর্য্যাদায়, সব তাতেই ভাল। মাসিক ৪৷৫ শত টাকা আয় না থাকলে কেউ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে পারেনা—চাকরী একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অন্ন। যা ভাল বোধ হয় কর। তোমার চেয়ে আমার তো বুদ্ধি বেশী নয়। বোধ হচ্ছে এরা যা দেবার একবারেই দেবে। তত্ত্বতালাস ক'রবেনা।

যজ্ঞে। একটু ভেবেচিন্তে কথা ব'লো। যার মুখপাত ভাল সে জিনিস একবারে খেলো হ'তে পারেনা। এখন ভাবছি, এদের সঙ্গে আমি কুটুম্বিতায় পেরে উঠি কিনা।

অন্ন। শশধরের শ্বশুর বাড়ীর তত্ত্ব দেখ্‌লে চোখ জুড়ায়। পানের মশলা থেকে ঘরকন্নার কোন জিনিস বাদ দেয়না। আমাদের কি কপাল! মেয়ের বিয়ে দিলাম—কেউ শোধাবার নেই। নিজের বাড়ীতে কত দেখছি— পরের জিনিস পেলে মনে কত আনন্দ হয়।

যজ্ঞে। দেখো, দেখো, এরা কি রকম তত্ত্ব করে। শেষ পরে তোমার জন্যে ডাক্তার ডাকতে না হয়।

অন্ন। তুমি সব টাকাগুলি সিন্দুকে পুরতে পাচ্ছনা। বউয়ের গহনা যখন গড়াতে দেবে আমার পুরাণ গহনাগুলো নূতন প্যাটার্ণে গড়িয়ে দিতে হবে।

যজ্ঞে। তা হবে, তা হবে। তুমি এক কাজ কর দেখি। কি কি জিনিস-

পত্র কিনতে হবে—ব'সে ব'সে একটা ফর্দ করে ফেল, আমি জগৎকে কোলকাতায় পাঠাচ্ছি। এখন থেকে যোগাড় না ক'রে রাখলে বড় তাড়াতাড়ি হয়ে পড়বে।

অন্ন। আচ্ছা, আমি ফর্দ ক'রছি।

যজ্ঞে। বৃথা সময় নষ্ট ক'রোনা। একটা ফর্দ করে আন।

( অন্নপূর্ণার প্রস্থান )

পাঁচ হাজার শুনতেই হাতে হাতে খরচ দেখা যাচ্ছে। একটা পয়সাও থাকবেনা। ঘর থেকে এখন বার ক'রতে না হয়। আর কিছু বেশী ক'রে বল্লেই হ'ত। লোকটার বোধ হয় আরও বেশী খরচ করবার আঁচ ছিল। এত সহজে রাজী হ'ল। যাদব চাটুয্যে আমার মন ছোট ক'রে দিয়েছে। লোকটার চেহারা দেখে আমি ধ'রতে পারিনি। আমার ঠকারই কপাল!

( জগতের প্রবেশ )

জগৎ, তর্কপঞ্চানন মশায়কে একবার নিজে গিয়ে ডেকে আন। যত নিকটে হয় বিয়ের দিনতো ঠিক ক'রতে হবে? জানতো, দেশশুদ্ধ লোক আমার শত্রু। কে আবার ভাংচি দেবে।

জগৎ। যখন ভদ্রলোককে কথা দিয়েছেন, একটা দিন স্থির ক'রতে হবে বইকি। কিন্তু আমায় একবার জিজ্ঞাসা ক'রে পাকাপাকি ক'রলে ভাল ক'রতেন—যদি কোনক্রমে বিয়ে না দিতে পারেন, বড় কেলেঙ্কারি হবে। তারা আবার দক্ষিণ দেশের সহর-ঘেঁসা লোক, সহজে ছাড়বেনা। খেসারতের দাবী দিয়ে নালিশও ক'রতে পারে।

যজ্ঞে। তুমি কি ব'লছ?

জগৎ। দেখুন, আপনার যে প্রকার মান-মর্য্যাদা, অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করাই ভাল ছিল। দশখান গ্রামের লোক আপনাকে চেনে, আপনার কথা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করে। ব'লতে কি, আপনার অবস্থা ভাল ব'লে সবাই একটু ঈর্ষ্যাও করে। যদি কোন প্রকারে বিয়েটা না হয় বড়ই লজ্জা পেতে হবে। এম্‌নিই কেউ কেউ ব'লছে, পাঁচ হাজারের একটি শূন্য বাদ দিয়ে, কেউ বলছে দুটী শূন্য বাদ দিয়ে ধ'রতে।

যজ্ঞে। আমি যখন বিয়ে দিব স্থির ক'রেছি না হবার আর কারণ কি? তারা কি কথার নড়্‌চড়্‌ ক'রবে ভাব?

জগৎ। এক তিলও নয়। তারা এমন বর, এমন পাত্র পাচ্ছে কোথা? আপনি যদি সাত হাজার দাবী ক'রতেন, যে রকম শুনছি, তারা বোধ হয় দিতে রাজী হ'ত। তাদের যদি মনে অন্য মতলব থাকত তারা কি আগে থেকে আপনাকে টাকা দিয়ে যায়? সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার মনে হয় মোহিতকে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে তাদের কথা দিলে ভাল ক'রতেন।

যজ্ঞে। মোহিতকে জিজ্ঞাসা ক'রব কেন? তার কি আমি শুভাকাঙ্ক্ষী নই? লেখাপড়া শেখাবার সময় তার কি মত জিজ্ঞাসা করেছিলাম? যখন অসুখ হয়েছিল তার মত জিজ্ঞাসা ক'রে কি ডাক্তার দেখিয়ে-ছিলাম? তার ইষ্ট অনিষ্টের জন্য কে দায়ী? আমি তার মত জিজ্ঞাসা ক'রে তার বিয়ে দেব? আমি যা ভাল বুঝব তাই ক'রব। তোমার এ কথা ভাবাই অন্যায়।

জগৎ। আপনি ভাল ভাবতে পারেন কিন্তু সে যদি ভাল মনে না করে তাহলে কি ক'রছেন? তার যদি বিয়ে ক'রতে না ইচ্ছা হয়, আপনি জোর করে বিয়ে দিতে পারবেন?

যজ্ঞে। আগে যে সম্বন্ধ হয়েছিল তাতে তো কোন কথা কয়নি। এ বিবাহে কেন আপত্তি ক'রবে ?

জগৎ। সম্বন্ধ খুব ভালই ঠিক ক'রেছেন। পরমাসুন্দরী মেয়ে, টাকাও অনেক খরচ ক'রবে ; পাড়াগাঁয়ে থেকে এর বেশী ভাল সম্বন্ধ আর কি আসতে পারে ? আপনার নাম ডাক শুনে এসেছে। তবে আমার মনে হচ্ছে মোহিত বিয়ে ক'রতে রাজী হবেনা।

যজ্ঞে। কিছু যদি শুনে থাক স্পষ্ট ক'রে খুলে বলনা।

জগৎ। দেখুন, আমি আপনাদের কথার ভিতর থাকতে চাইনে। আমি হ'লাম পর। আমি সম্বন্ধর কথাবার্ত্তার সময় অনুপস্থিত ছিলাম। আপনি যখন সব যোগাড় ক'রছেন, এ সময় আপনাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার।

যজ্ঞে। ঠিকঠাক হ'তে আর বাকি কি ?—আমার মনে হচ্ছে তোমার এটা ভুল ধারণা। আমার কথার সে অবাধ্য হ'তে পারেনা।

জগৎ। দেখুন বাপ মা চিরকাল সন্তানকে ছোট ছেলের মত মনে করে ; সেই জন্য তাদের মন ঠিক বুঝতে পারেনা। আপনারা গুরুজন— সকল কথা আপনাদের কাছে ব'লতে পারিনে। এখন আমার মনে হচ্ছে যাদব চাটুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেই ভাল হ'ত। আমি তখন তার মন বুঝতে পারিনি—নইলে সে সম্বন্ধ আমি আপনাকে ছাড়তে দিতাম না। যেমন করে হ'ক আপনাকে রাজী করাতাম। শুনতে পাচ্ছি মোহিতের সঙ্গে অনিলার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। ভোজের দিন দেখি মোহিতের ঘর থেকে অনিলা বার হয়ে আসছে। সে মেয়েই বা কি রকম আমিতা বুঝতে পারিনে। দু'দিন আগে যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছিল, তার সঙ্গে আগেকার দেখাশোনা থাকলেও,

এ সময় দেখা করা নিতান্ত নির্লজ্জতার কাজ। আমার খুব মনে নিচ্ছে, যাদববাবুর পত্নী এদিকে না পেরে উঠে মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েছেন। খেলোয়াড় বটে! সাদাসিধে ছেলে বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।

যজ্ঞে। বুঝতে পেরেছি—আর ব'লতে হবেনা। কি নীচ প্রবৃত্তি! এর জন্যই ওজর আপত্তি! কি ভয়ানক! এত সাহস! এত নির্লজ্জতা! আমি বর্ত্তমান থাকতে বাড়ীতে এই সব অত্যাচার!

( মোহিতের প্রবেশ )

মোহিত। বাবা, আমার একজন বন্ধু কাশ্মীরে বেড়াতে যাচ্ছে, সঙ্গে যাবার জন্ম আমায় অনেক ক'রে লিখেছে। চিরকাল শুন্‌ছি কাশ্মীর ভারতবর্ষের স্বর্গ। এই সুযোগে আমি দেশটা দেখে আসি। কাল ভোরেই আমি যাব স্থির ক'রেছি।

যজ্ঞে। হুঁ। কাশ্মীরে বেড়াতে যেতে চাও। তোমার বিয়ের সব ঠিক তা শুনেছ?

মোহিত। আমিতো আপনাকে ব'লেছি—এখন বিয়ে ক'রতে আমি সক্ষম নই।

যজ্ঞে। বলেছিলে বটে—কিন্তু তখন তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারিনি। তবু আর একবার তোমায় ব'লে রাখি। আমি ভদ্র-লোকদের কথা দিয়েছি—বিয়ে না হ'লে আমায় অপ্রস্তুত হ'তে হবে। তুমি ভাল করে বিবেচনা ক'রে দেখ। যা মুখরোচক তাই হিতকর ব'লে মনে ক'রো না। সাবধান হও। পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর।

মোহিত। আমি যখন আপত্তি জানিয়েছিলাম, কোন লোককে কথা না দিলেই হ'ত। পাছে আপনি এ বিষয়ে চেষ্টা করেন, সেজন্য আমার

ইচ্ছা গোপন করে রাখিনি। এ অবস্থায় বিয়ে করা আমার কর্ত্তব্য নয়।

যজ্ঞে। বটে? তুমি ভাব আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে? দেখ আজ থেকে তোমার আর মুখ দেখ্‌তে চাই না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি বটে কিন্তু মন এত দুর্ব্বল হয়নি যে তোমার ব্যভিচার সহ্য ক'রব। আজ থেকে তোমায় পরিত্যাগ ক'রলাম। আমার যা কিছু আছে কমলার নামে সব লিখে দিচ্ছি—আমার সম্মুখ হ'তে দূর হয়ে যাও।

(মোহিতের নীরবে প্রস্থান)

এতদিন এত পয়সা খরচ ক'রে এক উই-মন্দির খাড়া ক'রেছিলাম। এত শিক্ষা, এত উপদেশ, সব ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল। কি অপব্যয়! এই পুত্রের জন্য ভগবানের কাছে কত আরাধনা করেছি, জীবনে কত আশা ক'রেছি। আজ অবজ্ঞা ক'রে চলে গেল! কি বিদ্রোহীতা! কি পাপাচার! জগৎ, তুমি এখুনি দু'জন লোক ডেকে নিয়ে এস। আমার যা কিছু আছে কমলার নামে লিখে দিচ্ছি। মোহিত যেন আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় না আসতে পায়। আমি আর এদেশে থাকতে চাইনে। আমরা কাশীতে গিয়ে থাকব। যে কদিন বাঁচি তুমি মাসে আমায় ৫০৲ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দেবে। আর সে ভদ্রলোকটিকে সব কথা খুলে লিখে দাও। কোন কথা গোপন ক'রো না। যে টাকা নিয়েছি মনিঅর্ডার ক'রে আজই পাঠিয়ে দাও। আর লিখে দাও, আমি মহা অপরাধ ক'রেছি। তাদের যদি ইচ্ছা হয়, আমার মাথায় যেন জুতা মেরে যায়—আমি অবলীলাক্রমে সহ্য ক'রব।

জগৎ। আমি তো ভেবেছিলাম, এই রকম একটা কিছু হবে? কি দুর্ভাগ্য!

যজ্ঞে। যাও—শীগ্গির যাও। আমি ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে নিষ্পাপ হই। আমার বংশে এমন কুসন্তান জন্মেছিল!

জগৎ। যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

যজ্ঞে। আর সংসারে থাকব না। দেশের লোকের কাছে আর মুখ দেখাব না। লোকের কাছে আমার এত খ্যাতি, মান,—সব ধ্বংস হয়ে গেল। ছেলের বড় অহঙ্কার ক'রতাম—ছেলে আমায় মাথা নীচু ক'রে দিল!

(প্রস্থান)

## পঞ্চম দৃশ্য

•

### গঙ্গাতীর

( মোহিত ও শশধরের প্রবেশ )

মোহিত। শশধর, এইখান থেকে তোমার কাছে বিদায় নিই। এই গঙ্গার ধার আমাদের বড় সুখের স্থান। প্রত্যেক দিন বৈকালে এখানে বেড়াতে আসতাম। এইখানে ব'সে সমস্বরে দুজনা গান গাইতাম, পবন-বেগে স্বর যতই মন্দীভূত হ'ত, আমরাও ততই উচ্চৈঃস্বরে গান ক'রতাম। মনে হ'ত কণ্ঠস্বর যতই উচ্চে উঠবে, আমাদের সঙ্গীতও ততই শ্রুতিমধুর হবে। কত দিন গল্প ক'রতে ক'রতে আত্মহারা হয়েছি—সব অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে আমাদের চেতনা হয়েছে—উঠে বাড়ী ফিরে গিয়েছি। প্রত্যহ এখানে না এলে একটা দৈনিক কার্য্য অসমাপ্ত থেকে যেতো। তুমি প্রত্যহ এখানে একবার ক'রে এসো, তাহলেই আমার কথা মনে প'ড়বে।

শশ। তোমায় মনে ক'রতে আমায় এতদূর আসতে হবে কেন? আমার সকল কার্য্যে তোমার স্মৃতি জড়িত। সর্ব্বদা এক সঙ্গে থেকে, একত্র সকল কার্য্য ক'রে, আমার একলা কার্য্য করবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি একলা কোন বিষয়ে উদ্যোগী হ'তে পারিনে। একলা কোন আমোদ উপভোগ ক'রতে পারিনে—মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হলে, তোমায় জিজ্ঞাসা না ক'রলে মন দ্বিধাশূন্য হয় না। জীবনে কোন অভাবের আমি অভিযোগ করিনি। নিজের দুঃখের জন্য

কখনো ভগবানকে দোষী করিনি। সবই আমার ভাগ্য ব'লে আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য ব'লে মনে ক'রে নিতে পারি না—আমি তোমায় ত্যাগ ক'রতে পারব না।

মোহিত। শশধর, এখন নূতন পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে। যতদিন দুজনার জীবনে এক উদ্দেশ্য ছিল, যতদিন আমরা এক তীর্থের যাত্রী ছিলাম, এক সঙ্গে সব কার্য্য করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমি এক অনির্দ্দিষ্ট পথের পথিক। এতে কোন উচ্চ আদর্শ নাই,—কোন উন্নতির আশা নাই। এখন তোমার সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। আমার গতি এখন নীচু দিকে—আমার সঙ্গের সাথী হ'লে তুমি অধঃপাতে যাবে।

শশ। তুমি যখন উন্নতির পথে উঠেছ আমায় নিয়ে উঠেছ। আমার একমাত্র উন্নতির কারণ ব'লতে গেলে তুমি। আমার অপেক্ষা সকল বিষয়ে তুমি মেধাবী ছিলে, পাছে তোমার সহপাঠী হ'তে না পাই, এই ভয়ে আমি দ্বিগুণ পরিশ্রম ক'রেছি। আজ তোমার কষ্ট বেশী ব'লে আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যাব—তা তুমি মনে ক'র না।

মোহিত। এখন আমার সঙ্গের সাথী হওয়া মানে অনর্থক আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করা। তোমার মনে তাতে সন্তোষ হ'তে পারে, কিন্তু তুমি অকারণ আমার জন্য কষ্ট ক'রছ দেখলে আমার মনে শান্তি হবে কেন? আমার এ কষ্ট ইচ্ছাকৃত। অনিলার জন্য আমি যে সব সুখ ত্যাগ ক'রতে পেরেছি—এই আমার পরিতৃপ্তি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাও। বাল্যকালের বন্ধুত্ব চিরকাল থাকে না। বাল্য-কালের সাথীরা জীবন-সংগ্রামে প'ড়ে কে কোথায় ছট্‌কে পড়ে। আমাদের বাপ-খুড়োর কি বাল্যবন্ধু ছিল না? কিন্তু এখন কাউকে

কি দেখতে পাও? এই প্রকার এক একটা ঘটনা সকলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। এখন যাদের সঙ্গে একত্র বসবাস ক'রবে, এক সঙ্গে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রবে, তারাই তোমার বন্ধু হবে—আমার কথা আর মনে থাকবে না।

শশ। তোমার নিজের কামনা ব্যর্থ হয়েছে ব'লে সকল লোককেই তুমি নির্ম্মম মনে কর। তোমার সঙ্গে অন্য লোকের তুলনা হ'তে পারে না। জগতে শিষ্টাচার দেখাবার, খাতির যত্ন করবার অনেক লোক পেতে পারি, কিন্তু বন্ধু—বাল্যবন্ধু ব'লতে আর কেউ নাই। তোমার কাছে আমার লজ্জার ভয় নাই, মানের লাঘবতা নাই, কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। তোমার কাছে অযথা কল্পনা ক'রতে, অকারণ হাসতে, আমায় সঙ্কুচিত হ'তে হয় না। আপনার মুখ দর্পণে দেখে যে সুখ, আপন মনে কথা কয়ে যে তৃপ্তি, তোমার সঙ্গে থেকে আমি সেই সুখ পাই। তোমার সঙ্গে থাকলে মনে হয় না, আমি এত বড় হয়েছি। তোমার স্থান অধিকার করবার কেউ নাই। স্নেহ-যত্ন ক'রতে পিতামাতা আছেন, প্রণয়-প্রীতি দান ক'রতে পত্নী আছে, মধুর সম্ভাষণ ক'রতে আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, কিন্তু মনের কপাট খুলে কথা ব'লতে আর কাউকে পাব না। তুমি শৈশবের বন্ধু, যৌবনের বন্ধু—চিরকালকার আমার অবলম্বন। তোমায় আমি ছাড়তে পারব না। তুমি যদি আমায় সঙ্গে নিতে না চাও, আমাদের বাড়ীতে থাকবে চল, তাতে কোন দোষ হবে না। দেশ ছেড়ে কেন যাবে?

মোহিত। আমার এ দেশে থাকতে নেই। আমি নিশ্চয় কোন গর্হিত কর্ম্ম করেছি, নইলে বাবা আমায় ত্যাগ ক'রবেন কেন? দেশশুদ্ধ লোক আগ্রহ সহকারে আমার এই দণ্ডের কি কারণ খুঁজে বেড়াবে।

আমায় কত সহানুভূতির বিদ্রূপ ক'রবে, আমায় নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা ক'রবে। তাই আমি এ দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। এই, দেশে আসবার জন্য বন্ধের এক মাস আগে থেকে আমি দিন গুণতাম—দেশের মাঠ-ঘাট দেখে আমার কত আনন্দ হ'ত। আজ আমার মনে হচ্চে কতক্ষণে আমি দেশ থেকে বার হব। এখন আমার আর কোন চিন্তা নাই—আমার আত্ম-সম্মান কিসে বজায় থাকবে আমি তাই ভাবছি। তুমি আমায় থাকতে ব'ল না।

শশ। আমি জানি তুমি কত অভিমানী। এ অপমানে তোমার হৃদয়ে কত আঘাত লাগবে। তোমার পিতা শুধু জগতের উত্তেজনায় এমন দুর্ব্যবহার ক'রলেন। তুমি কিছু দিন যদি আমাদের বাড়ীতে থাকতে তোমার বাবার রাগ প'ড়ে যেতো। তোমায় দোষ দেবার কেউ নাই। সে ভাবনা তোমায় ক'রতে হবে না।

মোহিত। আমি ত্যাজ্য-পুত্র শশধর—আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারছ না। আমায় ছেড়ে দাও—আমি মাঠে পড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছু'টে আমার মনের কষ্ট নিবারণ করি।

শশ। তাহলে চল, আমিও যাই। এ অবস্থায় তোমায় আমি ছাড়তে পারিনে। পশ্চিম দিকে দেখ, কালো হয়ে মেঘ জমা হচ্ছে। প্রবল ঝড়ের আশঙ্কায়, বড় বড় পাখীরা আকাশ থেকে নেমে আস্‌ছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়ে আছে। মাঠের ভিতর জল-ঝড়ে প'ড়লে কোন মতেই জীবন বাঁচাতে পারবে না। এ অবস্থায় কিছুতেই তোমায় আমি একলা ছাড়তে পারিনে। চল, তোমার সঙ্গে আমিও যাই।

মোহিত। তুমি নিতান্তই অবুঝ দেখ্‌ছি। দেখ আমি নিঃসম্বল—বাড়ীর কোন জিনিসে আমার অধিকার নেই ব'লে আমি অমনি চ'লে

এসেছি—তুমি যদি যেতে চাও কিছু পাথেয় নিয়ে এস,—আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রছি।

শশ। এ ভাল কথা—আমি শীগ্‌গির কিছু খরচ নিয়ে বাড়ীতে ব'লে আসছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

মোহিত। বেশ।

( শশধরের প্রস্থান )

শশধর, তুমি ভাব তুমিই একা আমায় ভালবাস। আমি যে তোমায় তোমার শতগুণ ভালবাসি তা তুমি বুঝতে পারনা? আমার জন্যে তোমায় অকারণ কষ্ট সহ্য ক'রতে দেবনা। দু'জনা একসঙ্গে জীবন যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম—মনে কত উচ্চ আশা,—কত মহৎ সঙ্কল্প পোষণ ক'রে এসেছি। আমার তো সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তোমার জীবন কেন নিষ্ফল ক'রব? তুমি থাক। তোমার জীবন সার্থক হ'ক।—

( যাইতে উদ্যত )

( অনিলার প্রবেশ )

অনিলা!

অনিলা। মোহিত, শুনলাম তুমি বাড়ী থেকে রাগ ক'রে যাচ্ছ? কেন?

মোহিত। রাগ কার উপর কর'ব? আমি আর এ দেশে থাকব না।

অনিলা। কেন থাকবে না? তোমার বাবা যা বলেন তাই শোন। রাগ ক'রে কি চ'লে যেতে আছে?

মোহিত। আমার এখানে আর থাকতে নেই। তোমার কাছে আমি

বিশেষ লজ্জিত আছি অনিলা! সেদিন কি মনে হ'ল,—অনেক কথা তোমায় ব'লে ফেল্লাম—তুমি কিছু মনে ক'রো না।

অনিলা। তুমি তাই এখনো মনে ক'রে আছ?—আমার তো কিছুই মনে নেই। তুমি দেশ ছেড়ে কেন যাবে? যেওনা।

মোহিত। এখানে থাকতে আমায় বার বার কেন অনুরোধ ক'রছ অনিলা? তোমার ভাবনায় আমি দিন দিন কিরূপ শুষ্ক হয়ে যাই, তাই তুমি দেখতে চাও? আমায় দিয়ে কি তোমার সৌন্দর্য্য-প্রতাপ পরীক্ষা ক'রতে চাও? এই ভগ্ন হৃদয়, হৃত-সর্ব্বস্ব, গৃহতাড়িত দুর্ভাগ্যকে দেখে যদি সুখী হ'য়ে না থাক, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখতে পাবে উন্মাদ হ'য়ে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি তখন কোন ভাগ্যবানের গৃহিণী হ'য়ে তেজ-গর্ব্বে ফিরে চাবে,—আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবে।

অনিলা। বটে, তুমি আমায় এমন শত্রু ভাব? আমি তোমার এই অবস্থা দেখতে পারি তোমার এই মনে হয়? হা ভগবান! তোমার এ দুর্দ্দশা হবার আগে আমার দেহ যেন অঙ্গারে পরিণত হয়। আমি কি ক'রলাম? আমার কি দোষ? আমার এই দেহ তোমার যদি কষ্টের কারণ হ'য়ে থাকে, তা হলে বল, আমি এই দেহ হ'তে এক একটী অঙ্গ ছিঁড়ে শৃগাল-কুক্কুরকে খাওয়াচ্ছি। বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে চল।

মোহিত। কষ্ট দেবার তোমার হয়তো ইচ্ছা না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উপর তোমার কি প্রভাব বিস্তার ক'রেছে আমি তাই ব'লছি। সুরম্য মন্দিরে সামান্য একটু ফাঁক পেলে বটবৃক্ষ যেমন সমস্ত মন্দিরটিকে ক্রমে আচ্ছাদিত করে—তোমার চিন্তা আমার হৃদয়ে প্রবেশ

ক'রে আমার সমস্ত হৃদয় ধ্বংস-স্তূপে পরিণত ক'রেছে। কিন্তু আমি সে জন্য পরিতপ্ত নই। আমি যে তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'তে পেরেছি, এই আমার শান্তি। তোমার সঙ্গে এ সময় দেখা হবে আমি তা ভাবিনি। দেখা হ'ল—তাই বলে গেলাম। তোমার সৌন্দর্য্যের কি প্রতাপ তুমি জানতে পারলে হয়তো তোমার মনে আনন্দ হবে।

অনিলা। যার চোখের জল ফেলবারও ক্ষমতা নেই সে কি ক'রতে পারে? তুমি কি একাই কষ্ট পাচ্ছ?

মোহিত। তোমারও কি এই কষ্ট?

অনিলা। সবাই নিজের কষ্ট বেশী দেখে।

মোহিত। তুমি আমার জন্য ভাব?

অনিলা। আর কি ভা'ব্‌ব বল?

মোহিত। তুমি আমায় ভালবাস?

অনিলা। তুমি কিছুই বুঝতে পারনা?

মোহিত। (স্বগত) একি অদৃষ্টের বিদ্রূপ! একি সত্য হতে পারে? অনিলা আমায় ভালবাসে? এ সম্ভব হ'তে পারে? আমি যাকে দুর্লভ্য ভেবেছিলাম—কেবল কল্পনায় মনে ক'র্ব ভেবেছিলাম—সে আমার এত সহজ লভ্য? আমি এখন কি করি?

অনিলা। তুমি যাবে মোহিত?

মোহিত। আমায় যেতে হবে। আমি বাড়ী হ'তে বিতাড়িত হয়েছি, আমায় এ দেশে থাকতে নেই—আত্ম-মর্য্যাদার কাছে তোমার ভালবাসাও তুচ্ছ। তোমার এখন মন জানলাম, যেখানে থাকি তোমার স্মৃতি নিয়ে চির-জীবন কাটাব। এই একই পৃথিবীতে

আছি, দু'জনা একই চন্দ্র-সূর্য্য দেখছি, আমার মনে এখন এই শান্তি।

অনিলা। তুমি আর এখানে কখনো আসবে না?

মোহিত। তোমায় একবার দেখে যাবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু কি ক'রে দেখা পাব? তুমি একদিন ভোর বেলায়—লোক আসবার আগে—এখানে যদি আসতে পার তাহলে দেখা হতে পারে।

অনিলা। কবে?

মোহিত। (চিন্তার পর) আজ মাসের পয়লা—আসছে মাসের পয়লা ভোরে এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা হবে। যদি কোন বিঘ্ন হয় তো এসনা।

অনিলা। আচ্ছা। কে আসবে—আমি যাই।

(অনিলার প্রস্থান)

মোহিত। ভগবান! আমার আবার মৃত আশা সঞ্জীবিত ক'রলে? আমি সকলের হেয় ব'লে এ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলাম, সকলের পরিত্যজ্য ব'লে নিজেকেও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম, আমার জীবনে আবার মমতা, হৃদয়ে নূতন উৎসাহ কেন এনে দিলে? আমি এখন কি ক'রব। আমি নিঃসম্বল—এই স্বার্থপূর্ণ জগতের মধ্যে আমি কি স্থান পাব? শশধর, তোমায় আর আমি দুঃখের ভাগী ক'রতে চাই না—তোমার সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ। তোমায় টেনে এনে আমি সকলকে কষ্ট দিতে চাইনা। আমি চল্লাম—যদি কখনো কৃতী হ'তে পারি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

(মোহিতের প্রস্থান)

( শশধরের অন্যদিক দিয়া প্রবেশ )

শশ। চল—আমি প্রস্তুত।—অ্যাঁ! মোহিত কই?—কোথা গেল? মোহিত—মোহিত,—কি ক'রলে! চলে গেলে? আমায় ফেলে গেলে!—সেকি? মোহিত!—কোন্ দিকে গেলে? চারদিক মেঘে অন্ধকার হ'য়ে আসছে—কোন দিকে গেলে?—তোমায় ধ'রতে পারব না? মোহিত,—মোহিত।

( প্রস্থান )

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বাটী

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

যজ্ঞেশ্বর ও অন্নপূর্ণা

অন্ন। না—আমি এবাড়ীতে কিছুতেই থাকৃতে পারবো না। তুমি মেয়েকে বিষয় বাড়ী লিখে দিয়েছ বেশ ক'রেছ। তুমি যাকে যা দিয়ে সন্তুষ্ট হও, অকাতরে দাও—আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি তোমার কিছুই চাইনে। গায়ের অলঙ্কার বেচে আমি মোহিতের খোঁজ ক'রে বেড়াব। আমার ছেলে নিরুদ্দেশ, কোন খবর নেই—আমার মুখে অন্নজল যাবে না। কাশীবাসী হ'তে হয়, তুমি হওগে। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। আমার মোহিত বেঁচে থাক্, মোহিত হ'তে আমার সব বজায় থাকবে।

যজ্ঞে। চুপ কর, চুপ কর। স্ত্রীলোক—একলা কোথায় যাবে? তুমি যদি ছেলের জন্যে এতই অস্থির হ'য়ে থাক, আমি জগৎকে বল্‌ছি, সে তার খোঁজ ক'রবে।

অন্ন। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! জগৎ আমার মোহিতের খোঁজ ক'রে দেবে! "ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ!" জামাই তোমার বিড়াল

তপস্বী। সেই তো তোমায় কুমন্ত্রণা দিয়ে আমার ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে আমি আবার বিশ্বাস ক'রব? তাকে দেখ্‌লে আমার ভয় হয়। সে মা ব'লে ডাক্‌লে আমার বুকের ভিতর দপ্‌ ক'রে ওঠে। তার দয়াতে আমার আর কাজ নেই। তুমি তার হাতে সর্ব্বস্ব স'পে দিয়েছ, তুমি তার দয়ার পাত্র—তুমি তার মুখ পানে চেয়ে থাক। সে যতক্ষণ তোমায় একটা পয়সা দেবে, তুমি খরচ ক'র্‌বে। সে খেতে ব'ল্লে তুমি খাবে। তার অনুমতি নিয়ে তুমি গাছের ফল পাড়বে। তার অনুগ্রহের জন্য তুমি তাকে শত মুখে ধন্যবাদ দেবে। আমি কারও দয়ার প্রার্থী নই। আমার মোহিত বেঁচে থাক্‌, আমায় কারও কাছে হাত পাত্তে হবে না। মোহিতের একবার খোঁজ পেলে হয়। তোমাদের কারও খোঁজ ক'র্‌তে হবে না। আমি নিজেই খোঁজ ক'র্‌ছি। বাছা আমার একটা পয়সা না নিয়ে বাড়ী থেকে বা'র হয়ে গেছে। না জানি, এতদিন কত কষ্টই পাচ্ছে।

যজ্ঞে। তার অদৃষ্টে কষ্ট আছে তুমি কি ক'র্‌বে বল। আমার কথা যদি শুন্‌তো তার কি কোন অভাব হ'তো? সে নিতান্ত অভাগা, তাই তার এমন দুর্ম্মতি হ'লো। আমার কথা শুন্‌লে না।

অন্ন। তুমি নিতান্ত দুর্ভাগা যে এমন উপযুক্ত ছেলে থাক্‌তে তুমি সংসার ক'র্‌তে পেলে না। সব ছেড়ে দিয়ে এখন কাশীবাসী হ'তে যাচ্ছ। তোমার অদৃষ্টে যে কি কষ্ট আছে তুমি পরে দেখ্‌তে পাবে। ছেলেকে জব্দ করবার জন্যে পরকে ডেকে বিষয় দিলে! —কার ক্ষতি হ'লো? তোমার না ছেলের? রাগ ক'রে মুখের আহার ফেলে দিলে, কাকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। তুমি বুঝতে

পাচ্ছ না, এর মধ্যেই তোমার কি অবস্থা হ'য়েছে? সকল তাতেই তোমায় জগতের মুখ পানে তাকিয়ে থাকতে হয়। তোমার লোকজন জগতের হুকুম ভিন্ন তোমার কথা শোনে না। জগৎ তোমার কত অনুগত তাতো দেখ্‌ছ? তোমার যত শত্রু, জগৎ তাদের ডেকে এনে তাদের সঙ্গে আনুগত্য ক'র্‌ছে। তোমার নিন্দে করে সকলের কাছে প্রিয়পাত্র হ'চ্ছে। মোহিতের এই সব ব্যবহার তুমি কি সহ্য ক'র্‌তে? এখন জগৎকে কিছু বল দেখি, সে তোমায় হাত ধোরে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে।

যজ্ঞে। আমি জগৎকে সব ছেড়ে দিয়েছি, তাইতো সে প্রভুত্ব ক'র্‌ছে। তাতে রাগ ক'রলে চ'লবে কেন? তবে যার তার সঙ্গে মিশে সে ভাল ক'র্‌ছে না। ছেলে মানুষ! লোক চেনে না। আমি তাকে সাবধান করে দেবো।

অন্ন। বেশ! খুব ভাল কথা! খুব সহ্যগুণ! তোমার এত সহ্যগুণ আছে দেখে আমি সুখী হ'লাম। কারও কখন একটু বেচাল সইতে পা'র্‌তে না, এখন বেশ চুপ ক'রে সব সহ্য ক'রছ। ছেলেরা বাড়ীতে দুষ্টুমি করে, পরের বাড়ীতে গিয়ে শান্ত হ'য়ে থাকে। তুমি এখন শ্বরের বাড়ীতে আছ ব'লেই বুঝি এত ঠাণ্ডা হ'য়ে আছ? বেশ, থাক! না হয়, কাশী যেতে হয় যাও। আমি মোহিতকে ছেড়ে কোনখানেই যেতে পারব না। চিরকাল তোমার কথা শুনে চ'লেছি, তুমি যা বুঝিয়েছ, আমি তাই বুঝেছি, এখন আর তোমার কথায় চ'ল্‌তে পারবো না। বাছা আমার এতক্ষণ কোথায় আছে, কি খাচ্ছে, হয়ত অসুখ হ'য়ে প'ড়ে আছে, আমি মা হ'য়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারবো না। আমি ছেলের

জন্যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব। আমার আবার মান অপমান কি? আমি তো দীন-দুঃখীর পত্নী। আমি পায়ে হেঁটে দেশে দেশে মোহিতের অনুসন্ধান ক'রে ফি'রব। পথে পথে "মোহিত—মোহিত" বলে ডেকে বেড়াব। তুমি যদি মানুষ হ'তে তোমার কথা শুনে চ'লতাম, মানুষ কেউ নিজের সন্তানকে বধ করে না।

যজ্ঞে। আমি কি ক'রব? আমার কি দোষ? আমি কি ছেলেকে যত্ন-আদর ক'রতে কম করেছি? তোমার মনে নেই, ছেলে বেলায় সে আমার কোল ছেড়ে তোমার কাছে যেতে চাইত না। আমার কাছে না শুলে তার ঘুম হ'ত না, আমায় না পেলে তার খেলা হ'ত না। তার জন্যে আমায় আবার ছেলেমানুষ সাজতে হয়েছিল। কত যত্ন-আদরে সে প্রতিপালিত হয়েছে। অবস্থার অতিরিক্ত আমি তার জন্যে খরচ ক'রেছি। কখনো কোন অভাব জানতে দিইনি। শেষ পরে সে আমার কথার অবাধ্য হ'ল। তা আমি কি ক'রব বল? আমার দোষ কি?

অন্ন। তুমি তাকে এত আদর দিয়েছিলে ব'লেই তো সে এত অভিমানী হয়েছে। যাবার সময় আমার সঙ্গেও একবার দেখা ক'রে যায়নি। নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বাছা বাড়ী থেকে চ'লে গেছে। অনেক যত্ন-আদর পেয়েছে,—তোমার দুর্ব্যবহারে সে কত ব্যথা পেয়েছে।

যজ্ঞে। নিতান্ত নির্ব্বোধ! কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলো। আমি কি ক'রবো—আমার কি দোষ?

অন্ন। তোমার কোন দোষ নেই। আমি পেটে ধরেছি, আমারই সব দোষ। হাজার দুষ্ট হ'লেও সে আমার ছেলে। আমি তাকে

মানুষ ক'রেছি, সে যদি খারাপ হয়ে থাকে তো আমার দোষেই হ'য়েছে। তুমি শিষ্ট, শান্ত, বুদ্ধিমান ছেলে পেয়েছ, বুকে রেখে বুক জুড়াও। আমি তা পা'রব না।

( হারাধনের প্রবেশ )

হারা। মা, মা, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মা। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার আর কেউ নেই, বাবা, আমার আর কেউ নেই। আমার ঘর-সংসার আঁধার হ'য়েছে, আমার সব ফুরিয়েছে! আমি মরেছি, বাবা, আমি মরেছি। ( ক্রন্দন )

উভয়ে। অ্যাঁ, কি হ'য়েছে?

হারা। আমার কপাল পুড়েছে বাবা, আমার কপাল পুড়েছে। ( কপালে করাঘাত ) ভগবান আমার মাথায় বাজ মেরেছেন। আমি এবার গিয়েছি, আমার ছেলেটা নেই—মারা পড়েছে। মস্ত যোয়ান ছেলে বাবা! আমি কি ক'রব বাবা? আমার আর কেউ নেই। আমি আর কাকে নিয়ে সংসারে থাকব বাবা? ( ক্রন্দন )

অন্ন। ওমা বলিস্ কি? ওমা সে ছেলে যে মোহিতের বয়িসী! আ—হা হা!

যজ্ঞে। হারে মারা গেল!

হারা। আর কি ব'লব বাবা, আর কি ব'লব? আমার অদৃষ্ট! আমার এই পোড়া অদৃষ্ট! কাউকে না ব'লে ছেলেটা নবদ্বীপে মেলা দেখ্‌তে গিয়েছিল, ওলাউঠা হ'য়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ! মস্ত যোয়ান ছেলে বাবা—আমি তার জোরে পারতাম না। দু'দিন ভু'গল না, দু'দণ্ড চোখে দেখ্‌তে পেলাম না! পথে প'ড়ে ধড়ফড় ক'রে ম'রেছে।

আমার কি হবে বাবা? আমার আর কেউ নেই। পরিবারটা মারা গিয়েছে, একটা ছেলে ছিল, ভেবেছিলাম তার বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার পাতাব। তার বিয়ের জন্যে না খেয়ে দু'কুড়ি টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম। তিন ঘণ্টার ভিতর সব ফুরিয়ে গেল বাবা! আমি আর সংসারে থাকব না বাবা! আমি আর কার জন্যে খাটব? আমায় বিদায় দিন। (কাঁদিতে লাগিল)

অন্ন। ওরে চুপ কর্, চুপ কর্। আর ব'লিসনে। আমার হাত পা কাঁপছে।

যজ্ঞে। আহা, বড়ই দুঃখের বিষয়! চুপ কর্, চুপ কর্, আর কাঁদিস্‌নে।

হারা। আমার বুক যে ফেটে যায় বাবা! আমি কি ক'রে চুপ ক'রে থাকব বাবা? আমার মস্ত যোয়ান ছেলে, আমি তাকে খাইয়ে দাইয়ে এত বড় করেছিলাম। একদিন খেটে খেতে দিইনি। জোয়ান ছেলে বাবা পথে প'ড়ে জলতেষ্টায় ছট্‌ফট্ ক'রেছে, "বাবা, বাবা" ব'লে ডাক্‌তে ডাক্‌তে প্রাণটা বার হ'য়ে গেছে। আমি একবার চোখে দেখ্‌তে পেলাম না, এক ফোঁটা জল তার মুখে দিতে পেলাম না। আমার এমনি অদৃষ্ট!

উভয়ে। আহা, কি সর্ব্বনাশ!

হারা। আমায় ছেড়ে দিন বাবা, আমি আর খাটতে পারব না। আমার আর হাতে পায়ে জোর নেই, আমি আর কা'র জন্যে খাটব? কে আমার টাকা খাবে? আমি আর চাকরী ক'রব না, বাবা। আমার সব শেষ হ'য়েছে।

যজ্ঞে। তুই থাক্। তোকে কোন কাজ ক'রতে হবে না। আমি তোকে ব'সে খেতে দেব!

হারা। না বাবা, আমার ক্ষিদে নেই। আর খেতে পারব না। আমার ছেলে নেই—আমার মুখে আর অন্ন যাবে না। আমার আর কিছুতেই দরকার নেই। রাস্তায়—রাস্তায় আমি কেঁদে বেড়াব। এই নেন বাবা—এই টাকাগুলো আপনার বাড়ী থেকে রোজগার ক'রেছিলাম। ছোঁড়াটার বিয়ে দেব ব'লে জমিয়ে রেখেছিলাম, আপনি নিয়ে খরচ করুন। আমি এ টাকা খরচ ক'র্‌তে পা'রব না বাবা। আমি চল্লাম—

( প্রস্থান )

যজ্ঞে। ওরে শোন্,—শোন্,—শোন্। এঁ্যা, সত্যি, সত্যি যে টাকা ফেলে চ'লে গেল! ক'রলে কি? কি সর্ব্বনাশ!

অন্ন। হ্যাঁগা, মোহিত আমার কেমন আছে? আমি তো আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে! ওমা ছেলের আমার কি হ'লো? ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) ও বাবা, তুমি কোথায় আছ বাবা? আমি তোমায় কত ক'রে মানুষ ক'রেছিলাম বাবা। তুমি কাঙালের ধন বাবা, তোমার কাঙালিনী মাকে একবার দেখা দিয়ে যাও বাবা।

যজ্ঞে। তাইতো, ছেলেটা ক'র্‌লে কি? লেখা পড়া শিখে যে এমন বাঁদর হয়,—তাতো জান্‌তাম না। কি যে তার দুর্ম্মতি হ'লো, কিছুতেই আমার কথা শুন্‌লে না। যদি ব'ল্‌তো,—দুদিন পরে বিয়ে ক'রব, তা হ'লেও আমি এত রাগ ক'রতাম না। আমায় একেবারে চটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লে। নেহাৎ নির্ব্বোধ! নেহাৎ নির্ব্বোধ! তুমি চুপ কর, আর কেঁদ না। আমি যেমন ক'রে পারি মোহিতের খোঁজ ক'রে দিচ্ছি। যতদিন না খোঁজ পাওয়া যায় আমি কাশী যাওয়া বন্ধ রাখ্‌লাম।

অন্ন। ওগো, এই নাও আমি সব অলঙ্কার-পত্র তোমায় খুলে দিচ্চি। তুমি এই সব বেচে দেশে দেশে লোক পাঠাও। তোমাদের একটি পয়সা খরচ ক'রতে হবেনা। তোমরা খুব সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ কর—ছেলে তোমাদের কিছু চায় না। তোমাদের কোন ভয় ক'রতে হবে না। তুমি যদি খোঁজ না কর—আমি নিজে দেশে দেশে ছেলের খোঁজ ক'রে ফিরব। আমায় মিছে ভোলাবার চেষ্টা ক'রোনা।

যজ্ঞে। না—না—তোমায় কোনখানে যেতে হবেনা। আমি এখুনি একটা ব্যবস্থা ক'রছি।

( প্রস্থান )

অন্ন। কি জানি, ভগবান আমার অদৃষ্টে কি লিখেছেন! মোহিত আমার কেমন আছে? কোথায় কোন্‌খানে অসুখ হ'য়ে প'ড়ে আছে, কে দেখ্‌ছে? রোগের যন্ত্রণায় হয়তো ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। বাছা কত যত্ন আদরে মানুষ হয়েছে, এখন কত কষ্ট পাচ্ছে। এমন লোকও হয়। সংসারটা একবারে ছারখারে দিলেন।

( কমলার প্রবেশ )

কমলা। মা, হেমদা কোলকাতায় যাচ্ছেন, দশটা টাকা দাও না, কিছু জিনিস আনতে দেবো।

অন্ন। কেন মা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রছ? তোমার কিসের অভাব মা? আমাদের আর কি আছে? সবইতো তোমাদের দিয়েছেন। আমার কাছে তোমায় হাত পাত্তে হবে কেন মা? এখন তোমাদের কাছে আমরাই হাত পা'ত্তব।

কমলা। তুমি তো খুব লোক দেখ্‌ছি! তোমার টাকা দেবার ইচ্ছে

নেই, তাই বল। মিছে গাল দাও কেন? আমার শ্বশুর বাড়ীর অনেক সম্পত্তি দেখে বিয়ে দিয়েছিলে, তাই আমার এত ঐশ্বর্য্য দেখ'ছ?

অন্ন। তোমায় বড়লোকের ঘরে বিয়ে দিতে পারিনি সত্যি, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তুমি সবই তো পেয়েছ। আমাদের আর কি আছে মা? তোমাদেরই তো সব।

কমলা। তোমার ওসব চালাকি আমি শুন্‌তে চাইনে। আমার সব হয় হ'ক। তুমি এখন আমায় দশটা টাকা দাও। ছেলেবেলায় এমনি করে তুমি এক হাঁড়ি সন্দেশ দেখিয়ে আমারই সব ব'লে ভুলে রাখ্‌তে, তার পর সবাইকে বিলিয়ে দিতে। আমি এখন আর তোমার ভোগায় ভুল্‌ছিনে।

অন্ন। কেন মা, আমায় জ্বালাতন ক'রছ? মোহিতের ভাবনায় আমি ম'রে আছি। মোহিত আমার দেশত্যাগী হ'য়ে গেছে। সর্ব্বস্ব নিয়ে তোমাদের আশা মেটেনি? এখন আমার কাছে টাকা কড়ি আছে কিনা জান্‌তে এসেছ? আমার কাছে কিছুই নেই মা। আমি কিছুই লুকিয়ে রাখিনি। আমার যে এমন দুর্দ্দশা হবে তা কখনো ভাবিনি।

কমলা। ছি! ছি! মা, তুমি ওকি কথা ব'লছ? আমরা তোমার কি নিয়েছি? বাবা আমার নামে বিষয় লিখে দিয়েছেন ব'লে তুমি এত কথা ব'লছ? তাতে কি হ'য়েছে? তোমাদের বিষয়-বাড়ী তো তোমাদেরই আছে। আমি তোমাদের বিষয় নিয়ে কি ক'রব? দু'একখানা গহনা পেলেও বা আমার ব'লে মনে হ'তো। তোমার মন তো ভাল নয় দেখ্‌ছি?

অন্ন। মা, তুমি আমার পেটে হ’য়েছ, আমার চোখে ধূলো দিতে চেষ্টা ক’রো না। আমার জন্যে আমি কিছু ভাবিনে। আমার মোহিত বেঁচে থাক্, আমার কোনই অভাব হবেনা। আমায় মা, জামাইএর ভাত খেয়ে থাক্‌তে হবে না। এই বুড়ো বামুনটাকে দেখো— তোমাদের বড় ভালবাসেন। তাঁকে যেন কোন রকম লাঞ্ছনা ভোগ ক’র্‌তে না হয়।

কমলা। ওমা! কি হবে! হ্যাঁ মা, তুমি ওকি ব’লছ? চুপ কর, চুপ কর। এ কথা শুনলে আমার যে অপরাধ হবে। বাবা আমায় আচ্ছা বিপদে ফেলেছেন দেখ্‌ছি। তোমাদের কোন জিনিসে আমি ম’লেও আর হাত দেবনা। আমার শ্বশুর বাড়ী নেই ব’লে আমার এত শাস্তি? আমায় বেঁধে মারবে ব’লে বুঝি চালচুলো না দেখে বিয়ে দিয়েছিলে? আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছে বল, আমি এ অপমান সহ্য ক’র্‌তে পা’রব না।

অন্ন। রাগ ক’রনা মা, আমি মোহিতের জন্যে ম’রে আছি। আমার কি কিছু মনের ঠিক আছে? কি বল্‌তে কি ব’লে ফেলি। যেদিন আমার মোহিত গেছে সেদিন আমার সব ফুরিয়েছে। আমার বিষয় বাড়ীতে কি দরকার! তোমরাই ভোগ কর! আমার মোহিত ফিরে আসুক, আমি আর কিছুই চাইনে। মোহিতই আমার সব।

কমলা। হ্যাঁ মা, তুমি ওসব অলক্ষুণে কথা কি ব’লছ? দাদা ফিরে আসবেন না তো যাবেন কোথা? দুদিন রাগ ক’রে গেছেন, আবার রাগ প’ড়লে চ’লে আস্‌বেন। আমার মত তাঁর তো হাত পা বাধা নয়,—তোমরা যা ব’লবে তাই স’য়ে থাক্‌বেন।

অন্ন। তাই বল মা, তাই বল। মোহিত আমার ফিরে আসুক। তুমি আমার সোনা মেয়ে। তুমিত স্বাধীন নও মা, তুমি কি ক'রবে? এই জগৎই এত কাণ্ড ক'রলে। তুমি তাকে কোন কথা ব'লো না মা। সেতো পেটের ছেলে নয়,—সে আমার কথা সহ্য ক'রবে কেন? মোহিতের একবার খোঁজ পেলে আমি আর এখানে থাকচিনে।

কমলা। কি ক'রেছেন তাতো আমি কিছুই জানিনে। আমি তাকে গিয়ে ব'লছি, যেন কোন বিষয়ে আর কথা না কন। পরের কথায় থাকবার দরকার কি? তোমরা পর, তাতো ভাবেন না? এখন থেকে তাঁকে সাবধান ক'রে দেব।

অন্ন। না, মা, তুমি কোন কথা ব'লো না। যা হ'বার তাতো হ'য়েছে। জগৎ লোক ভাল নয়,—কখন কি অপমান ক'রে ব'সবে। আমাদের এখন কোন ক্ষমতা নেই—মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হবে। জামাইকে দিয়ে আর গাল খাইও না। যা ব'লতে হয়, তুমিই বল।

কমলা। হ্যাঁ মা, তাঁর কি ক্ষমতা তোমাদের কোন কথা বলেন? তুমি কেন এমন মনে ভাবছ? তাঁর কি ক্রটি হ'লো আমায় বল?

অন্ন। আর কি ব'লব মা! তিনি সর্ব্বস্ব খুইয়ে ব'সে আছেন, আমাদের এখন চুপ ক'রে থাকাই ভাল। বলবার মুখ কি রেখেছেন?

কমলা। বুঝতে পেরেছি; এই বিষয় লিখে দেওয়াতেই যত গোল বেঁধেছে। আমি গিয়ে ব'লছি, দানপত্রখানা যেন এখুনি বাবাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর যেন তোমাদের কোন জিনিসে হাত না দেন। পরের বাড়ীতে থাকলে একদিন না একদিন

অপমানিত হ'তেই হয়। এখানে না থাকলে তো কেউ তাঁকে দুষ্তে পা'রত না।

অন্ন। না, মা, তুমি রাগ ক'রোনা। তুমি এখনো ছেলে মানুষ,—লোক চেন না। তোমার কোন কথায় দরকার নেই। তোমার উপর রাগ ক'রলেও আমাদের ক্ষতি।

কমলা। না মা, আমি এসব গোলমাল ভালবাসিনে। বাবা রাগ ক'রে আমার নামে বিষয় লিখে দিলেন, তিনি কি ক'রবেন? তাঁকে বল্লেই দানপত্র ফিরিয়ে দেবেন। এ তো সামান্য কথা। এর জন্যই এত? তোমার টাকা আর চাইনে, আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)

অন্ন। কি জানি, আমার অদৃষ্টে আবার কি আছে! সংসারটা এমন ক'রেও ভাসাতে হয়! একেবারে ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি মারলেন! লোকের এমন দুর্ম্মতিও হয়? আমায় শুদ্ধ একবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন না। রাতারাতি একেবারে বলিরাজা হ'য়ে প'ড়লেন। আমার কিছুতেই দরকার নেই। যাক্ সব চুলোয় যাক্। আমার মোহিতকে পেলেই হয়।

(প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বহির্বাটীর কক্ষ

জগৎ ও গঙ্গাধর

জগৎ। এর মানে কি আমি বুঝ্‌তে পারিনে। প্রথমে ঠিক হ'লো ১০ই কাশী যাবেন, তারপরে বল্লেন ১৫ই যাবেন—এখন আবার ব'লছেন দিনকতক পরে। বার বার জিনিসপত্র কিনে লোকসান করানোর মানে কি? কোনপ্রকারে আমায় জব্দ করা। বিষয়ের আয় তো ভারি! সংসারের খরচ কুলায় না। ধার ক'রে আমায় সংসার চালাতে হ'চ্ছে। এর উপর তাঁর ফরমাস্—এ নিয়ে এস, তা নিয়ে এস। কোথেকে আমি যোগাই তার ঠিক নেই। যখন নিজের হাতে বিষয় ছিল, তখন কত বুঝে চ'লতেন। এখন যাতে তাতে গুচ্ছের খরচ করিয়ে দিতে পারলেই হ'লো। এক ভুয়ো বিষয় হাতে দিয়ে আমায় দেউলে ক'রবেন্ দেখ্‌ছি। দেখুন মামা, শ্বশুর ম'শায় আপনার যথেষ্ট খাতির করেন। আপনি তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন, এরকম অস্থির চিত্ত ভাল নয়। আমি দেখতে পাই তিনি ব'সে ব'সে আপন মনে কি ভাবেন। ভাব্‌বার তো কিছু নেই। বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ ক'রেছেন, কাশীতে গিয়ে বাস ক'রবেন স্থির ক'রেছেন; ঝঞ্ঝাট তো সব চুকেই গেছে। দেখুন, আমি হাজার আপনার হ'লেও—জামাই। আমি ব'ল্লে তিনি মনে

খারাপ ভাব্‌তে পারেন। আপনি বুঝিয়ে ব'ল্লে তিনি মনে কিছু ক'রবেন না।

গঙ্গা। বাবা, আমায় কি বেশী ক'রে ব'ল্‌তে হবে? আমি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে পয়পয় মনে ক'রিয়ে দিচ্ছি—যখন সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েছেন আর সংসারে মায়া কেন? সংসার কি রকম তা' তো বুঝতে পেরেছেন—নিজের ছেলে পর্য্যন্ত আপনার হয় না—পর তো দূরের কথা! কাশীধামে গিয়ে থাকবেন, নির্ভাবনায় দিন কাটাবেন, মাসে মাসে মাসহারা পৌঁছিবে। প্রাতঃকালে উঠে গঙ্গাস্নান, আহারাদি করে নিদ্রা, সন্ধ্যাবেলায় দেবালয়ে আরতি দর্শন। তাঁর মত কত লোক সেখানে "ম'রব" ব'লে ব'সে আছে। তাদের মরণ-ডাক শুনে নিজেরও ম'রতে ইচ্ছা হবে। তিনি আমার কথায় কেবল চোটে উঠেন, স্পষ্ট করে কোন কথা বলেন না।

জগৎ। তাঁর যা মেজাজ হয়েছে তাঁকে কোন কথা বলাই বিপদ—চোটেই আছেন। দেখ্‌চেন লোকে আমায় কত খাতির করে। তার আমলে বাড়ীতে কয়টা লোক আ'সত? এখন গ্রামের গণ্যমান্য সকলেই আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন। তাঁর কেউ দিক মাড়ায় না।

গঙ্গা। তুমি এক লোক! যার সঙ্গে যেমন ব্যবহার ক'রতে হয় তুমি ঠিক জান। যে ডাক্তার তার চিকিৎসার প্রশংসা কর, যে নিজেকে গ্রামের প্রধান ভাবে তার আধিপত্যের কথা বল, যে শিক্ষক তার পাণ্ডিত্যের গুণপনা কর। যে কোন বিষয়ের প্রার্থী হ'য়ে আসে তাকে কিছু না দিলেও তাকে আশা দাও—কাজেই লোকে তোমার এত বাধ্য। আর তুমি দুবেলা যে চা—তামাকের ব্যবস্থা ক'রেছ,

আমার ভয় হয়, ভিন্ন গ্রামের লোক যদি টের পায় আমাদের ভাগ বসাবে। আমাদের গ্রামের এই রকম একজন মজ্‌লিসী লোকের বড়ই অভাব ছিল। একটা জায়গা ছিল না দুদণ্ড বসি। ষষ্ঠীতলায় ব'সে দিন কাটাতে হ'তো। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে লোকে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ঢুকত। এখন এক জায়গায় দশটা মাথা দেখে প্রাণ বাঁচল। দু'টো কথা ক'য়ে বাঁচলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর বাবুর বিষয়-সম্পত্তি ভোগ কর বাবা—এই আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

জগৎ। আমার তো ইচ্ছা, আপনার মত দশ জন ভদ্রলোক নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি। মধ্যে মধ্যে ভাল ক'রে আপনাদের খাওয়াই, কিন্তু কি ক'রব—শ্বশুর মশায়ের ভয়ে পেরে উঠিনে। তিনি মোটে লোক দেখ্‌তে পারেন না।

গঙ্গা। কিছু ভেব না বাবা। যজ্ঞেশ্বর বাবুর এখন মাজা ভেঙে গেছে—তাঁর ফোঁসফোঁসানি বৃথা! গ্রাম থেকে ক্রিয়া-কর্ম্ম এক প্রকার উঠেই গেছে। এহেন বৈশাখ মাসটা গেল—এক ফোঁটা ডাবের জল মুখে প'ড়ল না। ছেলেবেলায় কত ডাব পৈতা লোকে দিতে আ'সত। একদিন বাড়ীর ভাত খেতে হয়নি। এখন লোকে ব্রত ক'রলে, আপনার লোককে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করে। আমার কেউ নেই—কেউ বলেও না। তুমি যদি বড় রকম একটা ভোজ দিতে পার, দেখবে তোমার কি সুখ্যাতি হয়।

জগৎ। সব ক'রব, আপনাকে ব'লতে হবে না। শ্বশুরমশায় যান, তার পর দেখতে পাবেন। দেখুন মামা, আপনি তো ব'সেই আছেন। আমি ব'লছিলাম কি, আপনি যদি দিনকতক শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে কাশী যেতেন, তাহ'লে আপনারও কাশী দর্শন হ'য়ে যেতো, শ্বশুর

মহাশয়ও একজন সঙ্গী পেতেন। আমার বোধ হ'চ্ছে, তিনি একলা বিদেশে যেতে ভয় পাচ্ছেন। আপনি যদি সঙ্গে যান, আপনার সব খরচ আমি দিই।

গঙ্গা। এই তো বাবা, বেসুরা হয়ে গেল। আমার কি ঘরের বার হবার উপায় আছে? বাড়ীতে ওরা এক রাত্রি একলা থাকতে পারে না—এত ভয়। আমি যদি বিদেশে যেতে পা'রতাম আমার কি এই দুর্দ্দশা হয়? একটা না একটা চাকরী যোগাড় ক'রে নিতে পা'রতাম। আমায় ও অনুরোধটা ক'রো না। আমি বরঞ্চ যজ্ঞেশ্বর বাবুকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

জগৎ। আপনার যদি সুবিধা না হয় আপনি যাবেন না। আপনি গেলে আমাদের আসরও কাণা হ'য়ে যাবে।

( কৈলাসের প্রবেশ )

কৈলাস। জামাইবাবু—

গঙ্গা। চোপ্!

কৈলাস। আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু—

গঙ্গা। চোপ!

কৈলাস। আজ্ঞে চুপ ক'রব কেন?

গঙ্গা। চুপ ক'রবে কেন? তুমি বল্লে কি?

কৈলাস। আজ্ঞে, আমি তো কিছুই বলিনি। আমি জামাইবাবুকে—

গঙ্গা। ফের্ জামাইবাবু ব'লছ! তোমার বয়স হ'লো কত?

কৈলাস। আজ্ঞে দু'কুড়ি।

গঙ্গা। আরও এক কুড়ি হ'কৃ তখন বুঝতে পারবে। জগৎবাবু কি

এখন জামাইবাবু আছেন—এখন ইনিই কর্ত্তাবাবু। তোমার কর্ত্তাবাবু এখন জামাইবাবু। এঁকে কর্ত্তাবাবু ব'লে ডাকবে।

কৈলাস। আজ্ঞে, তাই না হয় ব'লব।

গঙ্গা। না হয় কি? তাই ব'লবে।

জগৎ। আচ্ছা থাক্—কি ব'লতে চাও?

কৈলাস। আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই উনি ব'লে পাঠালেন, দাদাবাবুর প'ড়বার ঘরে চাবী দিয়ে রাখতে। অনেক বই আছে, কেউ যদি নিয়ে যায়।

জগৎ। কথা দেখ,—কে নিয়ে যাবে? শুনচেন? আমার কাছে কি সব চোর ডাকাত আসে?

গঙ্গা। ছেলেই যদি ত্যাগ ক'রলেন তার বই তুলে রেখে কি ক'রবেন?

জগৎ। তাঁকে বলগে—আমি সব বই একটা বাক্সে বন্ধ ক'রে তাঁর সঙ্গে দিচ্ছি, তিনি সঙ্গে নিয়ে যান্।

কৈলাস। আজ্ঞে, আমি তাই গিয়ে ব'লছি।—আর ব'লতে ব'ল্লেন—তাঁর শোবার ঘরের দুখান বরগা বদলাতে হবে। সামনে বর্ষা আসছে, মিস্ত্রী ডাকিয়ে যেন শীগ্‌গির বদলান হয়।

জগৎ। বুঝতে পেরেছি। তাঁকে বলগে, তিনি তো বর্ষাকাল পর্য্যন্ত থাকচেন না, আমি সময় মত ব'দলে নেবো।

কৈলাস। আজ্ঞে, আমি তাই ব'লছি।

(প্রস্থান)

গঙ্গা। উপর পানে তাকিয়ে ভাবেন কিনা তাই বরগার পানে নজর প'ড়েছে।

জগৎ। বুঝেছেন মামা, শ্বশুরমশায় এখন নোড়ছেন না। আমায় অনেক

দিন ভোগাবেন। নামমাত্র সব ত্যাগ ক'রেছেন। মন থেকে কিছুই ছাড়্‌তে পারেননি। আপনি যান, তাঁকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন, কাশীবাসী হবেন স্থির ক'রে আর অন্যমত ক'র্‌তে নেই—তা'তে মহাপাপ হয়।

গঙ্গা। আমি যাচ্ছি বাবা, তাঁকে খুব ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লছি। ওর মাকে তীরস্থ ক'রে এই রকম বিপদে প'ড়েছিলাম—ম'রতে আর চান্ না। তিন রাত্রি পৌষ মাসের কন্‌কনে শীতে গঙ্গার ধারে তাঁকে নিয়ে জাগতে হ'য়েছিল। তার পরে ম'লেন। কিছু ভেব না বাবা, তিনি না গিয়ে আর ক'রছেন কি? তুমি জায়গা জোড়া ক'রে ব'সে থাক। যাচ্ছি, আমি গিয়ে ব'লছি।

(গঙ্গাধরের প্রস্থান।)

জগৎ। ব্যাপার ভাল বোধ হচ্ছে না। আজ যাই, কাল যাই, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ব'লে ব'সবেন—"আর যাব না, আমার বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও"। লিখে দিলে হবে কি? বেনামী ব'লে সাব্যস্ত ক'র্‌তে কতক্ষণ! এখন থেকে দখল ক'রে ব'সতে হ'বে। আর চক্ষুলজ্জা ক'রলে চ'লছে না। আমার বাপ-খুড়ো নয় যে খাতির ক'রে চ'লব। আমার সঙ্গে সম্বন্ধ নেবার। আমার যা প্রাপ্য তা পেয়েছি। এখন নরম হ'লে সব হাতছাড়া হ'য়ে যাবে।

(প্রস্থান)

## তৃতীয় দৃশ্য

### শশধরের বাটীর সম্মুখস্থ বটবৃক্ষতল

**শশধর ও যজ্ঞেশ্বর**

শশ। একি! অপনি এখানে দাঁড়িয়ে! আস্থন্ আস্থন্, ভিতরে আস্থন্।

যজ্ঞে। থাক্, থাক্, তোমায় এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ব'লে এসেছি।

শশ। আমায় ডেকে পাঠালেই হ'তো। আপনার নিজে আসবার কি দরকার ছিল? আমি তো আপনার আজ্ঞাধীন।

যজ্ঞে। কি জান বাবা, আজকাল লোকজনের আর তেমন সুবিধা নেই। হারাটা চ'লে গেছে। আর সব লোক জগতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কারেই বা পাঠাই—নিজেই এলাম্। তবু তো একটু বেড়ান হবে। বাড়ীতে ব'সে থাকতে আর ভাল লাগে না।

শশ। কি জিজ্ঞাসা ক'রতে চান্ বলুন?

যজ্ঞে। দেখ বাবা, 'বাড়ীতে ছেলেটার জন্মে বড়ই কাতর হ'য়েছেন। এমন লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, যাবার সময় তাঁকে একবার দেখা দিয়েও যায় নি।

শশ। তা আর হবেন না, হাজার হ'ক মা।

যজ্ঞে। হুঁ, বড়ই কাতর হ'য়েছেন। তুমি মোহিতের কোন সংবাদ পাওনি?

শশ। আমি কি ক'রে সংবাদ পাব? নিজের বাপমাকে সংবাদ না দিয়ে সে কি আমায় সংবাদ দেবে?

যজ্ঞে। হুঁ। তুমি তাহলে তার কোন সংবাদ ব'লতে পার না? সে যে কাশ্মীরে কোন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাবে বলেছিল?

শশ। হাঁ, তার নাম অজিত। কলিকাতায় গিয়ে প্রথমেই তার সঙ্গে আমি দেখা করি; সে বল্লে, তার কাছে সে যায়নি।

যজ্ঞে। তোমাদের আর আর বন্ধুর কাছে খবর নিলে হ'তো না?

শশ। আমি কি খোজ ক'রতে কোনখানে বাকি রেখেছি? যার সঙ্গে সামান্য আলাপও ছিল তার কাছেও গিয়ে জেনেছি,—কেউ তার সংবাদ ব'লতে পারে না।

যজ্ঞে। তাইতো, তবে কোথায় গেল? কোন বিপদ ঘটেনি তো?

শশ। আশ্চর্য্য কি! অবেলায় বাড়ী থেকে বার হ'য়েছে,—তার যাবার পরই ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সে প'ড়েছিল। বিপদ সহজেই ঘট্‌তে পারে। এমন দুর্দ্দিনে তাকে কখন প'ড়তে হয়নি।

যজ্ঞে। তাইতো। এমন লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আমার কথা কিছুতেই শুন্‌লে না। এই তো বাপু তোমরাও আছ, তোমাদের নিয়ে তোমাদের বাপ-মার এত ভুগতে হয় না।

শশ। সকলই অদৃষ্টের ফের। আমার বাপ-মা আবার আমি মোহিতের মত হ'তে পারিনি ব'লে ধিক্কার দেন। বড়ই দুঃখের বিষয় মোহিত আপনাদের স্নেহ-ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত হ'লো। তার মত গুণবান ছেলে আমাদের দেশে ক'জন আছে? এমন লোক নেই যে তার জন্য না চোখের জল ফেল্‌ছে।

যজ্ঞে। যাক্,—এখন তার খোঁজ পাওয়া যায় কি ক'রে বল দেখি? সেকি আর এ দেশে আসবে না?

শশ। কি জন্য আর আসবে? দেশে বিষয়-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন থাকলে লোকে দেশে আসে, আপনারা যখন তাকে ত্যাগ করেছেন, সে আর কি সম্বন্ধে দেশে আসবে? তার কি আত্ম-সম্মানবোধ নেই?

যজ্ঞে। হুঁ।—ত্যাগ তো করেছি। আমার কথায় সে অবাধ্য হ'লো, আমি কি ক'রব বল? সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে, আমার কি দোষ?

শশ। তা হ'লে তো সব চুকেই গেছে। তাহ'লে সে নিজের দোষের ফল ভোগ করুক। আর খোঁজ-তল্লাস ক'রে কি হবে?

যজ্ঞে। সে বেঁচে আছে কিনা এইটে জান্‌তে চাই।

শশ। মনে তো অনেক প্রকার আশঙ্কা হয়।

যজ্ঞে। কিছু শুনেছ নাকি? আমায় কোন কথা লুকাচ্ছ না তো?

শশ। আপনাকে কি জন্য লুকাবো? আপনি যখন তার মায়া-মমতা ত্যাগ ক'রেছেন, তাকে কষ্ট দেবেন ব'লেই তাকে আপনাদের ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, তার কোন অশুভ ঘটলে আপনাকে জানাতে ভয় কি?

যজ্ঞে। হুঁ। তবে সে গেল কোথা?

শশ। বিষম ভাবনার কথা। আমার মনে তো বড়ই আশঙ্কা হয়। একদণ্ড আমি সুস্থির হয়ে থাকতে পারিনে। নিদ্রা যাই—কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে পড়ি। মোহিত যেন মাঠে প'ড়ে রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে, আমায় সাহায্যের জন্যে ডাকছে। এসব দুঃস্বপ্নের মানে কি আমি বুঝ্‌তে পারিনে।

যজ্ঞে। হাঁদ্ দেখ বাবা, আমি মোহিতকে ত্যাগ ক'রেছি সত্যি, বাড়ী থেকে বা'র করে দিয়েছি তাও সত্যি, কিন্তু তবুও সে আমার ছেলে। তাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি। আমার চোখের সামনে সে দিন দিন বেড়ে এত বড় হয়েছে। সে আছে কি নেই, আমি এইটে জান্‌তে চাই। তুমি যদি তার কোন সংবাদ জান তো বল। আমার কাছে লুকিও না।

শশ। আপনার কাছে মিথ্যা কথা ব'ল্‌ব কেন? আমি তার কোন সংবাদই পাইনি।

যজ্ঞে। তোমায় তো ছেলের মতনই দেখি, তোমায় ব'ল্‌তে দোষ কি? আমার বয়স হয়েছে, আমি আর ছুটোছুটী ক'র্‌তে পারিনে। লোক-গুলো হয়েছে লক্ষ্মীছাড়া—কোন বেটাই কথা শোনে না। জগৎ বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত। তোমায় সে বড় ভালবাসত, তুমি যদি বাবা, একটু উদ্যোগী হ'য়ে তার আর একবার খোঁজ ক'রে দেখ। বাড়ীতে বড়ই কাতর হয়েছেন।

শশ। বিলক্ষণ! আপনি ব'লবেন তবে আমি খোঁজ ক'রব? মোহিতের চেয়ে আমার আপনার কে আছে? যেদিন মোহিত গেছে সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যেন একদিন ব'লে বোধ হয়। সর্ব্বদাই মোহিতের চিন্তায় আছি। খেতে ব'সে মোহিতের কথা মনে করে উঠে পড়ি। লোকের সঙ্গে মোহিতের কথা ব'লতে ব'লতে কেঁদে ফেলি। আমি কি আর কোন খোঁজ ক'র্‌তে ত্রুটি ক'র্‌ছি? দু'একজন লোকের এখনো জবাব পাইনি। আর ২।৪ দিন দেখে একেবারে বার হ'ব, যদি মোহিতের দেখা না পাই, এদেশে আর ফিরব না।

যজ্ঞে। বেশ বাবা, বেশ! আমিও তাই ভেবে তোমার কাছে এসেছি।

তুমি কি চুপ ক'রে থাকতে পার? হ্যাদ্ দেখ, বাড়ীতে উনি বড়ই কাতর হয়েছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, একেবারে জেদ করে ব'সেছেন নিজে খুঁজতে বার হবেন। তুমি যদি একবার গিয়ে তাকে কোন রকমে বুঝিয়ে আসতে পার। তুমি নিজে খোঁজ ক'রছ জানলে তিনি একটু শান্ত হবেন।

শশ। মোহিত এখানে নেই, আপনাদের বাড়ী যেতে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়। আপনি মাকে ব'লবেন, আমি খোঁজ তল্লাশ ক'রতে কোন ত্রুটি ক'রছিনে। মোহিতের সংবাদ পেলেই আপনাদের ব'লে আসব। আপনিও মোহিতের জন্যে কাতর হয়েছেন দেখে আমার মনে দ্বিগুণ উৎসাহ হ'ল।

যজ্ঞে। না—না—তুমি এখুনি একবার গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে এস। তোমার কথা শুন্‌লে তিনি অনেকটা শান্ত হবেন। হ্যাদ্ দেখ, আমার কথায় আর বিশ্বাস করেন না।

শশ। আচ্ছা, আপনি ব'লছেন আমি যাচ্ছি।

যজ্ঞে। হাঁ, বাবা, তুমি একবার এখুনি দেখা ক'রে এস। আমি এইখানে একটু ব'সি। আজ ভয়ানক গুমট্ ক'রছে; প্রাণটা যেন হাঁসফাঁস ক'রছে।

শশ। কেন এখানে ব'সবেন, বাড়ীর ভিতরে চলুন? অন্ধকার হয়ে আসছে, এখানে ব'সে থাকা কি আপনার ভাল দেখায়?

যজ্ঞে। বেশ দেখায় বাবা, বেশ দেখায়। তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি এখানে বেশ আছি! আমার এ স্থানটী বড় ভাল বোধ হচ্ছে। তুমি যাও।

শশ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

যজ্ঞে। ছোক্‌রা গেল—কোথায় গেল? যদি কাউকে ব'লে যেতো, তা হ'লেও হ'ত। এমন নির্ব্বোধ ছেলে তো কারও দেখিনি! এত লেখাপড়া শিখে এই হ'লো! বেঁচে থাকে তবেই তো! চিরকাল আমার কাছে যত্ন আদরে ছিল, কখনো কোন কষ্ট পেতে হয়নি, এখন কোন মাঠে ঘাটে প'ড়ে আছে আর কি! প্রাণে বেঁচে থাকলে হয়!

( গঙ্গাধরের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ )

গীত

সাধনারি ধন দিনু বিসর্জ্জন এখন কি সাধ করি?
আশা নাই প্রাণে বাঁচিব কেমনে আকাশেরি চাঁদ ধরি।
এতদিন পরে ছুটেছে স্বপন, জগতেরি মায়া জলেরি লিখন;
কেহ কার' নয়, সবাই আপন, মিছে ভাবনায় মরি।
এবারের মত এই সারা হ'লো, ভাঙ্গিয়া গড়িলে হ'বেনাক ভাল,
যতদিন ছিল কপালে লিখন ব্যাগার খাটিয়া মরি॥

এই যে আপনি দেখ্‌ছি এখানে! আমি যে আপনাকে বাড়ীতে তল্লাশ ক'র্‌ছিলাম। আপনি ইতিমধ্যেই গাছ তলায় আশ্রয় নিয়েছেন?

যজ্ঞে। শশধরের কাছে একটু দরকার ছিল, এসেছিলাম। এ জায়গাটা বড় ভাল বোধ হ'ল, তাই এখানে একটু ব'সে আছি।

গঙ্গা। বেশ, কেমন দেহটা বেশ খোলসা বোধ ক'র্‌চেন তো?

যজ্ঞে। কিসে?

গঙ্গা। এত বড় বিষয়ের ভারটা নেমে গেছে, শরীরটা একটু হাল্‌কা বোধ হচ্ছে না ?

যজ্ঞে। হ্যাঁ, এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়েছি বই কি ?

গঙ্গা। তা বেশ। এখন কবে কাশী যাচ্ছেন বলুন।

যজ্ঞে। কেন, আপনি যেতে চান নাকি ?

গঙ্গা। রাম ! আমি সংসারে পাপও করিনি, মুক্তিরও আমার দরকার নেই ; আপনার দরকার হ'য়ে পড়েছে—আপনি আর দেরী ক'রবেন না।

যজ্ঞে। আপনার রহস্য রেখে দিন।

গঙ্গা। এর ভিতর রহস্যের কথা তো কিছুই নেই। আপনি বুঝতে পা'রছেন না তাই। আপনাকে শীঘ্রই কাশী যেতে হ'চ্ছে।

যজ্ঞে। আমার যখন ইচ্ছা হয় যাব।

গঙ্গা। উঁহু, তা বল্লে তো হচ্চে না। একবার যখন সংসারের মায়া ত্যাগ ক'রেছেন, আবার এ সংসারে থাকেন কেন ? বেশীদিন এ সংসারে থাক্‌লে ফের সংসারে আঁট বেধে যাবে। তখন মহাবিপদে প'ড়বেন।

যজ্ঞে। আপনাকে তা ভাব্‌তে হবে না।

গঙ্গা। আমার ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই। আপনি থাকলে আমার ক্ষতি নেই, গেলেও এমন কোন লাভ নেই। আপনার জন্যে আপনার জামাইবাবাজী বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছেন। আপনি কাশী যেতে বিলম্ব ক'রছেন দেখে তাঁর কলিজার রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে—পাছে আপনি আবার সংসারে লিপ্ত হ'য়ে পড়েন। জগৎবাবু আপনার পরম হিতৈষী ; আপনার পরকালের দিকে চেয়ে আছেন। এমন জামাই আর কারও হয় না। সাক্ষাৎ কল্কী-অবতার।

যজ্ঞে। কবে যেতে পা'রব তাতো বুঝতে পারছিনে। ছোঁড়াটার জন্যে

বাড়ীতে বড্ড কাতর হ'য়েছে। তার একটা সংবাদ না পেলে কোনখানে বেরোন হবেনা। দেখুন, সংসার ত্যাগ ক'রলাম মনে তো ক'রেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি, মানুষ ইচ্ছা ক'রলেও সব কাজ পেরে ওঠে না।

গঙ্গা। এই তো গোল বাধালেন!

যজ্ঞে। আমার যখন ইচ্ছা হবে যাব—না হয় যাব না। আমার জন্যে কাউকে ব্যস্ত হ'তে হবে না।

গঙ্গা। তা হ'লেই হ'য়েছে। আপনি যাবেন ব'লে জগৎবাবু সব যোগাড় ক'রে ব'সে আছেন। কাশীতে বাড়ী ভাড়া ক'রেছেন। এমন কি, আপনি গেলে মস্ত একটা ভোজ হবে তারও বন্দোবস্ত হয়ে আছে; আপনি সব উলটে দেবেন?

যজ্ঞে। না—এখন আর আমার যাওয়া হবে না।

গঙ্গা। জগৎবাবু কি তাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন? আপনি অবস্থাটা বুঝে দেখুন দেখি? কাউকে যদি গঙ্গা যাত্রা করা যায়, তার যদি ম'রতে বিলম্ব হয়, মনে কত বিরক্তি জন্মায় ভাবুন দেখি?

যজ্ঞে। আমি না গেলে জগৎ অসন্তুষ্ট হবে আপনি কি ক'রে জানলেন? এ সব কথা আপনার বলা অন্যায়। আমি কারও সন্তোষ অসন্তোষের ধার ধারিনে।

গঙ্গা। কিছু কিছু জানি ব'লেই ব'লছি। আগে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে লোকে মিত্রতা ক'রত; এখনকার দিনে লোকে বিয়ে দিয়ে শত্রু বৃদ্ধি করে। সাবধান, যজ্ঞেশ্বরবাবু! জামাই উপদেবতাকে চটাবেন না। আরও যদি কিছু থাকে, দিয়ে থুয়ে স'রে পড়ুন। নইলে ব্যাপার গুরুতর।

যজ্ঞে। আমায় ভয় দেখাতে হবে না। আমারই খেয়ে পো'রে সবাই আছে—আমি কারও ভরসা রাখিনে।

গঙ্গা। তা হ'লেই মোক্ষ ফল সন্নিকটে দেখ্‌ছি।

( শশধরের প্রবেশ )

যজ্ঞে। এই যে শশধর, এত শীগ্‌গির চ'লে এলে কেন ?

শশ। মার সঙ্গে দেখা হ'লো না।

যজ্ঞে। কেন ? তিনি কোথায় গেলেন ?

শশ। আমি বাড়ীর ভিতর যাচ্ছিলাম, জগৎ গিয়ে আমায় মানা ক'রলে। ব'ল্লে,—মেয়েছেলের বাড়ী, মোহিত নেই, কার সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে ? আমি মনের দুঃখে কোন কথা না ব'লে চ'লে এলাম।

যজ্ঞে। সেকি ? তুমি বাড়ীর ছেলে, দুবেলা আমার বাড়ীতে যেতে, জগৎ তোমায় মানা ক'রলে ? এর মানে কি ? জগৎ পাগল হয়েছে নাকি ?

শশ। যাক্‌, আর কথায় দরকার নেই। মোহিতের সঙ্গে আমার আপনাদের বাড়ীর সম্বন্ধ চুকে গেছে। আপনি মাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লবেন, আমি মোহিতের যথেষ্ট খোঁজ ক'রছি—সংবাদ পাবা মাত্র আপনাদের ব'লে পাঠাব।

যজ্ঞে। কি অন্যায়! তোমায় এমন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে ? সেকি তোমায় চেনে না ? সেকি জানেনা তুমি মোহিতের পরম বন্ধু ? চিরকাল তোমাকে আমরা ছেলের মত দেখে আসছি ? কি সাহসে সে তোমায় বাড়ীতে যেতে মানা করে ? গ্রামের যত বদমাইস লোক গুলোকে জড় ক'রে বাড়ীতে জটলা ক'রছে। আমার সাড়া পেলে

সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ হ'ত, এখন আমায় কেউ গ্রাহ্য করে না। তার দুর্ব্বুদ্ধি হ'য়েছে দেখ্‌চি! অনেক বিষয়ে তার আমি অন্যায় ব্যবহার দেখ্‌তে পেয়েছি। নিতান্ত দয়ার পাত্র ব'লে কোন কথা বলিনি। এস দেখি, তুমি আমার সঙ্গে এস, কে তোমায় মানা ক'রে দেখ্‌ছি।

শশ। যাক্, এ নিয়ে আর বিবাদ ক'রে কি হবে? আমি মোহিতের বন্ধু ব'লেই আমার উপর তার এত আক্রোশ। আমার সঙ্গে রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে সে কথা পর্য্যন্ত বলে না।

যজ্ঞে। এসব কি ব্যাপার! আমি এসব পছন্দ করিনে। আমার সন্তানকে আমি তিরস্কার ক'রতে পারি, দণ্ড দিতে পারি, তাতে তার কি? মোহিতের বন্ধু বলে সে কেন তোমার উপর রাগ করে? আমায় কাশী পাঠাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত। আমায় তাড়াতে পারলেই বাঁচে। আমার দয়াতেই সে প্রতিপালিত, সে ভুলে গেছে। দাঁড়াও, আমি তাকে সোজা ক'রছি।

গঙ্গা। যজ্ঞেশ্বরবাবু সাবধান! জগৎবাবু এখন আপনার জামাই বাবু নয়, এখন কর্ত্তাবাবু! আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। খাল কেটে জল এনেছেন, এখন তোড় সামলান দায়। একেই সে আপনার শীঘ্র মুক্তির উপায় খুঁজছে। আপনি আর উস্‌কে দেবেন না।

যজ্ঞে। জানেন, আমার একমাত্র পুত্র, আমার একটা কথার অবাধ্য হ'য়েছিল ব'লে আমি তাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছি? আমি কারও অন্যায় সহ্য ক'রব না। আমার খেয়ে সে জীবন ধারণ ক'রছে, তার মনে নেই?

গঙ্গা। যখন আপনার বাড়ী ছিল তখন ছেলেকে বাড়ী থেকে বার

ক'রেছেন, এখন যে বিষয়-বাড়ী সব জগৎবাবুর। এখন ও কথা বল্লে আপনাকে শীঘ্র তল্পী বাঁধতে হবে।

যজ্ঞে। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি বেশী ব'কবেন না—চুপ ক'রে থাকুন। এস বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস। কে তোমায় মানা করে, আমি দেখ্‌ছি।

শশ। আজ্ঞে আজ থাক্, রাত হ'য়েছে। আপনি এখন বাড়ী যান্। জগৎকে কোন কথা বলবার দরকার নেই। আমি কাল এক সময়ে আপনাদের বাড়ী যাব।

যজ্ঞে। আচ্ছা, তুমি তাহলে কাল অতি অবশ্য অবশ্য যেও। জগতের কথায় কিছু মনে ক'রো না। সে কোথাকার কে? আমি তাহলে এখন চল্লাম।

শশ। যে আজ্ঞে।

(যজ্ঞেশ্বরের প্রস্থান)

গঙ্গা। আমার উপর রাগ ক'র্‌লে হবে কি? এদিকে কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। কি রকম বাবা, কি রকম বু'ঝছ বল দেখি?

শশ। আর বুঝব কি। সব হাত-ছাড়া ক'রে ফেলেছেন, এখন মুখ সাপট ক'রলে হবে কি?

গঙ্গা। জগৎ এখন কেমন জায়গা জোড়া ক'রে ব'সেছে? তাকে নড়ায় কার সাধ্য? বাবা! দরজায় যে দুই দ্বারবান মোতায়েন ক'রে রেখেছে, আমার বাড়ীতে ঢুক্‌তে ভয় করে। কপালে থাকলে চাল ফুঁড়ে টাকা পড়ে। আমি যখনি জগৎকে দেখ্‌তাম, আমার মনে হ'ত, সে নিশ্চয় একটা বড় লোক হবে। তার কপালখানা কত চওড়া দেখেছ?

শশ। রোকের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেল্লেন, এখন নিজের ভ্রম বুঝতে পারছেন। মোহিতের জন্য বিশেষ কাতর দেখ্লাম।

গঙ্গা। এখন কাতর হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি? তাকে তো পার ক'রেছেন। মোহিতের জন্যে বড় কষ্ট হয়। সে আমার বড় অনুগত ছিল। তার একটা খোঁজ ক'র্‌তে পারলে না?

শশ। এত অনুসন্ধান ক'রলাম, কোন সংবাদই তো পাইনে।

গঙ্গা। খোঁজ, খোঁজ, পাবে বইকি। সে যাবে কোথা। তুমি হ'লে তার পরম বন্ধু, সাধ্য পক্ষে তোমার ত্রুটি করা উচিৎ নয়।

শশ। দেখুন, আমি একলা, কত দিকে যাই। আর আমার মন এত অস্থির হয়েছে, কোন স্থানে ভাল ক'রে অনুসন্ধানও ক'র্‌তে পারিনে। আপনাকে পথখরচ দিচ্চি, আপনি কিছুদিন ঘুরে আস্‌তে পারেন না?

গঙ্গা। তাতো খুব পা'রতাম। বসেই তো আছি। তোমাদের কাজে যাব তার আর কথা কি আছে? পরোপকার পরম-ধর্ম্ম। তবে কি জান বাবা, আমার মাতাঠাকুরাণী মাথায় হাত দিয়ে ব'লে গেছেন, "বাবা গঙ্গাধর, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, জ্যৈষ্ঠ মাসে কদাচ বাড়ী ছেড়ে কোথায় যেও না।" এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ক'দিন পার হ'ক, তার পর আমাকে যেখানে ব'লবে আমি সেইখানেই যাব।

শশ। তা হ'লে আর কি হবে?

গঙ্গা। তুমি ভেব না বাবা, আমার মনে হচ্চে, তার কোন অনিষ্ট হয়নি। সে বেশ আছে। একটু রাগ প'ড়লেই সে চ'লে আস্‌বে।

শশ। আপনার মত আমি এত সহজে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনে।

গঙ্গা। তা কি পার? তোমরা এখন ছেলেমানুষ, তোমাদের হ'লো

চলবলে স্বভাব। দেখনা ঘোঁড়ার বাচ্ছাগুলো কেবলি ছুটে ছুটে বেড়ায়। তা খোঁজ, খোঁজ। খোঁজ ক'র্‌তে দোষ কি?

শশ। তাতো খুঁজ্‌ছি।

গঙ্গা। বেশ, বেশ। তাহলে বাবা, আমি এখন আসি। ভয়ানক মেঘ ক'রে এসেছে, রাত্রিও হ'য়েছে।

শশ। আসুন, আমিও যাই। দেখি কারও কাছে কোন সংবাদ এলো কিনা?

(উভয়ের প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বাটীর সদর দরজার সম্মুখ

যজ্ঞে। অ্যাঃ! এত রাত্রি হয়েছে? কারও সাড়া শব্দ নেই। একটা আলো পর্য্যন্ত কোনখানে দেখ্‌চিনে। দরজা বন্ধ ক'রে সবাই বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। আমি বাইরে পোড়ে আছি—কারও খেয়াল নেই? এ আমার বাড়ী? আমার অগ্রসর হ'তে ভয় ক'রছে। আমি যেন পরের বাড়ীতে যাচ্ছি। এত রাত্রিতে ডাকাডাকি ক'রব? কে কি মনে ক'র্‌বে। আমার এত শঙ্কা হ'চ্চে কেন? সব দান ক'রে ফেলেছি তাই? কাকে দিইচি? আপনার মেয়েকে দিয়েছি। তাতে দোষ হ'য়েছে কি? না—জগতের ব্যবহার ভাল বোধ হ'চ্চে না। আমার নিজের মূর্খতা প্রকাশ পাবে ব'লে, আমি চুপ ক'রে থাকি। সে আমায় কেমন তফাৎ ক'রে দিয়েছে। আমায় উপেক্ষা করে সে সকল তা'তে নিজের আধিপত্য দেখাচ্ছে। আমার জিনিস কেমন অবাধে ভোগ ক'র্‌ছে। আমার এখন নিজের জিনিসে হাত দিতে ভয় হয়। লোকজন পর্য্যন্ত আমার কথা শোনে না। দশবার না চেঁচালে একবার তামাক পাইনে। বাঃ! যা ক'রে ফেলেছি তা বেশ ক'রেছি। কখনো এক পয়সা অপব্যয় করিনি, আমোদ-আহ্লাদে কি দান-ধ্যানে, কখনো একপয়সা ব্যয় করিনি। চিরকাল কিসে দু'পয়সা বাঁচবে তাই চেষ্টা ক'রেছি। এখন একবারে নিঃস্ব, একবারে পথের ভিখারী! দুবেলা জগৎ জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠায়—

আমি কবে যাব? আমি যেন কুটুম্বের বাড়ী অন্নদাস হয়ে আছি। বাঃ! বেশ! খুব কাজ ক'রেছি।—এই যে ঝড় বৃষ্টি সুরু হ'ল। এইখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত রাত ভিজ্‌তে হবে নাকি?—আরে কে আছিস্? দুয়োর খোল্,—আমি ভিজে ম'লাম। শীগ্‌গির দুয়োর খোল—কই। কেউ তো সাড়া দেয় না,—এরা ঘুমিয়েছে না মরেছে? ওরে কে আছিস্, দুয়োর খোল্, দুয়োর খোল্। আমি ভিজে ম'লাম, ভিজে ম'লাম। কি আশ্চর্য্য! কারও সাড়া-শব্দ নেই। এত ডাকা ডাকিতে কারও ঘুম ভাঙ্গে না? আমার বাড়ী, আমার লোকজন, সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছি! কি ব্যাপার! কিসের দান—যা আমি কাউকে দান করিনি। সব আমার। এই দুয়ার ভাঙ্গলাম। কে আছিস্, দুয়ার খোল্, দুয়ার খোল্—( দ্বারে পদাঘাত )

( উপর হইতে জগৎ )

জগৎ। রামসিং! রামসিং! দেখো, দেখো, কই ডাকু হ্যায়, মার, মার, মার।

( তোরণ কক্ষ হইতে রামসিং )

রাম। হুজুর, কুছ ডর্ নেহি হ্যায়, পানিকো ওয়াস্তে কই রাস্তামে চিল্লাতা হোগা।

যজ্ঞে। এ্যাঁ, এরা বলে কি? পাগল হয়েছে নাকি? আম'লো! আরে আমি, আমি, দুয়ার খোল্ ভিজে ম'লাম্। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখ্।

জগৎ। কে? কে তুমি এত রাত্রে দুয়ার ভাঙ্গাভাঙ্গি ক'র্‌ছ? একি!

যজ্ঞে। তোমার অন্নদাতা প্রতিপালক! নচ্ছার, দুয়ার খোল্। আমি দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছি। আর তোরা আমার খেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছিস্?

জগৎ। আপনি? তা বল্লেই তো হ'ত। দুয়ার ভাঙ্‌চেন কেন? দশজন লোক শুন্‌লে ব'লবে কি? আপনার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখ্‌ছি।

যজ্ঞে। বেশ ক'র্‌ছি দুয়োর ভাঙ্‌চি। নচ্ছার, পাজি! আমায় এই কথা। আমার খেয়ে এত বাড় হয়েছে, এত স্পর্দ্ধা! বেরো, আমার বাড়ী থেকে বেরো, এই দণ্ডে বেরো। আমি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছি, ডাক্‌তে ডাক্‌তে আমার গলা চিড়ে গেল—কারও সাড়া নেই? বেরো আমার বাড়ী থেকে এখুনি বেরো ব'লছি।

জগৎ। দেখুন, বারবার "বেরো বেরো" ব'ল্‌বেন না। আপনার বাড়ী তাই আপনার কথায় যাব? অনর্থক চেঁচিয়ে লোক জড় ক'র্‌বেন না। ভিজ্‌তে ইচ্ছা হয়, ওখানে দাঁড়িয়ে চুপ্ ক'রে ভিজুন।

যজ্ঞে। আমার বাড়ী নয় তোর বাবার বাড়ী? তোর বাবা রোজগার ক'রে ক'রেছিল? কৃতঘ্ন, নরাধম! বেরো আমার বাড়ী থেকে এখুনি বেরো।

জগৎ। আমার স্ত্রীর বাড়ী। আদালত থেকে লেখাপড়া ক'রে নিয়েছি, মনে নাই? আদালত ক'রে বার ক'রে দেবেন। যান্, আমি দুয়ার খুলে দেবনা—রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকুন।

যজ্ঞে। বটেরে নচ্ছার, আমায় এই কথা। ভিখারীর ছেলে হ'য়ে

বাড়ীর মালিক হ'য়েছ ? আমার খেয়ে এত স্পর্দ্ধা হ'য়েছে ? আমায় আদালত দেখাতে এসেছ ? আরে কে আছিস্, জগতের গলায় হাত দিয়ে বাড়ীর বার ক'রে দে—এখুনি বার ক'রে দে।

জগৎ। দেখুন সাবধান! আমার স্ত্রীর পিতা ব'লে আপনার ঢের কথা সহ্য ক'রেছি। ধৈর্য্যের ও সীমা আছে। ফের "বেরো বেরো" ব'ল্লে অপমানিত হ'তে হবে। লোকের মর্য্যাদা বুঝে কথা ব'লবেন। সাবধান।—রামসিং

রাম। আরে বুড়াবাবু, কাহে বক্‌বক্ ক'র্‌তে্‌হো। বাবু গোসাহোতা হ্যায় দেখ্‌তো নেহি ? যাও, যাও, থোরাসা পানিমে ঠাণ্ডা হোকে আও।

যজ্ঞে। কি ? আমায় এই অপমান! নিজের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমায় এই অপমান সহ্য ক'র্‌তে হ'ল। ভগবান! তুমি দেখো, ঈশ্বর! তুমি এর বিচার ক'রো—এই বজ্র এই কৃতঘ্নের মস্তকে নিক্ষেপ কর, এই ঝড় বৃষ্টিতে আজই যেন এই গৃহ ভূমিস্যাৎ হয়, একদিনও যেন কাউকে ভোগ ক'র্‌তে না হয়। এই বিষয়-বাড়ী আমার স্বোপার্জ্জিত সামগ্রী, আমার বহুকালের পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে নির্ম্মিত। এই প্রবঞ্চক প্রতারণা ক'রে সব হাত ক'রেছে। আমায় পুত্র-বিরোধী ক'রবে ব'লে, পুত্র অপেক্ষা আপন হ'য়েছিল। আমি নিতান্ত আপনার জেনে এদের সর্ব্বস্ব দান ক'রেছি আমায় এই অপমান! জগতে যদি ধর্ম্ম থাকে, তোর মুখের আহার মুখ থেকে প'ড়ে যাবে। আমার অভিসম্পাতে তোর সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হবে, কোনখানে শান্তি পাবিনে। বাবা মোহিত, তুমি কোথায় ? আমায় এই অপমান সহ্য ক'রতে হ'ল। আমি বৃদ্ধ স্থবির, আমি কিছুই ক'র্‌তে পারলাম না।

জগৎ। যান্, যান্, দুর্ব্বাসা মুনির মত আর শাপ পাড়তে হবে না। আপনি কি এমনি বিষয়-বাড়ী লিখে দিয়েছেন? আপনার মেয়ে বিয়ে ক'রেছি তাই দিতে হ'য়েছে। নিজের ছেলের বেলায় পাঁচ হাজার চান, আর আমার বেলায় একবারে ফাঁকি দিইছিলেন মনে নেই?

যজ্ঞে। বটেরে নচ্ছার! দীন-দরিদ্রের ছেলে হ'য়ে আমার ছেলের সমান হ'তে চাস্? আমি এতদিন খেতে না দিলে যে তুই অনাহারে ম'র্‌তিস্। পথের কুকুর, কে তোরে ডেকে এনে ভাত দিত'? আমার খেয়ে এত বার হয়েছে? এক কপর্দ্দক তোকে ভোগ ক'রতে হবে না। ভগবান দেখবেন্—এর প্রতিকার তিনি ক'রবেন।

জগৎ। আচ্ছা, আচ্ছা, যান্। রাত্রি বেলায় বাড়ীর সামনে চীৎকার ক'রবেন না।

যজ্ঞে। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। ভগবান এর বিচার ক'রবেন। আজ রাত্রির মধ্যেই এই বাড়ী যেন তোদের মাথায় ভেঙে পড়ে। এই বাড়ীর প্রত্যেক ইটখানি আমার টাকা দিয়ে কেনা। আমার চুরির টাকা নয়, ফাঁকি দিয়ে নেওয়া নয়, সৎপরিশ্রমের টাকা। আমার বাড়ী থেকে আমায় বার্ করে দিলি? আমি চল্লাম—দেখিস্ তোর কি শাস্তি হয়। ভদ্র সমাজে তোর কেউ মুখ দেখ্‌বে না—কুকুর শৃগালে তোর দেহ স্পর্শ ক'রবে না। নরকে তোর স্থান হবে না। দেখিস তোর কি দুর্গতি হয়।

(গমনোদ্যত)

(দ্বিতলার বারান্দায় কমলার প্রবেশ)

কমলা। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! বাবা দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছেন! বাবা, বাবা, ভিতরে আসুন।

যজ্ঞে। দুরহ্ রাক্ষসী! আমি আর বাড়ী যেতে চাইনে। আমার সব হাত ক'রেছ? কর্ত্রী হয়েছ? একদিনও আমার সম্পত্তি তোদের ভোগ্ ক'র্‌তে হবে না। আমি চল্লাম্—নিজের বাড়ীতে ঢুক্‌তে না পেয়ে চল্লাম্। দেখিস্ তোদের কি দুর্দ্দশা হয়।

কমলা। ওমা, সেকি? আমি দুয়ার খুলে দিচ্ছি।

জগৎ। থাক্, থাক্, আর দুয়ার খুলতে হবে না। গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছেন, শুন্‌তে পাচ্ছনা?

কমলা। (নীচে নামিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া) ও বাবা, রক্ষা করুন। আমরা কিছুই জানিনে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আপনার গলার স্বর শুনে উঠে এলাম। আপনি রাগ ক'রবেন না বাবা, আপনি ভিতরে আসুন, আপনার পায়ে পড়ি বাবা। (পা ধরিয়া)

যজ্ঞে। জানি—সব জানি—সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার সব হাত ক'রেছ, তাই এত জোর? আমি তোর পিতা, আমার সঙ্গে এই ব্যবহার। আমার অন্ন একদিন তোদের খেতে হবে না, দেখিস্ গলায় ভাত আটকে ম'রবি। আমার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না।

কমলা। ও বাবা, (পা ধরিয়া) আমায় ক্ষমা করুন। আমি কিছুই জানিনে। আপনি বাড়ী আসুন বাবা, আপনার বাড়ী, আপনার বিষয়, আমরা কে?

জগৎ। এ্যাঁ বলে কি? পিতৃভক্তি একেবারে উথলে উঠল দেখ্‌ছি। এস, এস, তুমি ভিতরে চলে এস। তোমার আর ভণ্ডামি ক'রতে হবে না।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

কমলা। ও মা, বাবাকে ডাক, বাবা দরজা না খোলা পেয়ে রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন।

অন্ন। এঁ্যা, একি! বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছেন! এস, এস, ভিতরে এস, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি সর্ব্বনাশ!

যজ্ঞে। না, আমি আর যাব না। এ বাড়ী আমার নয়। এই দস্যুরা আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আমার আর কিছুই নেই—আমি এখন পথের ভিখারী। আমার আশ্রয় গাছতলা, আমার উপজীবিকা ভিক্ষা। আমি সব খুইয়েছি—জুয়া খেলে নয়, মাতলামি ক'রে নয়, বাবুগিরি করে নয়, খেয়ালে প'ড়ে সব খুইয়েছি। পরের ছেলেকে আপন ক'রেছিলাম, দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম, হিংস্রক শার্দ্দূলকে গৃহের ভিতর স্থান দিইছিলাম, আমার খুব শাস্তি হয়েছে। তুমি আর এখানে থেক' না—বাপের বাড়ী চ'লে যাও! আমি চল্লাম।

(প্রস্থান)

অন্ন। ও জগৎ, উনি যে চ'লে গেলেন। ওমা কি হবে? তুমি যাও বাবা, ওঁকে ধ'রে আন।

কমলা। ওগো, কি হবে? বাবা যে চলে গেলেন?

জগৎ। যান্, আপনি ভাব্‌বেন না। ওঁর রাগ তো জানেন, উনি এখন কিছুতেই ফির্‌বেন না। একটু দুয়োর খুলতে দেরী হ'য়েছে, একেবারে রেগে অস্থির। আপনি যান্, শোবেন যান্। ওঁর রাগ প'ড়লেই ফিরে আসবেন।

অন্ন। ওমা, সেকি কথা! এই ঝড় বৃষ্টিতে উনি কোথায় যাবেন? অন্ধকারে কোথায় প'ড়ে যে মারা যাবেন। হেই বাবা, একবার দেখ বাবা।

জগৎ। আমি এখন কোথায় দেখ্‌ব? ওঁর জন্যে ভাবনা কি? দেশে

কত লোকের আটচালা, বৈঠকখানা প'ড়ে আছে—সেখানে গিয়ে দিব্য শুয়ে থাকবেন। রাগ প'ড়্‌লে চ'লে আসবেন। যান, আপনি ভিতরে গিয়ে শোবেন যান। এখন ওঁর পায়ে মাথা কুটলেও উনি ফিরবেন না।

অন্ন। ওমা, তা কি হয়? আমি কি তাই থাকতে পারি? তোমরা কেউ না দেখ, আমি তা হলে চ'ল্লাম।

( প্রস্থান )

কমলা। ওগো, মাও যে চ'লে গেলেন? কি হবে? আমিও তাহলে যাই।

জগৎ। এঁ্যা, তুমি কোথায় যাবে? ভদ্রলোকের বউ হয়ে রাস্তায় বেরুবে? ওদের কি মান-সম্ভ্রমের ভয় আছে? যাও, যাও, ভিতরে যাও। ছি, ছি, বাইরে দাঁড়িয়ে এত রাত্রিতে কান্নাকাটি! গাঁ শুদ্ধ লোক এসে জড় হবে। লোকে ভাব্‌বে, কিনা কি একটা হ'য়েছে। লোকের কাছে আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে না। এস, এস, ভিতরে এস—দরজা বন্ধ ক'রে দিই।

( দ্বার বন্ধ করিয়া কমলাকে টানিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ )

## পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাধরের বাটীর অন্তঃপুর। দাওয়া।

অন্নদা। না—আর সহ্য হয় না। রাত দুপুর হয়ে গেল, তবু মানুষের দেখা নেই। রোজ এই রকম হাঁড়ী আগ্‌লে ব'সে থাক্‌তে হবে। না—আর পেরে উঠিনে। এই ঘুলি ঘুলি অন্ধকার, টিপিটিপি বৃষ্টি প'ড়ছে, এই সময় যদি একটা ডাকাত এসে গলা টিপে ধরে তা'হলে আমি ক'রব কি? বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? মানুষের কোন খেয়াল নেই। তিনি রঙ্—তামাসা ক'রছেন, আমি এখানে ব'সে ভাবনায় ম'র্‌ছি। আজ একবার আসুক, আমি তার সাম্‌নে গলায় দড়ি দিয়ে ম'রব। সমস্ত দিন খেটেখুটে রাত্রিতে একটু হাত পা ছড়িয়ে শোব, তা নয়—এর ভাত আগলে ব'সে থাক। আঃ আমার পোড়া কপাল! চিরকালটা এই মিছে ঝঞ্ঝাটে দিন গেল। একদিন পরমেশ্বরের নাম ক'র্‌তে পেলাম না। আর আমার সংসারে কাজ নেই। ছেলে নেই, পিলে নেই, একটা মানুষের ঝঞ্ঝাটে জ্বালাতন হ'লাম!

( নেপথ্যে গঙ্গাধর। আরে দুয়োর খুলে দেবে না? ডেকে ডেকে যে গলা প'ড়ে গেল। ভিজে যে দধি-কাদা হ'লাম। )

অন্নদা। ঐ এসেছে বুঝি। যাচ্ছি—যাচ্ছি—দুয়োর খুঁলে দিচ্ছি।

( দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে গঙ্গাধরের ভিতরে প্রবেশ )

তুমি ডাকছিলে? আমি তো কিছুই শুন্‌তে পাইনি।

গঙ্গা। কি সর্ব্বনাশ! তুমি ম'রে গিয়েছিলে নাকি? আমি দুয়োরে দাঁড়িয়ে একঘণ্টা হাঁক ডাক ছাড়ছি, তোমার কোন সাড়া নেই।

এই রকম ক'রে আমায় জব্দ ক'রবে ভেবেছ? দেখ দেখি—জল কাদায় আমার চেহারাটা কি হয়েছে! আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝড়-বৃষ্টিতে থর থর ক'রে কাঁপছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্চ? এমন ঝড় ঝাপট একটা চ'লে গেল, মানুষ ম'লো কি বাঁচল তোমার খেয়াল নেই? অন্য স্ত্রী হ'লে দেখ্‌তে, খুঁজতে দশটা লোক পাঠাত। তোমার যত্ন আদর নেই, আমার সংসারে টান থাক্‌বে কিসে?

অন্নদা। ওমা কি হবে! আমি প্রদীপ জ্বেলে খাড়া জেগে ব'সে আছি, আর তুমি ব'লছ—ঘুমিয়েছিলাম? ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছিল, আমার চোখে ঘুম আসবে? একটা খট্‌ ক'রে শব্দ হ'লে আমি চমকে উঠ্‌ছিলাম, তোমার একটা ডাকও আমার কাণে গেল না? তুমি বল কি?

গঙ্গা। আর বল কি? দেখ্‌ছ না, ডেকে ডেকে আমার গলা ভেঙ্গে গেছে? বুঝতে পেরেছি, তুমি কাণের মাথা খেয়েছ। এখন শুন্‌তে না পাও তো একবার চেয়ে দেখ, আমি বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে গোবর হ'য়ে গেছি। একখানা শুকনো কাপড় এনে দাও, আর উনুনটা একবার জ্বেলে দাও, হাত পা গুলো সেঁকে নিই—সব অসাড় হয়ে গেছে।

অন্নদা। তুমি কি কাজে গিইছিলে, এখন তোমার সেবা করতে হবে? ঝড়-বৃষ্টি দেখে যদি ছেলেদের মত ভিজ্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছিল আর খানিকটা ভিজে এস—এখনো হয়নি। দুপুর রাত্রিতে লোকে ঘুমুবে, না আগুন জ্বেলে তোমায় সেক-তাপ ক'রবে? আমা দিয়ে আর এ দাসীপনা হবে না। রাত পোহালে আমায় কোন তীর্থস্থানে রেখে

এস। তা না হ'লে, তোমার সাম্‌নে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রব। আমি আর এ ভূতের ব্যাগার খাটতে পারব না।

গঙ্গা। কোথায় আমি রাগ ক'রব, না তুমিই রাগ ক'রে ফেল্লে দেখ্‌চি। যে বেশী চেঁচাতে পারে তারই জিত, নয়? এত দেরী হ'ল কেন, এত বৃষ্টিতে ভিজলাম কেন—তা'ত জিজ্ঞাসা ক'রলে না? একেবারে রেগে উগ্রচণ্ডা হ'য়ে উঠ্‌লে। কি কাণ্ডটা হ'য়েছে তা আগে শোন।

অন্নদা। আমি আর তোমার কথা শুন্‌তে চাইনে। তুমি রোজ একটা না একটা তুফান নিয়ে বাড়ী আ'স। তোমার সব চালাকি। আমি আর এখানে থাক্‌তে পারব না। আমার পরকালের গতি হবে কি? আমায় যদি প্রাণে মারতে না চাও, আমায় কোনখানে রেখে এস।

গঙ্গা। একেই বলেছে খোট্‌। আচ্ছা, আমার কথাটা আগে শোন, তারপর রাগ করতে হয় ক'রো। আমি কি অনর্থক এত রাত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম? ভয়ানক কাণ্ড হয়েছে। ভয়ানক কাণ্ড! অতি ভীষণ! অতি ভীষণ! এরকম কেউ কখন শোনেনি। তুমি শুনলে অবাক্ হ'য়ে যাবে।

অন্নদা। না-আমি শুন্‌তে চাইনে। তোমার ভয়ানক টয়ানক কোন কাণ্ডই আমি শুন্‌তে চাইনে। প্রাতঃকাল হ'লে তুমি আমায় কোন তীর্থস্থানে রেখে এস, নইলে তোমার সামনে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রবই ম'রব।

গঙ্গা। তা আর আসব না কেন? এখন আমার কথাটা শুন্‌তে দোষ কি?

অন্নদা। না—তোমার কোন কথা আমি আর শুন্‌তে চাইনে। তুমি আমায় আর কোন কথা বল্‌তে পাবে না।

গঙ্গা। বেশ, কোন কথাই ব'লব না। আমি এই ভিজে কাপড়েই দাঁড়িয়ে থাকি। থর্‌থর্ করে কাঁপি। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বুকে খিল লাগুক—আর অমনি চিৎপটাঙ্ হ'য়ে পড়ি। তুমি যাও, শোওগে যাও। প্রাতঃকালে উঠে তীর্থযাত্রা ক'রো আর কি? এই কথাই ঠিক থাক্‌ল। হি—হি—হি—হি— (কম্পন)

অন্নদা। ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থা'ক্‌বেনা তো কি? থাক, সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ। কে তোমায় জলে ভিজ্‌তে ব'লেছিল? কি কাজ তোমার ব'য়ে যাচ্ছিল? কার মা গঙ্গা পাচ্ছিল না? কার গরু বাঘে নিয়ে যাচ্ছিল? কার বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছিল? রাত দুপুরে জলকাদা মেখে সঙ্ সেজে এলেন! আমি কৃতার্থ হ'লাম আর কি?

গঙ্গা। হি-হি-হি-হি (কম্পন) লাগল—লাগল—বুকে খিল লাগল—এই গেলাম আর কি!

অন্নদা। বুকে খিল লাগবে না তো কি? এদিকে যে বয়স তিন কুড়ি পার হয়েছে। মুখ সাপট ক'রে বেড়ালে হবে কি? এদিকে যে হ'য়ে এসেছে।

গঙ্গা। হি—হি—হি—হি (কম্পন) এসেছে, হ'য়ে এসেছে। আর দেরী নেই।

অন্নদা। যেমন কর্ম্ম ক'রবে তার তেমন ফল তো পেতে হবে? মানুষ খাবেদাবে শুয়ে থাক্‌বে, তা নয়—রাত দুপুর পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াবে? আমার এক প্রদীপ তেল পুড়ে গেল তবু মানুষের দেখা নেই—কি আশ্চর্য্যি!

গঙ্গা। চিরকালটা "আমার," "আমার," ক'রে ম'লে। সংসারে থাক্‌তে

হ'লে শুধু কি "আমার" নিয়ে থাকলে চলে? পরেরও দেখতে হয়। কি হ'য়েছিল তাতো শুন্‌লে না—কেবল গলাবাজিই ক'রছ। এই যজ্ঞেশ্বরবাবু—যজ্ঞেশ্বরবাবু অন্ধকারে খানায় প'ড়ে মারা যাচ্ছিলেন।

অন্নদা। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে ভূতে পেয়েছিল আর কি? তিনি তোমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক কিনা, অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? যত সব অনাসৃষ্টি কথা!

গঙ্গা। তাইতো ব'লছি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তাকে ভূতেই পেয়েছে, আমি বাড়ী আস্‌ছি, দেখি যজ্ঞেশ্বরবাবু উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছেন। কাঁটা খোচা কিছুই মান্‌ছেন না। তাঁর দৌড় দেখে আমি মনে ক'রলাম বাঘে তাড়া ক'রেছে। আমিও তার পিছু পিছু দৌড় দিলাম। আমি যত বলি "দাঁড়ান", "দাঁড়ান"—তিনি ততই দৌড়ান। আমিও ততই দৌড়ুই—দৌড়ুতে দৌড়ুতে তিনি এক খানায় ঝপাং ক'রে প'ড়ে গেলেন, আমিও তার উপর ধপাস্ ক'রে প'ড়লাম। দুজনায় সেই খানায় পড়ে নন্দোৎসব ব্যাপার! তিনি আমায় জড়িয়ে ধরেন, আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরি। দুজনায় ঝটাপটি। শেষে শুনি কিনা জগৎ তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তিনি দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন। আমি তাঁকে কত সাধ্য-সাধনা করলাম, কিছুতেই তিনি ফিরলেন না। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে উপস্থিত। অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁদের শশধরের বাড়ীতে রেখে এলাম। আমি যদি না থাকতাম—এত বড় লোকটা খানায় প'ড়ে মারা যেতেন। এখন দেখ, আমার জলকাদা মাখা সার্থক হয়েছে কিনা।

অন্নদা। তুমি কি আমায় বোকা বোঝাতে এলে? যজ্ঞেশ্বরবাবুকে

আবার জগৎ তাড়িয়ে দেবে কি? তাঁর ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, তাঁকে তাড়ায় কে?

গঙ্গা। তোমার যজ্ঞেশ্বরবাবুর মতনই বুদ্ধি দেখ্‌ছি। বলি, যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁর ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন জান?

অন্নদা। শুনেছিলাম বটে।

গঙ্গা। তিনি যে মেয়েকে সব লিখে দিয়েছেন জান?

অন্নদা। জানি।

গঙ্গা। তাই জগৎ সব দখল ক'রে নিয়ে তাড়িয়ে দিলে। আবার সে শ্বশুরকে বাড়ীতে থাকতে দেয়? সে বোকা আর কি?

অন্নদা। হ্যাঁ, তাই কখন হয়? তিনি তাদের সব দিলেন, আর তাঁকে তাড়িয়ে দেবে? তাকি হ'তে পারে?

গঙ্গা। তবে থাক, ভোর হ'ক। পাখীগুলো যেমনি কিচির-মিচির ক'রতে আরম্ভ ক'রবে, এই গাঁশুদ্ধ লোকও তেমনি বলাবলি সুরু ক'রবে। তখন বুঝতে পারবে আমার কথা সত্যি কি মিছে।

অন্নদা। ওমা, কি হবে! এত বড় লোকটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে! যজ্ঞেশ্বরবাবুর কি বুদ্ধি! নিজের বিষয় কি পরকে লিখে দিতে আছে? নিজের হাতে থাকলে ক্ষতি ছিল কি? আমি ভাবতাম, তিনি এত টাকা উপার্জ্জন করেছেন, তাঁর খুব বুদ্ধি। ওমা, তিনি এমন বোকা। মেয়ে-জামায়ের হাতে কি বিষয় সঁপে দিতে আছে?

গঙ্গা। তোমায় অনেকদিন থেকে বলে আস্‌ছি বড় বড় পেট দেখে ভড়্‌কে যেও না। টাকা রোজ্‌গার ক'রতে পারলেই লোকে বিচক্ষণ হয় না।

অন্নদা। ওমা, তাই দেখ্‌ছি। মেয়েটাই বা কি রকম? বাপমাকে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দিলে, মেয়েটা চুপ ক'রে থাকলে—ছোঁড়াটাকে মানা ক'রতে পারলে না? মেয়েটা দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে? ওমা কি হবে!

গঙ্গা। তাই বটে! তোমাদের জাতি তো সহজ নয়? তোমরা একটু দেখ্‌তে শুনতে ভাল তাই রক্ষে, নইলে তোমাদের কে পুঁছতো? তোমাদের মত স্বার্থপর জাত আর কি আছে? মেয়ে যখন প্রথমে শ্বশুরবাড়ী যান্, কত কান্না। বাপ মা ভাবে মেয়ে বুঝি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে রাস্তাতেই মারা প'ড়বে। মেয়ে যেমন শ্বশুর বাড়ীতে পা দিলেন, কে জানে বাপ্, কে জানে মা, অমনি শ্বশুর বাড়ীর দিকে টানতে সুরু ক'রলে। বাপ মা খরচপত্র ক'রে যদি মেয়েকে বাড়ী নিয়ে এলেন, মেয়ের নবাবী দেখে কে? খুঁটোগেড়ে এক জায়গায় ব'সে থাক্‌বে, বাড়ীর লোকগুলোকে ফরমাস ক'রে খাটিয়ে মারবে, আর সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট। কথায় কথায় শ্বশুর বাড়ীর তুলনা। যেন কত ত্যাগ স্বীকার ক'রে বাপের খাতিরে বাপের বাড়ীতে দিন কতক আছেন। তোমাদের একবার নিজের বুঝে নিতে পারলেই হ'ল। আমরা পরের বাড়ীতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকি, একগ্লাস জল চেয়ে খেতে লজ্জা বোধ হয়। আর তোমরা শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে কেমন আধিপত্য ক'রে নাও—একে মা, ওকে বাবা, ওঁকে কাকীমা, ওকে পিসীমা। সম্বন্ধগুলি এমন অবাধে উচ্চারণ কর যেন কত কালকার সম্বন্ধ।

অন্নদা। নইলে বিবাহ ভগবানের নির্ব্বন্ধ ব'লবে কেন? সম্বন্ধ তো নূতন হয় না—আগে থেকে সম্বন্ধ গড়া থাকে।

গঙ্গা। তা না বল্লে আর কি ব'লবে?

অন্নদা। তুমি তাদের শশধরের বাড়ী দিয়ে এসে ভালই ক'রেছ, কিন্তু তুমি যেন ওদের কথায় থেক না। ওদের এখন ঝগড়া হয়েছে, দু'দিন পরে আবার ভাব হবে।

গঙ্গা। তুমি ক্ষেপেছ? এতদিনে তুমি আমায় চিনতে পারলে না? আমি কি কাউকে চটাবার লোক? আমি সকলের মন রেখে চলি। যে অন্যায় কাজ করে সে কি অন্যায় ক'রছি ভেবে করে? আমি বিরুদ্ধে দু'কথা ব'লে কেন তার বিরক্তি ভাজন হব'? এই তুমি আমার প্রত্যেক কাজের প্রতিবাদ কর ব'লেই তো তোমার সঙ্গে আমার বনে না। তুমি যদি সকল তাতে ছেলেদের উপকথা শোনার মত হুঁ দিয়ে যেতে পার, দেখ, তোমার সঙ্গে আমার কত ভাব হয়।

অন্নদা। মনে করি তো কোন কথা ব'লব না। গা যে ঋ ঋ ক'রে ওঠে, থাকতে পারিনে।

গঙ্গা। কেমন, এখন একটু ঠাণ্ডা হ'য়েছে তো? এখন চল, হাঁড়ীতে যদি এক মু'ঠ ভাত রেখে থাক, আমায় দেবে চল; আর একখানা কাপড় এনে দাও।

অন্নদা। না—হাঁড়ীতে ভাত রাখিনি, আমি সব খেয়ে ব'সে আছি? ভাত যেমন নামিয়েছি, তেমনি আছে। তুমি দেখ্‌বে চল।

গঙ্গা। তুমি এখনো খাওনি?

অন্নদা। তুমি আমায় ভাব কি? আমি কি কুকুর-শেয়াল, তুমি না খেতে আমি খেয়ে ব'সে থাকব?

গঙ্গা। না—তুমি দেখ্‌ছি খুবই ভাল। এত রাত পর্য্যন্ত না খেয়ে আছ, ক্ষুধায় শরীর চিন্‌ চিন্‌ করবেই তো। রাগ হবে না? চল, শীগ্‌গির তোমার ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে আসি।

অন্নদা। কোন্ দিন না তোমার জন্যে দুপুর রাত পর্য্যন্ত ব'সে থাকতে হয়? আজ নয় যজ্ঞেশ্বরবাবুর জন্যে দেরী হ'ল, অন্যদিন কিজন্য দেরী হয়?

গঙ্গা। আর আগেকার কথা মনে করে কি হবে? কষ্টের কথা মনে ক'রলেই কষ্ট হয়—চল, ভাত দেবে চল।

অন্নদা। চল।

## ষষ্ঠ দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বাটী—জগতের ঘর

জগৎ ও কমলা

কমলা। দেখ, তোমার কাছে আমার একটী ভিক্ষা আছে। আমি কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি। আজ আমার একটী কথা তোমায় রাখ্‌তে হবে।

জগৎ। তুমি যদি আমার কাছে কোন আবদার ক'রতে আমার মনে কত আনন্দ হ'ত। তুমি ঠিক পরের মত ব্যবহার ক'রেছ। তুমি হয়ত আমায় অক্ষম ভেবেছ, না হয় বড় লোকের মেয়ে ব'লে আমার ভরসা করনি।

কমলা। সে কি কথা! আমি তোমার ভরসা করিনি? তোমায় পর ভেবেছি? বিশ্বসংসারে তা'হলে আপনার আমার কে আছে? আমি এত দিন কোন অভাবই বুঝতে পারিনি। কোন দরকার হ'লেই তোমায় ব'লতাম।

জগৎ। বড় লোকের মেয়ে হলে স্বামীর উপর এই রকম ব্যবহারই ক'রে থাকে। তবে জেনে রেখো—আমি কারও ভরসা করিনে। তোমাদের বিষয় নিয়ে জড়িয়ে পড়েছি তাই;—যেদিন আমি এখান থেকে বার হ'ব, ভাল রকমই একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পারব।

কমলা। তোমার মনে যদি এই ধারণা ছিল এতদিন কেন বলনি? তুমি কখনো আমার উপর রাগ করনি—কখনো কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট

হওনি। আমার মনে বিশ্বাস, আমি যেমন তোমায় আন্তরিক ভালবাসি, তুমিও সেইরূপ আমায় ভালবাস। আমায় এতটা জঘন্য জেনে তুমি কি ক'রে এতদিন আমায় মনে স্থান দিয়ে আছ ?

জগৎ। আমি দেখ্‌ছিলাম, তুমি কতটা আমায় তাচ্ছিল্য করতে পার।

কমলা। আমার কপাল মন্দ তাই তোমার মুখে আজ এই কথা শুন্‌ছি। কিন্তু যাই বল, আমায় যাই মনে ভাব, আজ তোমায় আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে। দেখ বাবা রাত দুপুরে বাড়ী থেকে রাগ ক'রে চ'লে গেছেন, মাঁও তার সঙ্গে গেছেন। নিজেদের ঘর-বাড়ী থাক্‌তে তাঁরা পরের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে আছেন। তাঁরা যাতে ফিরে আসেন তাই কর। গুরুজন অসন্তুষ্ট থাকলে কিছুতেই মঙ্গল হয় না। মেয়ের বিয়ে দিলেই পর হয়। এতদিন তাঁরা আমাদের ভরণপোষণ করেছেন—এই যথেষ্ট। তাঁদের কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করিনে।

জগৎ। তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি। তোমার বাপমাকে কি আমি তাড়িয়ে দিয়েছি ? রাগ ক'রে চ'লে গেলে আমি কি ক'রব ? দশটা লোককে জিজ্ঞাসা কর, তারা কি বলে শোন—কারে দোষ দেয়। দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় দশ হাজার গাল দিলেন, আমি অম্লানবদনে সহ্য ক'রলাম। অন্য লোক হ'লে দেখতে কি কাণ্ড হয়ে যেত'। তোমার বাপ বলে আমি সব সহ্য করে নিলাম। তাঁর রাগারাগি সব মিছে। আসল কথা কি জান, তিনি এখন তীর্থে যাবেন না, আর আমাদের সঙ্গে থাকলে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে, তাই পৃথক হ'য়ে থাকতে চান। মাসে মাসে মাসহারা পাবেন—নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন। এখানে থাকলে তো আমার কাছে নগদ টাকা নিতে

পারবেন না। তাঁর যা বিষয়ের আয়, তাতে তাঁর মাসহারা ওঠে না। এই একটা ছুতো ক'রে বেরিয়ে গেলেন। আমায় মাসে মাসে টাকা গুণতেই হবে। কি ক'রব? যখন লেখাপড়া করে দিয়েছি, তখন তো আর "না" ব'লতে পারিনে। আমায় যা ফাঁসিয়েছেন—তা আর বলবার নয়।

কমলা। তা নয়। আমি দেখ্‌ছি, আমাকে এই বিষয় বাড়ী লিখে দেওয়াতে তাঁর মনে একটা অনুতাপ এসেছে। আমায় এত ভালবাসতেন কিন্তু তার পর থেকেই আমায় আর দেখ্‌তে পারেন না। কাছে গেলেই বিরক্ত হন, ভাল ক'রে কথা কন্ না—আমি যেন তাঁর কোন অনিষ্ট ক'রেছি।

জগৎ। তুমি মস্ত একটা ভুল ধারণা ক'রে ব'সে আছ। তিনি ক্রমে তফাৎ হবার চেষ্টা করছিলেন। একেবারে কি কেউ হঠাৎ কিছু ব'লতে পারে? চক্ষুলজ্জা তো আছে। ক্রমে পিছু হটলেন।

কমলা। তা নয়। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এই বিষয় লিখে দেওয়াই হয়েছে যত সর্ব্বনাশের গোড়া। আর কোন কারণ থাকতে পারে না। বাপের বিষয় ছেলেতেই ভোগ করে—মেয়ে-জামাই ভোগ করে না। দাদা ফিরে আসুন, সংসারটা বজায় থাক্—আমাদের ইচ্ছা। তাদের বিষয়, আমরা নিই কেন? তুমি সেই দান-পত্রখানা তাঁকে ফিরিয়ে দাওগে। বলগে, তার দান লেখা-পড়া করে ফিরিয়ে দিচ্চি। দেখ্‌বে, তাঁর সব রাগ এখুনি জল হ'য়ে যাবে। দাদার উপর রাগ ক'রে আমায় বিষয় লিখে দিইছিলেন; এখন রাগ প'ড়ে গেছে—তার মনে একটা অনুতাপ এসেছে। তিনি যদি না বুঝ্‌তে পেরে একটা কাজ ক'রে থাকেন, সেতো আমাদেরই হাতে—সে জন্যে তাঁকে কেন

দুঃখ ক'রতে হবে? তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা। আমার এই কথাটী তোমায় রাখতেই হবে।

জগৎ। বেশ! তুমি থেকে থেকে বেশ বুদ্ধি বা'র ক'রেছ? চুপ কর, চুপ কর, আর ব'ল না। একথা যদি অন্য লোকে শোনে তোমায় পাগল ব'লবে। বিষয়-সম্পত্তি খেলনার জিনিষ নয়? রাগ হ'ল, অমনি ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর আমরা কুড়িয়ে এনে দেব? তিনি একটা মস্ত বিদ্বান্, বিচক্ষণ লোক, না বুঝে সুঝে ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেলবেন? অনেক ভেবে চিন্তে তোমায় বিষয় লিখে দিয়েছেন। তাঁর ছেলের হাতে প'ড়লে কি কিছু থা'কত, দুদিনে ফুঁকে দিত। দুদিন চুপ ক'রে থাক না। দেখ্‌বে, সব গোল মিটে যাবে।

কমলা। আমার বাপমার এই দুর্দ্দশা, আমি কি ক'রে চুপ ক'রে থাকব? আমার সর্ব্বদাই মনে হচ্চে, আমিই তাঁদের কষ্ট দিচ্ছি। আমার পাগলামি হ'ক আর যাই হ'ক, তোমায় আমার এই কথাটী রাখতে হবে। বাবা যদি তাতে সন্তুষ্ট না হন্, তোমায় আর কোন অনুরোধ ক'রব না। আমার নামে বিষয় লেখা হয়েছে ব'লে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে। সবাই ভাবে আমিই বুঝি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার এই দায় হ'তে তুমি রক্ষা কর। বাবা রোজগার ক'রে বিষয় বাড়ী ক'রেছেন, তিনি ভোগ করুন। আমরা তা নিতে যাই কেন? তিনি যদি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আমাদের দান করেন, আমাদের কি তাই নেওয়া উচিত?

জগৎ। দেখ স্ত্রীলোক পান খেয়ে, পাউডার মেখে, হেসে-খেলে বেড়ায়, বেশ দেখায়, কিন্তু তাদের মুখে যুক্তি-তর্কের কথা শুনলেই রাগ হয়। তোমাদের যা বুদ্ধি ভগবান দিয়েছেন, তোমরা কতখানি ডালে কতটুকু

নূণ দিতে হয় তাই জান—পরের পয়সা কি ক'রে ঘরে আন্‌তে হয়, তা শেখনি। তোমাদের বুদ্ধিতে তা যোগায় না। তিনি আমায় অমনি কিছুই দেননি। সেজন্যে তোমায় লজ্জিত হ'তে হবে না। বিয়ের সময় কথাই ছিল তিনি আমার কোন ব্যবস্থা করে যাবেন। এ বিষয় লিখে দিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা পালন ক'রেছেন মাত্র। আমাদের যা প্রাপ্য আমরা তাই পেয়েছি।

কমলা। তুমি কি অক্ষম পুরুষ? জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরের দান নেবে? আমরা স্ত্রীলোক পরেরমুখপানে চেয়েথাকি, তুমিকি জন্যেথাকতেযাবে? তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, এ নীচ প্রবৃত্তি যেন তোমার শত্রুরও মনে না হয়।

জগৎ। আমার প্রবৃত্তি উচ্চ হ'ক আর নীচ হ'ক এর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। আমার বিয়ের এই সর্ত্ত ছিল, তাই আমি বিয়ে ক'রেছি, তা না হলে আমি তোমায় বিয়ে ক'র্‌তাম না।

কমলা। ছিঃ! ছিঃ! আর বলোনা। টাকার লোভে তুমি আমার বিয়ে ক'রেছ? এ সম্বন্ধ কি কেনা সম্বন্ধ? এ সম্বন্ধ যে জন্মজন্মান্তর থেকে চ'লে আসছে। আমি কত বেটাছেলেকে দেখেছি, কিন্তু তোমায় দেখে মনে যে ভাব হইছিল, সে ভাবতো আর কাউকে দেখে হয়নি? তুমি আমার স্বামী ব'লেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছে। অন্য কোন স্বার্থ ছিল বলে আমার তো মনে হয় না। তুমি সামান্য কারণে কেন আমার মন ছোট ক'রে দাও? গুরুজনের মনে ব্যথা দিতে নেই। এ বিষয়-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চল, আমরা অন্য কোনখানে যাই। মিছে অশান্তি নিয়ে দরকার কি? তুমি আমায় যে অবস্থায় রাখবে আমি সেই অবস্থাতেই থা'কব। বুক দিয়ে তোমার সংসার পাতাব; দেখো তোমার কোন বিষয়ে অসুবিধা হবে না।

জগৎ। তুমি যাই বল, এই বিষয়-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আমি তোমায় নিয়ে থাকতে পারব না। তোমার নামে বিষয় লেখা, তোমার ইচ্ছা হয়, বিষয় ফিরিয়ে দিয়ে তোমার বাপের দু'ট প্রসাদী অন্ন খেয়ে থাক। আমার সঙ্গে তোমার এই পর্য্যন্ত। তোমাদের স্বার্থপরতা আমি বিলক্ষণ জানি। স্বামী নিজের ঐশ্বর্য্যের ভাগ স্ত্রীকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু স্ত্রীর কোন সম্পত্তি স্বামী ভোগ করতে গেলেই কত রকম কথা ওঠে। তুমি জান যদি আমি অন্য কোন স্থানে বিয়ে ক'রতাম কত টাকা পেতাম? আজকাল বিয়ের দর কি দেখতে পাচ্ছ?

কমলা। তোমার যদি রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হ'ত অবশ্যই তুমি রাজ্য পেতে। গরীবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কোথেকে বেশী টাকা পাবে? আমার নামে বিষয় লেখা ব'লে, আমার এতে যদি কোন অধিকার থা'কত, আমি তোমার কাছে এত কাঁদাকাটি ক'রব কেন? এ জগতে আমার কি আছে? আমিই তোমার সম্পূর্ণ অধীন। আমার সাধ-আহ্লাদ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সকলই তো তোমার অধীন। তোমার চরণে আমি পিপীলিকার মত প'ড়ে আছি। তোমার ইচ্ছা হয়, আমায় মেরে ফেল। তোমার অমতে আমি কোন কাজ করতে পারব না। তবে নিশ্চয় জেনো—

জগৎ। আমার উপর যদি এত নির্ভর কর, তোমার বাপের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বিয়ে হলেই মেয়ে পর হয়ে যায়—নিজের স্বামীর হিত দেখে। মাবাপের জন্য এত ব্যস্ত হয় না। বিষয় হাতে পেয়েছ, সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। বাপের জন্য অস্থির হও কেন?

কমলা। বাবার জন্যে এত অস্থির হব কেন? যাঁর স্নেহ ভালবাসা পেয়ে এত বড় হ'য়েছি, যাঁর শিক্ষা পেয়ে জ্ঞানলাভ ক'রেছি, যাঁর কথা শুনে

কথা ব'লতে শিখেছি, যাঁর হাত ধ'রে হাঁটতে শিখেছি, যিনি আমার জন্মদাতা, তাঁর জন্যে ব্যস্ত না হয়ে আর কার জন্যে ব্যস্ত হব? তিনি আপনার অন্ন-আচ্ছাদন বর্জ্জিত হয়ে পরের বাড়ীতে দিন যাপন ক'রবেন ; আর আমি তাঁরই বিষয় সম্পত্তি দখল ক'রে, পেট ভরে খেয়ে, সুখে নিদ্রা যাব ? জগতে তাহ'লে কি কৃতজ্ঞতা থাকবে ? পরকালে তাহ'লে কি আমার গতি হবে ? তোমায় এত ক'রে বল্লাম, তুমি শুনলে না। তোমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রবার আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি বেঁচে থেকে বাপমার কষ্ট দেখ্‌তে পারব না। আমার মুক্তির উপায় আমি নিজেই দেখ্‌ব।

জগৎ। তা দেখো—আমি স্ত্রৈণ পুরুষ নই যে তোমার চোখ রাঙানিতে ভয় পাব। তোমার যা ইচ্ছা হয় করো—আমি বিষয় ফিরে দিতে ব'লতে পারব না।

কমলা। বেশ ! তোমার অনুমতি পেলাম ভালই। তবে তুমি আমার চেয়ে বিষয় সম্পত্তি মূল্যবান জ্ঞান কর, একথা তোমার মুখে না শোনাই ভাল ছিল। আমি এত তুচ্ছ কখনো নিজেকে মনে করিনি।

( কমলার প্রস্থান )

জগৎ। চমৎকার ! আমি এতকাণ্ড ক'রে বিষয় হাতালাম, আমায় বলে ফিরে দাও। - কি ভয়ানক কথা। যখনি ভনিতা ক'রে কথা তুলেছে, তখনি মনের ভাব বুঝতে পেরেছি। কি আবদার ! সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমায় নিয়ে বনে বাস করি। আমার এত ভালবাসা নেই। কিন্তু বাপকে কিছু লেখাপড়া না ক'রে দিয়ে ফেলে—তাদের সঙ্গে আর দেখা ক'রতে দিচ্ছিনে।

( প্রস্থান )

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

যাদবচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর—কক্ষ

অনিলা। আগে ভাবতাম, বিরহ-বেদনা কেমন। সে কি সত্য সত্য একটা বেদনা—না কবির কল্পনা? উপন্যাসে প'ড়তাম, এক রাজ-কুমারী গবাক্ষ দ্বার দিয়ে এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষকে দেখ্‌তে পেয়ে তার রূপে একবারে মোহিত হ'লো। তার কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমে উন্মাদগ্রস্ত হ'লো। ভাবতাম, তাও কি হয়? কেবলমাত্র চোখে দেখে একজনার জন্য একজন পাগল হ'তে পারে? বিশ্বাস হ'তো না। এখন দেখ্‌ছি সবই সম্ভব হ'তে পারে। আমার পাগল হবার বাকী কি? বিদেশ থেকে কেউ এলে ভাবি, হয়তো তার সঙ্গে মোহিতের দেখা হয়ে থাকবে—কত ছল ক'রে তার কথা শোনবার চেষ্টা করি। নিদ্রা যেতে ভয় হয়, স্বপ্নে পাছে মোহিতের নাম ক'রে ফেলি। রাত্রিতে মনে হয় কখন ভোর হবে, আলো দেখে বাঁচব, দিন এলে ভাবি কখন রাত হবে, মুখ লুকিয়ে ভাববো। আর এই কয়টা দিন—আজ,—কাল,—পরশু সংক্রান্তি গেলেই ভোরে মোহিতের সঙ্গে দেখা হবে। পাছে ঘুম না ভাঙে, এই ভয়ে এখন হ'তে ভোরে উঠ্‌তে আরম্ভ ক'রেছি। মোহিত যদি না আসে কি করে দিন কাটাব। সে আসবে না?

( মোক্ষদার প্রবেশ )

মোক্ষদা। মা, এবার বোধ হয় ভগবান আমাদের কষ্ট দেখে মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনি পত্র দিয়েছেন, পরশু তোমার বিয়ে। পাছে কেউ ভাঙ্‌চি দেবে ভয়ে—তিনি আগে সংবাদ দেন্‌নি। একেবারে সঙ্গে ক'রে পাত্র নিয়ে আসছেন। পাত্রটি বেশ তাঁর পছন্দ হ'য়েছে। মোট তিন হাজার টাকায় সব স্থির হ'য়েছে।

অনিলা। ( স্বগত ) কি সর্ব্বনাশ! ( প্রকাশ্যে ) মা, আমার জন্যে এতগুলো টাকা কেন নষ্ট ক'রবে? টাকা থাকলে তোমাদের কত উপকার হবে। আমি যদি চিরকাল তোমাদের দু'ট ভাত খেয়ে থাকি, তাতে ক্ষতি কি? আমি সংসারে কত কাজ ক'রে দেবো।

মোক্ষদা। ওকথা কি মনে ক'রতে আছে মা? ছেলেমেয়েদের সুখের জন্যেই তো টাকা। তুমি সুখে থাকলে, আমাদের কত আনন্দ হবে; ছেলেটি বইত' নয়—আমাদের এক রকমে দিন কেটে যাবে।

অনিলা। না মা, আমি চাই না আমার জন্যে তোমরা সর্ব্বস্বান্ত হও। আমি এ বেশ সুখে আছি। এর বেশী সুখ আর কি হবে? তুমি বাবাকে এখুনি সংবাদ দাও, আমার জন্যে এতটাকা অপব্যয় ক'র্‌তে হবে না।

মোক্ষদা। তিনি কি তাতে সুখী হবেন মা? তোমার যদি বিয়ে না দিলে চ'লত, তাহ'লে কি তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন? তাঁর যা কর্ত্তব্য তিনি ক'রবেন, এখন তোমার কপাল।

অনিলা। না মা, আমি ব'লছি—বাবাকে সংবাদ দাও। আমার জন্যে এতগুলো টাকা খরচ ক'রে বিব্রত হ'তে হবে না। আমি তাতে কিছুতেই সুখী হবো না। তুমি বুঝতে পারছ না মা।

মোক্ষদা। ও কথা ব'লতে নেই মা। স্ত্রীলোকের সুখ কি? স্ত্রীলোকের সুখ, স্বামীপুত্র। যাদের স্বামী পুত্র নেই, তারা কি সংসারে সুখী হ'তে পারে? আপনার মুখ আপনি দেখে লোকে কত কাল থাকতে পারে? নিজের যখন সংসার হবে, ছেলে মেয়েরা খেলা ক'রে বেড়াবে, স্ত্রীলোকের মনে কত আনন্দ তখন বুঝতে পারবে। মন দ্বিধাশূন্য কর মা। মঙ্গল কার্য্যে কোন প্রকার আশঙ্কা ক'রতে নেই। আমি যাই, সব যোগাড় ক'রে ফেলি।

( মোক্ষদার প্রস্থান )

অনিলা। একি হ'লো! ভগবান একি ক'রলেন! ভাব্‌ছিলাম, এ তিন দিন যাবে কেমন করে। এখন দেখ্‌ছি দিন গেলেই আমার দুঃখ আসবে। এতদিন যখন সম্বন্ধ জুটল না, ভাব্‌লাম এই রকমেই দিন কেটে যাবে। এ দিন যে যাবার নয়। এখন করি কি? একজনকে মনে মনে আরাধনা ক'রে অপরের গলায় বরমাল্য দিতে হবে? এ যে ভয়ানক কথা! নিজের সুখের লালসা, ভালবাসার তৃপ্তি,সব ত্যাগ ক'রতে পারি, শারীরিক যত্নে পরের সেবা করতে পারি, কিন্তু আমার ধর্ম্ম রক্ষা হবে কি করে? সকল কার্য্যের মূল হ'লো মন। মনে মনে আমি যখন মোহিতকে কামনা ক'রেছি,—কার্য্যে না হ'ক— ধ্যানে যখন তাকে, আপনাকে উৎসর্গ করেছি, অন্য কাউকে বরণ ক'রলে আমি চিরকাল আত্ম-দেবতার কাছে দ্বিচারিণী হয়ে থাকব। এক ফুলে দু'বার পূজা হয়না, এক দ্রব্য দু'বার দান করা যায় না। আমাতে আর আমার কোন অধিকার নেই। পূজা করা ফুলের মত এ দেহ-প্রাণ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ ক'রব। এ ভিন্ন আর উপায় কি? পরশু বিবাহ—মোহিত তার পর দিন ভোরে আসবে ব'লে গেছে। এই

একটা দিনের জন্যে একবার তাকে দেখতে পাব না? যার উদ্দেশে জীবন ত্যাগ ক'রছি, এত অল্প সময়ের জন্যে তার সঙ্গে একবার দেখা হবে না? পরশু ভোরে আমি যদি গঙ্গার ধারে উলোবনে গিয়ে লুকিয়ে থাকি, কে আমায় দেখ্‌তে পাবে? একদিন—এক রাত্রি—কোন প্রকারে কেটে যাবে। মাকে লিখে যাব, "আমি জলে ডুবে মলাম"—ম'রবই তো। এ ভিন্ন আর উপায় কি?

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

যজ্ঞেশ্বরের বাটীর অন্তঃপুর—দরদালান

অন্ন। কমলা, মা, কি হ'য়েছে বল ?

কমলা। মা এসেছ, আমার কাছে এস। আমার বড় অসুখ, আমি আর বাঁচব না।

অন্ন। এই যে মা, আমি তো কাছেই আছি। হঠাৎ তোমার কি অসুখ হ'ল মা ? চোখ মুখ যে নীল বেঁটে গেছে। খাবার আঢাকা ছিল না তো ? দেখে খেয়েছিলে তো ?

কমলা। মা, আমি আর বাঁচব না। আমার জন্যে তোমরা অনেক কষ্ট পেয়েছ। আমার কোন দোষ নেই—আমার উপর রাগ ক'র না, মা।

অন্ন। ষাট্, ষাট্, ষাট্! ও কথা কি ব'লতে আছে মা ? আমাদের অদৃষ্টে কষ্ট আছে, তাই কষ্ট পাচ্ছি। তুমি কি ক'রবে মা ? তোমার কি হয়েছে বল ; আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে !

কমলা। কি আর ব'লব মা ? আমার উপর রাগ ক'র না ! আমার কোন দোষ নেই। একবার বাবা আসবেন না ? তাঁকে একবার ডেকে আন ! আমার বুকের ভিতর কেমন ক'রছে। তাঁকে শীগ্‌গির ডেকে আন।

অন্ন। তিনি এলেন ব'লে। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে বল, আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাই।

কমলা। কাউকে ডাকতে হবে না মা। ওঃ—আমার কোলে রাখ মা। আমার বড় কষ্ট। আমি তোমায় আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

অন্ন। এস, মা এস। কি কষ্ট হচ্ছে মা? ও রকম ক'রছ কেন? কি অসুখ হ'ল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

কমলা। মা, তুমি আমার মা—চিরকালই মা। আমার কোন দোষ নেই মা। তোমরা রাগ ক'র না মা। বাবা—

অন্ন। কমলা, কি হয়েছে বল্। আর তো আমি দেখতে পারিনে। আমি কখনো কোন কষ্ট পাইনি। আমার কপালে আবার কি ঘটাবি? এবার কিছু হ'লে আমি কপালে পাথর মেরে ম'রব। কেন অমন ক'রছিস্, বল্?

কমলা। রাগ ক'রনা মা, আমার কোন দোষ নেই। আমি আর বাঁচব না।

অন্ন। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! মেয়ে যে নীল বেঁটে গেল! কমলা, কিছু খাসনি তো? শীগ্‌গির বল্। নইলে তোর সামনে আমি আত্মহত্যা ক'রব।

কমলা। চুপ্, চুপ! আমি ব'লছি। কাউকে ব'ল না। আফিম খেয়েছি। তোমাদের কষ্ট আর দেখ্‌তে পারিনে।

অন্ন। এঁ্যা! বলিস কি! ওমা, কি সর্ব্বনাশ! ওগো কে আছ, দৌড়ে এস, দৌড়ে এস। কমলা আফিম খেয়েছে, আফিম খেয়েছে।

( যজ্ঞেশ্বর ও শশধরের প্রবেশ )

ওগো, দেখ কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—কমলা আফিম খেয়েছে।

যজ্ঞে। আফিম খেয়েছে! না—জগৎ কোন বিষ খাইয়ে দিয়েছে? কমলা কি ক'রেছিস বল্—শীগ্‌গির বল্, আমি এখনো বেঁচে আছি!

কমলা। বাবা, পা দাও বাবা। আমার কোন দোষ নেই, বাবা। আমায় ক্ষমা কর, বাবা। আমি নিজেই আফিম খেয়েছি। তোমাদের কষ্ট আর দেখতে পারিনে বাবা। ওঃ, গেলাম!

যজ্ঞে। এঁ্যা! কি সর্ব্বনাশ করিছিস্। ওরে, ডাক, ডাক। ডাক্তারকে ডেকে আন্। বাঁচা, বাঁচা, আমার মেয়েকে বাঁচা।

( জগত্তরে প্রবেশ )

জগৎ। এঁ্যা, কেমন আছে ? আমি ডাক্তার ডাকতে গিইছিলাম, ডাক্তার কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমি খুঁজে পেলাম না।

অন্ন। ও বাবা, কমলা আফিম খেয়েছে ব'ল্‌ছে—ওমা কি হবে!

জগৎ। আফিম খেয়েছে!

কমলা। ওঃ! মা—বাবা—তোমরা কোথায় ?

অন্ন। এই যে মা, আমরা তো কাছেই আছি।

কমলা। ওঃ, গেলাম।

অন্ন। ওগো, কমলা কি রকম ক'রছে। ওমা, কি হবে!

জগৎ। আপনারা কি ক'রছেন ? চোখে মুখেজল দিন। আমি যাই, আর একবার ডাক্তারকে দেখে আসি। ( স্বগত ) যা ব'ল্লে তাই ক'রলে।

( প্রস্থান )

কমলা। উঃ— ( মৃত্যু )

অন্ন। কমলা—কমলা—

যজ্ঞে। কই, আর তো কথা কইল না। কমলা! কমলা!—উত্তর দিলে ? শুনতে পাচ্ছ ? কমলা! কমলা! মা! কই, কোন সাড়া নেই ? সে নরাধম গেল কোথায় ? আমি তাকে একবার দেখি ( গমনোদ্যত )

শশ। থামুন, থামুন। এখনো হাত পা গরম আছে। ওরকম ক'রবেন না। স্থির হ'ন।

অন্ন। ও বাবা, দেখ ; আমাদের আর কেউ নেই।

শশ। যান, আপনারা স'রে যান। যা হবার তা হ'ল।

অন্ন। ও কমলা! কি কর্‌লি মা! আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি! ওগো, কি হ'ল?

যজ্ঞে। সত্যি, সত্যি, এত শীগ্‌গির্ সব শেষ হ'য়ে গেল? ছেলে, মেয়ে —ঘরবাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, সব শেষ? আমিই সব শেষ ক'রলাম। আমায় সব ধ'রে মারি, মার, আমি কি ক'রলাম—কি ক'রলাম!

( বক্ষে করাঘাত )

শশ। আহা, ওকি করেন? থামুন, থামুন! ( যজ্ঞেশ্বরের হাত ধরিয়া ) ওরকম কি ক'র্‌তে আছে? আপনি জ্ঞানবান লোক—এমন অধীর হ'লে চলবে কেন? স্থির হ'ন।

অন্ন। ওগো তুমি কি ক'রলে। বিষয় লিখে দিয়ে মেয়েকে আমার মেরে ফেল্‌লে। আমি কাকে নিয়ে সংসারে থা'কব! আমার যে সব ফুরিয়ে গেল; আমাকেও মেরে ফেল।

শশ। মা, আপনি চুপ করুন, উনি কি ক'রবেন? জগৎই এই সর্ব্বনাশের মূল। এখন তা আর ব'লে কি হবে?

যজ্ঞে। কেউ নয়, কেউ নয়,—আমিই সব সর্ব্বনাশের মূল। আমিই ছেলেকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়েছি; দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পুষে, আমিই বিষয় লিখে দিয়ে মেয়েকে মারলাম। কারও দোষ নয়—সব দোষ আমার। আমায় প্রবোধ দেবার কিছুই নেই। অনুতাপে আমার বুক গেল। একগাছা চিমটে নিয়ে খামচে খামচে আমার বুকের মাংস টেনে তোল। আমার সব দোষ। আমায় মার, মার, ( বক্ষে করাঘাত ) আমায় শাস্তি দাও—শাস্তি দাও।

শশ। ( যজ্ঞেশ্বরের হাত ধরিয়া ) এ্যাঁ! এ কি করেন? এ কি করেন? বড় বিপদে ফেল্‌লেন দেখ্‌ছি! মা, ধরুন—

বজ্রে। ধ'রোনা, ধ'রোনা। দেখ্‌লেনা, আমি কি ক'রলাম? আমার সোনার ছেলে-মেয়ে আমি বধ ক'রলাম! সবাই যে তাদের একমুখে সুখ্যাতি ক'রত! বাছারা বড় শান্ত, বড় সরল, শাসনের কথা ব'ল্লে সত্যি ব'লে মনে ক'রত। এত নিরীহ ব'লে এত সহজে আমি বধ ক'রতে পারলাম! আমার উপর বড় নির্ভর ক'রত! বাছারা কত কষ্ট পেয়েছে; মনে মনে কত দুঃখ করেছে! আমি বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রেছি। আমায় সবাই মিলে শাস্তি দাও, আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'ক! এই নাও, এই নাও—

( বক্ষে করাঘাত )

শশ। কি ক'রছেন? বাড়ীতে কি লোক নেই? কে আছ, একবার এসনা? আমি একলা সামলাই কি ক'রে? চলুন, আপনারা এখান থেকে উঠে চলুন। আর দেখ্‌বেন না।

বজ্রে। না, না, আমি কোনখানে যাবনা। আমি বাছার উপর রাগ ক'রেছিলাম, বাছার মনে বড় লেগেছে। ওঃ! কি ব্যথাই পেয়েছে! এমন মেয়ে কারও কি হয়? আমি আঁধারে না দেখ্‌তে পেয়ে পূজার ফুল পায়ে দলিয়ে ফেল্‌লাম। কি ক'রলাম! কি ক'রলাম! ওহো-হো-হো! কি সুন্দর! কি সুন্দর! এমন মেয়ে কি কারও হয়। মা চ'লে গেলে? একবারে গেলে? আমি আর তোমাকে ফেরাতে পারব না? দেখতো, ঐ তাকাচ্ছে নয়?

শশ। ভাই মোহিত, এই দেখবার জন্যে আমায় রেখে গিয়েছিলে? না, আমার তো এখানে থাকলে চ'লছে না। সবাই স'রে প'ড়েছে। আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরুন; আমি লোক ডেকে আনি। আর লোক হাসাবেন না। এ রকম অধীর হ'য়ে কোন ফল নেই।

( শশধরের প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য

### যাদবচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর

দরদালান

মোক্ষদা। ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) ওমা! একি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? জলে ডুবে ম'র্‌লি? হায়! হায়! হায়! এ দুর্ব্বুদ্ধি তোকে কে দিল মা? এমন দুর্ম্মতি তোর কেন হ'ল? দেখি, দেখি, আর একবার পত্রখানা প'ড়ে দেখি—"মা, আমি আজ জলে ডুবে মর্‌ছি। আমার জন্য তোমাদের সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে না। মরণে আমার কোন কষ্ট নেই—তোমাদের কষ্টই কষ্ট। আমার জন্য দুঃখ ক'রোনা। অনিলা।" হায়! হায়! আমি তখনি ব'লেছি, মেয়ে বড় অভিমানী; তাকে কোন কথা ব'লনা। যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল?

( মঙ্গলার প্রবেশ )

মঙ্গলা, মঙ্গলা, কি হ'ল? অনিলাকে পাওয়া গেল?

মঙ্গলা। আর মা! শোনবামাত্রেই গাঁ শুদ্ধ লোক গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। এ মুড়ো ও মুড়ো বড় জাল ফেলে খুঁজতে লাগলো। জল তোলপাড় ক'রে ঘোলা ক'রে ফেল্লে। কোন পাত্তা মিল্‌লো না, কোন পাত্তা মিল্‌লো না, মা। কোথায় কোন স্রোতে ভেসে গিয়েছে। আর কি খোঁজ পাওয়া যায়। এই সবাই দুঃখ ক'রতে ক'রতে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে—হেই মা, অনিলা জলে ডুবে ম'রলে কি ক'রে? দম্ আটকে গেলনা? আমি বুড়ী হ'য়ে গেলাম, এখন পর্য্যন্ত ডুব দিতে পারলাম না; ডুব দিতে গেলেই ভয়ে মরে যাই—প্রাণ উমুরি ক'রে ওঠে।

ওমা, তার কোন কষ্ট হ'ল না? ওমা, একি মেয়ে মা? এমন তো কখনো দেখিনি।

মোক্ষদা। পাওয়া গেলনা? আমায় একবার নিয়ে চল মঙ্গলা; আমি একবার গঙ্গার জলে খুঁজে দেখি। আমার কেউ নেই মঙ্গলা।

মঙ্গলা। হা মা, তুমি পাগল হ'য়েছ? এত লোক খুঁজে পেলে না, আর তুমি গিয়ে খুঁজে বার ক'রতে পারবে? তুমি ও তলিয়ে যাবে। ছেলেটার কি গতি হবে? প্রাণপণে সবাই খুঁজেছে। সবাই ব'লতে লাগল "এমন মেয়েও যায়,—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী"। কোথায় আজ গহনা-গাটি প'রে বিয়ে ক'রতে ব'সবে, না জলে ডুবে ম'লো? ওমা কি কপাল! কি কপাল!—ওমা, আর শুনেছ? আস্‌তে আস্‌তে শুনলাম, কমলাও আজ আফিং খেয়ে ম'রেছে। দু'জনায় যেমন গলায় গলায় ভাব ছিল, তেমনি ম'লও ঠিক এক সময়ে। বোধ হয় দুজনা জোট ক'রে ম'রেছে। ওমা! আজ কালকার মেয়েদের কি বুদ্ধি। কথায় কথায় প্রাণ বার ক'রে ফেলে। এত কষ্ট পাই তবু ম'রতে পারলাম না। সোয়ামী খেতে দিলে না—ছেলেতে খেতে দিলেনা —পরের বাড়ী খেটে খাই, তবু মর্‌তে পারলাম না। এদের কি জেদ!

মোক্ষদা। আর ব'ল্‌তে হবে না মঙ্গলা। এতক্ষণে বুঝেছি, দু'জনা জোট ক'রেই আত্মহত্যা ক'রেছে, দু'জনাই বাপ মার কষ্ট দেখে ম'রেছে। আমি কি ক'রব মঙ্গলা? তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পাত্র খুঁজে আন্‌ছেন, অনিলা কি ক'রলে মঙ্গলা—আমি কি করে তাঁর কাছে মুখ দেখাব। আমার একি সর্ব্বনাশ হ'ল। ও অনিলা। ফিরে আয় মা।

( কাঁদিতে লাগিলেন )

মঙ্গলা। চুপ কর মা, চুপ কর। কি ক'রবে বল! সে কি তোমার মেয়ে ছিল? সে তোমায় ছ'লতে এসেছিল—বলা নেই, কওয়া নেই, জলে ডুবে ম'লো—ওমা—কি মেয়ে মা, অবাক হলাম, অবাক হলাম।

( নেপথ্যে বেহারার শব্দ—"হিঁয়ো, হিঁয়ো, কাঁটা খোঁচা, সাম্‌লে চলিস্—হিঁয়ো—ব্যাস্" )

মোক্ষদা। মঙ্গলা, ঐ বুঝি তাঁরা এলেন—আমি তাঁকে কি ব'লব? আমি যাই।

( ঘরের ভিতরে প্রবেশ )

( পাত্রের পিতা নবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া যাদবচন্দ্রের প্রবেশ )

যাদব। আসুন, আসুন্, সঙ্কুচিত হ'চ্ছেন কেন? ভিতরে আসুন্। আমরা জামাই বেয়াইকে বাইরে বসাইনে। মঙ্গলা, চুপ করে আছিস কেন,—উলু দে? বর এসেছে। একে পা ধোবার জল এনে দে। ইনি বরের পিতা।

( মঙ্গলার জল আনিতে প্রস্থান )

নবীন। বাঃ! আপনার বাড়ী তো বেশ দেখছি! খাসা সাজান্ গোচান—সব দামী দামী আসবাব-পত্র। আপনি গরীব ব'ল্‌ছিলেন কি ব'লে? বড় লোকের বাড়ীতে এ সব সামগ্রী দেখ্‌তে পাওয়া যায়না। আপনার ঘরবাড়ী দেখে বড়ই সুখী হ'লাম। বড়ই সুখী হ'লাম। ভাল, ভাল!

যাদব। প্রথম বয়সে এই সব ক'রেছিলাম। তখন তো ভাবিনি মেয়ের বিয়ের জন্য এমন বিপদে পড়্‌তে হবে। হাতে যা নগদ টাকা ছিল সব খরচ ক'রে ফেলেছি। এখন তাই কষ্ট।

নবীন। ( একটু হাসিয়া ) তা বেশ! ভালই ক'রেছেন। মেয়ের বিয়ে

দিতে ব'সলে গরীব সাজতে হয়। অনেক টাকা বাড়ীতে ঢেলেছেন। সবই হাল ফ্যাসানের দেখ্‌ছি। বেশ, বেশ!

(মঙ্গলার জল লইয়া প্রবেশ)

যাদব। হাত-পা ধুন। বসুন।

নবীন। ব'স্‌ছি ব'স্‌ছি।—দেখুন, আমার মনে ভয়ানক একটা খটকা বেধেছে; আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, আপনার সঙ্গে কোন মনোমালিন্য হওয়া উচিত নয়—বিয়ের আগে সব পরিষ্কার ক'রে নেওয়াই ভাল। আপনি তিন হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হ'য়েছেন, মেয়ের অলঙ্কার তো এর ভিতর ধরেননি? সালঙ্কারা কন্যা আপনাকে সম্প্রদান ক'রতে হয় কিনা, তাই আপনাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছি—যদি ভুল ভেবে থাকেন।

যাদব। বেয়াই ব'লে কি পরিহাস ক'র্‌ছেন?

নবীন। পরিহাস নয়, মশায়। সব কথা বিয়ের আগে পরিষ্কার ক'রে নেওয়াই ভাল, পরে কোন প্রকার গণ্ডগোল না হয়।

যাদব। কথা তো সব পরিষ্কার ক'রেই বলা হয়েছে। মোট-মাট তিন হাজার—আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি একটা ফর্দ্দ ক'র্‌তে বল্লাম, আপনি ব'ল্লেন, "কোন দরকার নেই, মানুষের এক কথা"; এখন আবার একি ব'লছেন?

নবীন। এই দেখ্‌লেন! ভাগ্যি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলাম। আপনি ঠিক ভুল ক'রে ব'সে আছেন। অলঙ্কার না দিয়ে মেয়ে সম্প্রদান করা কি হয়? এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা! আমি কি তাই বল্‌তে পারি?

যাদব। আমি কি তাহলে মিথ্যা কথা ব'ল্‌ছি? আপনি না ব'ল্লে আমি

মেয়ের বিয়ে দিতে অগ্রসর হই? আমার কি আর বেশী দেবার ক্ষমতা আছে, তাই আমি রাজী হব? আপনি শুভ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন কেন? আপনার সম্মতি পেয়ে আমি উৎসাহে আপনাদের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি। আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। আপনার এই কথা শুনে আমার বুকের ভিতর দপ্ ক'রে উঠল। পরিহাস ক'র্‌তে হয় অন্য সময় ক'রবেন।

নবীন। বসুন, বসুন, রৌদ্রে বড় কষ্ট হ'য়েছে। আপনি মস্ত একটা ভুল ক'রে ফেলেছেন। তিন হাজারের সঙ্গে অলঙ্কারের কোন সম্বন্ধই নেই। অলঙ্কার একসুট মোটামুটি আপনাকে দিতেই হবে। তা না হ'লে কি বিয়ে হ'তে পারে? অলঙ্কার গড়াবার তো আর সময় নেই, নগদ টাকা ধ'রে দিন। আমি কিনে আনাচ্ছি।

যাদব। হা মশায়, আপনি কি পাগল হ'য়েছেন? চার পাঁচ ঘণ্টা পরে কন্যা পাত্রস্থ হবে, বিয়ের সব ঠিক ঠাক্, আপনি নূতন দেনা পাওনার কথা নিয়ে এলেন? আমার এমন কি ভাল অবস্থা দেখ্‌তে পেলেন, যাতে একেবারে এত টাকার অলঙ্কারের দাবী ক'রে ব'সলেন?

নবীন। সব দিতে না পারেন অন্ততঃপক্ষে আড়াই হাজার টাকা তো অলঙ্কার বাবৎ দিতে হবে। তা না পারলে বিয়ে কি করে হয়?

যাদব। আপনি হাসালেন দেখ্‌ছি। আমার আর একশত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই। মেয়ের গায়ে যা দু'এক খানা গহনা আছে তাই দিয়ে সম্প্রদান ক'রব। আর যেমন কথা হ'য়েছে আপনাকে নগদ তিন হাজার টাকা দেব। আপনি অনর্থক কথা ক'য়ে জিনিসটা তেতো ক'রবেন না।

নবীন। যে তিন হাজার টাকা যোগাড় করতে পারে, সে আর কিছু

যোগাড় ক'রতে পারে না, আমি বিশ্বাস করিনে? সব দিতে না পারেন, অলঙ্কার বাবৎ হাজার দুই দেবেন। তাতে কি হ'য়েছে? একেবারে কিছুই দিতে পারব না ব'ল্লে চ'লবে কি করে?

যাদব। হাঁ মশায়, আপনি ব'লছেন কি? টাকা কি আমার ঘরে বোঝাই করা আছে, আপনি ব'লবেন আর আমি বার ক'রে দেব? আমায় ধার ক'রে এই টাকা জোগাড় ক'রতে হয়েছে। আমার আর কিছু নেই।—এই নেন, আমার সিন্দুকের চাবি ফেলে দিচ্চি। আপনি ভাল করে থানা-তল্লাসী করে দেখুন। আমায় আর কষ্ট দেবেন না। জলতৃষ্ণায় আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'চ্চে না। দয়া ক'রে বসুন। বাইরে বর, বরযাত্রীরা ব'সে আছেন; তাঁদের তত্ত্বাবধান ক'রতে পাচ্ছিনে। তাঁরা কি মনে ভাববেন?

নবীন। আর তত্ত্বাবধান ক'রতে হবে না। এই তিপান্তর দেশে আমাদের টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এসে দুর্গতির একশেষ ক'রলেন। দেন, এখন আমাদের পাথেয়টা দেন, আমরা চ'লে যাই। বিয়ে দিয়ে কাজ নেই।

যাদব। বলেন কি? আপনি প্রবীণ, জ্ঞানী, আপনি ছেলেমানুষের মত কথা ব'লছেন যে? মেয়ের বিয়ে না হ'লে আমায় সমাজচ্যুত হ'তে হবে! মেয়ে চিরকাল অবিবাহিতা থাকবে। সহর দেশের মত আমাদের কি দরজা বন্ধ ক'রে বিয়ে দিলে চলে? গাঁয়ের লোক নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, এখুনি তাঁরা আসবেন। আমি তাঁদের কি ব'লব?

নবীন। আর আমি যে শুধুগায়ে ছেলের বউ নিয়ে যাব, আমার আত্মীয়-স্বজন যে আমার গায়ে ধূলো দেবে, সে কথা তো ভাবছেন্ না?

যাদব। তা আমি কি ক'রব? আপনি সব নগদ নিতে রাজী হ'লেন; অলঙ্কার দেবো কোত্থেকে?

নবীন। আচ্ছা, আপনি ভুল বুঝেছেন ব'লছেন—যান, আর এক হাজার টাকা নগদ দিন। আমি এখুনি কলিকাতায় লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। কি ক'রব—আপনার কাছে লেখাপড়া করে নেওয়াই উচিত ছিল। এত কথা ব'লতে হ'ত না।

যাদব। কি বিপদ! আমার আর কিছু নেই, নেই, নেই। আমায় রেহাই দিন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিনে। আমি গেলাম। ভগবান! আমায় আবার কি আপদে ফেল্লে? আর কত কষ্ট দেবে?

নবীন। তা'হলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমরা চল্লাম—

( গমনোদ্যত )

যাদব। মশায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; ( পা ধরিয়া ) আমার বড় অনুপায়, আমি বড় দরিদ্র; দেশের মাঝে আমার মাথা নত করাবেন না। আমার প্রাণে আর সহ্য হবে না, আমার এখুনি প্রাণ বার হবে।

( মোক্ষদার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ )

মোক্ষদা। ওগো, আর লোকের পায়ে মাথা কুটতে হবে না। সব শেষ হ'য়েছে। অনিলা নেই, অনিলা মারা গিয়েছে।

যাদব। এঁ্যা! নেই! অনিলা মারা গিয়েছে?—বেশ হ'য়েছে। নরাধম! আরও টাকা চাও? সর্ব্বস্ব নিয়ে শান্ত হবে না, বুক চিরে রক্ত খেতে চাও? এই নাও—এক হাজার—

( নবীনকে গলহস্ত প্রদান )

নবীন। আঃ-হা-হা—ওকি করেন ?

যাদব। এই নাও, দু' হাজার—

( নবীনকে পুনরায় গলহস্ত প্রদান )

নবীন। ওরে বাবারে ! পালারে, পালারে, মেরে ফেল্লে রে—

( প্রস্থান )

যাদব। শোণিত-শোষক ! নরশার্দ্দূল ! কিছুতেই পরিতৃপ্তি নাই ? কেবল দাও, দাও। দুর্ব্বলকে পীড়ন, অসহায়কে লাঞ্ছনা, ভয়াতুরকে তাড়না করে উদর পূর্ণ ক'রছ ? জন-সমাজে খ্যাতি লাভ ক'রছ ? সমাজে এমন কেউ নেই তোমাদের নিন্দা করে, নৃশংস অত্যাচারী ব'লে তোমাদের সংসর্গ ত্যাগ করে ? সবাই বলবানের পক্ষপাতী ? —আঃ, মা ! আমায় বড় দায় হ'তে মুক্ত ক'রেছ। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে প'ড়েছিলাম। আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে, হাতে পায়ে ধ'রে, কোন উপায় করতে পারিনি ; অনাহারে অনিদ্রায় দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছি ; কারও দয়া হয়নি। তুমিই আমায় দয়া ক'রলে। —অনিলার কি হ'য়েছিল মোক্ষদা ? কবে মারা গেল ?

মোক্ষদা। ওগো, আজ ভোরে সে জলে ডুবে মরেছে। লিখে গিয়েছে, তার জন্যে এত টাকা খরচ ক'রে তোমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে না। আমি তখনি বলেছিলাম, মেয়ে বড় অভিমানী, তাকে কোন কথা ব'লো না, কি সর্ব্বনাশ হ'লো দেখ।

যাদব। ওঃ ! কি কষ্ট ! পিতা দরিদ্র হ'লে মেয়ের এই অবস্থা হয়। আমার মাথা ঘুরছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে।

মোক্ষদা। চল, শোবে চল। ও অনিলা, কি সর্ব্বনাশ করলি মা !

( সকলের প্রস্থান )

## চতুর্থ দৃশ্য

### বৈষ্ণবদিগের মঠ

মোহিত, নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণবগণ

নিত্যানন্দ। বাবা, আজ মাসের সংক্রান্তি—আজ কোনখানে যেতে নেই।

মোহিত। না বাবাজী, আজ আমায় যেতেই হবে। থাকবার জন্য আর আমায় অনুরোধ ক'রবেন না। একমাসকাল আপনারা আমার পরম যত্নে শুশ্রূষা ক'রেছেন। আমার জীবন একান্ত বাঞ্ছনীয় না হ'লেও, আপনাদের যত্ন-আদর কখনো ভুলতে পারব না। গরীবের আশীর্ব্বাদই সম্বল। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ক'রছি, আপনারা চিরদিন এই আম্রকাননের শান্তিসুখ ভোগ ক'রুন।

নিত্যানন্দ। বাবা, তুমি যাবার জন্য আজ এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? তুমি এখনো সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করনি। চোখ মুখ এখনো রক্তশূন্য, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, স্মৃতিশক্তিও সম্পূর্ণ ফিরে আসেনি; কথা ব'লতে ব'লতে ভুলে যাও। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ কর, তার পর তোমার গন্তব্য স্থানে যেও। এক মাস আছ বলে তোমায় লজ্জিত হ'তে হবে না। শুধু যে তোমার জন্য আমরা তোমার সেবা করেছি, তা মনে ক'রো না। তোমার মত নর-দেবতার শুশ্রূষা করা আমরা সৌভাগ্য মনে করি।

মোহিত। তবু আমার আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিত। যতদিন একেবারে

শয্যাশায়ী ছিলাম, আপনাদের পরিচর্য্যা গ্রহণ করায় আমার পাপ হয়নি। কিন্তু এখন আমি উঠে, চ'লে ফিরে বেড়াতে সক্ষম। এ অবস্থায় আপনাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকা কর্ত্তব্য নয়। আপনাদের যে কখনো প্রত্যুপকার ক'রতে পারব—সে ভরসা নেই।

নিত্যানন্দ। বাবা, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! সংসারে কখনো আদান-প্রদান করনি। এ প্রকার অবস্থায় পরের সাহায্য গ্রহণ করাতে পুরুষত্বের কোন হানি হয় না। মানব-সমাজে থাকতে হ'লে পরস্পরের সাহায্য না নিলে চলে না। আমরা মুষ্টিভিক্ষার প্রত্যাশী মাত্র; অন্য কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই। প্রত্যুপকার করবার ইচ্ছা তোমার মনে যদি চিরকাল বর্ত্তমান থাকে, যে কোন দুঃস্থ ব্যক্তির উপকার ক'রবে, সে উপকার আমাদেরই করা হবে। সেজন্য তুমি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয়োনা। তোমার যদি কোন অসুবিধা হয়ে থাকে তো বল, সাধ্যমত তা দূর করবার চেষ্টা ক'রব।

মোহিত। বাবাজী, এমন যত্ন জীবনে কখনো পাইনি। রোগের যন্ত্রণা যত বেশী হয়েছে আপনাদের পরিচর্য্যার আরাম ততই বুঝতে পেরেছি। এই আম্রকাননের স্নিগ্ধতা আর কোনও স্থানে উপভোগ করিনি। মধ্যাহ্ন সময়ে এই কাননের বহির্দ্দেশ রৌদ্রতাপে দগ্ধ হ'য়েছে, আমি এখানে শুয়ে অপরাহ্নের শীতলতা উপভোগ ক'রেছি। পীড়িত অবস্থায় প'ড়ে থাকলেও সময় কখনো দুঃসহ ব'লে মনে হয় নি। বৃক্ষান্তরাল হ'তে পিকরাজ সমস্ত কাননের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে, থেকে থেকে ডেকে উঠেছে, সেই স্বর বারবার শোনবার জন্য প্রত্যাশী হয়ে সময় অতিবাহিত করেছি। যখন মনঃসংযোগ ক'রবার কিছুই পাই নি, গাছে এক একটি করে আম গুণ্‌তে গুণ্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়েছি।

এমন শান্তিময় স্থানে বাস করা সৌভাগ্যের বিষয়। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে আজ যাবার জন্যে আমি এত জেদ ক'রতাম না।

নিত্যানন্দ। বাবা, তোমার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হ'চ্চে। তুমি পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক দেখে, আমরা তোমার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি। তোমার মত লোকের মাঠে লুন্ঠিত হওয়া কিছু অসঙ্গত বলে মনে হয়। যান ব্যতিরেকে গমনাগমন করা তোমার মত লোকের সম্ভব নয়। তোমার এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্য্যোগে মাঠের উপর দিয়ে একা যাচ্ছিলে? কোন প্রকারে যদি বা রক্ষা পেলে, আবার বিপদে ঝাঁপ দিতে চাও? ভাগ্যবিপর্য্যয় সকলেরই ঘটতে পারে, কিন্তু তোমার দুরবস্থা যেন ইচ্ছাকৃত বোধ হ'চ্ছে। তোমার প্রাণ রক্ষা ক'রে তোমার উপর আমাদের মমতা জন্মেছে। তোমার মনে কিসের অস্থিরতা আমায় যদি ব'লতে, আমি বড়ই সুখী হ'তাম।

মোহিত। সে সব শুনে কি ক'রবেন? আপনাকে আর মনঃকষ্ট দিতে চাইনে। আমার একজন আত্মীয় অতিশয় পীড়িত হওয়ায়, দূর হতে ভাল একজন ডাক্তার ডাকতে দৌড়ে যাচ্ছিলাম; ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ সামলাতে না পেরে মাঠে অচেতন হয়ে পড়ি, তার পর আপনারা জানেন। আমার আত্মীয়ের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে প'ড়েছি। সে আছে, কি নেই, তাই এখন সংশয় জন্মেছে। মনের আশঙ্কা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হচ্চে। সংবাদ না জেনে কিছুতেই থাকতে পারব না।

নিত্যানন্দ। বাবা, তোমার আত্মীয় কোথায় আছেন? আমার মঠের বৈষ্ণবগণ ছ' সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে ভিক্ষার জন্য গিয়ে থাকে।

তারা গ্রামের সংবাদ অনেকটা ব'লতে পারে। যদি কোন অশুভ ঘ'টে থাকে, তারা বল্‌তে পারবে।

মোহিত। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু তাতে আমার মন কি নিশ্চিন্ত হবে? আমার আত্মীয়ের বাস পাটুলিগ্রামে।

নিত্যানন্দ। ভক্তগণ, তোমরা কেউ ইতিমধ্যে পাটুলিতে ভিক্ষায় গিয়েছিলে?

হরিদাস। আমি আজই সে গ্রামে গিইছিলাম।

নিত্যানন্দ। সে গ্রামের সব কুশল তো?

হরিদাস। সব কুশল কি করে বলি—সে গাঁয়ে শুন্‌লাম দু'ট বাড়ীতে দু'ট মেয়ে আজ আত্মহত্যা ক'রেছে। ভারি কাঁদাকাটি ক'রছে। সেখানে আর ভিক্ষা পেলাম না।

মোহিত। সে কি? আত্মহত্যা ক'রেছে?

হরিদাস। তাই তো শুন্‌লাম—লোকে বড় দুঃখ ক'রছে।

মোহিত। দুই বাড়ীতে দু'টি মেয়ে, না একটা বাড়ীতে একটা মেয়ে?

হরিদাস। আজ্ঞে, দু'ই বাড়ীতে কি একটা বাড়ীতে ম'রেছে, আপনি জিজ্ঞাসা করাতে সেটা ধোকা লেগে যাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ীতেই দুবার গেলাম, কি দু'টি আলাদা বাড়ীতে গেলাম, সেটা এখন ঠিক ক'রে ব'লতে পাচ্চিনে। আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি—উঁহু, ঠিক মনে হ'চ্চেনা। ঠিক ক'রে ব'লতে পারলাম না।

মোহিত। আচ্ছা, একটা বাড়ীর সাম্‌নে একটা তেঁতুলগাছ আছে ব'লতে পার?

হরিদাস। একটা গাছ আছে ব'লে যেন মনে হ'চ্ছে; সেটা তেঁতুলগাছ, কি তাল গাছ, ঠিক ক'রে ব'ল্‌তে পারলাম না।

মোহিত। তেঁতুলগাছ চেননা ?

হরিদাস। চিনি সবই, কিন্তু ভাল করে দেখবার কি সময় পাই ? ঘুরতে ঘুরতে মাথার কি ঠিক থাকে ? তাড়াতাড়ি গাঁ ঘুরতে হয়। একদিন যে বিপদে প'ড়েছিলাম্ মশায় ! আনমনে এক গোয়ালঘরের দরজায় গিয়ে খঞ্জনী বাজাচ্ছিলাম, একটা বিয়ন্ত গরু দড়া ছিঁড়ে, যে তাড়াটা ক'র্‌লে—বাপরে। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে তবে প্রাণ বাঁচাই। আচ্ছা, আপনি এক সপ্তাহ সবুর করুন ; আমি ফের্ সেখানে গিয়ে আপনাকে নিখুঁত খবর এনে দেবো।

মোহিত। আমায় আর খবর এনে দিতে হবেনা। বাবাজী, আমারই বোধ হ'চ্ছে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমি আর বিলম্ব করতে পারিনে। আমায় এখুনি বিদায় দিন।

নিত্যানন্দ। বাবা, এতো অপঘাতের কথা শুন্‌ছি। তোমার আত্মীয়তো পীড়িত ব'লছিলে ? তোমার ভাবনার কারণতো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।

মোহিত। অপঘাত কি একপ্রকার ব্যাধি নয় ? প্রাণত্যাগ করবার অনেক পূর্ব্বে মানুষের মনে এ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। মানুষ কিছুতেই শান্তি পায় না—মৃত্যু-চিন্তাই তার মনে প্রবল হয়ে থাকে—কোন বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হলে সে মৃত্যুই আলিঙ্গন করে। আমার আত্মীয়ের যে এ ব্যাধি হয়নি, আপনি কি ক'রে বুঝলেন ?

নিত্যানন্দ। যাই বল বাবা, তোমার জীবন কিছু রহস্যময় বোধ হ'চ্চে। এ বয়সে নিজের প্রাণ অপেক্ষা লোকে পরের প্রাণ বেশী মূল্যবান জ্ঞান করে। তুমি এ সময় যাবে, কিন্তু আশ্রম পার হতেই দুর্গম মাঠ। সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি। বন্য শূকরের উপদ্রবে লোকে কেউ রাত্রিতে

বাড়ীর বার হয় না। তোমার যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন কি করবে? একবার দৈববলে আমাদের সম্মুখে প'ড়েছিলে, তুলে নিয়ে এসে প্রাণ রক্ষা ক'রলাম, দৈব বার বার সহায় হয়না। হেলায় জীবন হারাবে?

মোহিত। প্রাণ কি বাবাজী! ছেলেবেলায় খেল্‌তে খেল্‌তে একটা পালকে ফুঁ দিতাম। পালকটা উড়্‌তে উড়্‌তে কোথায় চ'লে যেত। আমার মনে হয় আমি এই প্রাণও এক ফুতকারে উড়িয়ে দিতে পারি। আপনি কার জন্য ভাবচেন? ভাল ক'রে দেখেননি, আপনি মাঠ থেকে একটা ফুটো কলসী কুড়িয়ে এনেছেন। ভাগাড়ে প'ড়ে থাকাই আমার উচিত ছিল। আমি কারও উপকারে আসব না। আমার মত তুচ্ছ জীবন আর নেই।

নিত্যানন্দ। আহা! বাবা, তুমি এ কথা ব'লছ? মানুষের মধ্যে তা হলে সুখী কে? তোমার এমন মোহন মূর্ত্তি, মধুর বচন, সর্ব্বজন প্রীতিকর স্বভাব, তোমায় পেলে লোকমাত্রই সুখী হয়; তোমার মনে এমন বৈরাগ্য! যা হ'ক বাবা, তোমায় আর আমি অবরোধ ক'রতে চাইনা। তোমার এ আবেগ রোধ ক'রলে বিপরীত ফল ঘট্‌তে পারে। তোমায় বিদায় দিচ্ছি। আমার এই শাণিত বল্লম আর এই লণ্ঠনটী নাও। বন্য জন্তুর সম্মুখে প'ড়লে তবু আত্মরক্ষা করবার ভরসা থাকবে। একবারে নিঃসম্বল অবস্থায় যাওয়া ভাল নয়। রক্ষা করেন শ্রীহরি, তবে আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়।

মোহিত। দেন বাবাজী—(বল্লম ও লণ্ঠন গ্রহণ করিয়া) আপনাদের সকলের কাছে বিদায় প্রার্থনা করছি। আপনারা আমার অনেক ক'রেছেন, আমি কিছুই ক'রতে পারলাম না।

(মোহিতের প্রস্থান)

নিত্যানন্দ। দেখ হরিদাস, এ যুবকের ব্যাপার কিছু রহস্যময় বোধ হ'চ্চে। এ বয়সে মন উড়ো পাখীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোনখানে স্থির হয়ে বসতে চায় না। তুমি যখন ঐ গ্রামে ফের যাবে, ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে এসতো।

হরিদাস। আমার এখন মনে হ'চ্ছে একটা বাড়ীর সামনে একটা তেঁতুলগাছ আছে বটে। লোকটা যে তড়্‌বড়্‌ ক'রতে লাগল, আমি ভুলে গেলাম—একটা বাড়ী নয়—দুটো বাড়ী মনে হচ্ছে।

নিত্যানন্দ। যাক—না ব'লেছ ভালই ক'রেছ। আমি আগে জানলে তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তাম না। এস, আমরা ভগবানের নাম করি।

গীত

ওহে দীননাথ, দীনে কি পড়িবে মনে ?
আমি চেয়ে আছি তুমি সাড়া দিবে ব'লে,
তোমায় সব চেয়ে আপন জেনে।
ধন জন গৃহ মান অভিমান, ( ওহে ) ছেড়েছি তোমার লাগি,
কৌপীন প'রেছি, ভিখারী হয়েছি, সর্ব্বস্ব ত্যাগী।
শিশু ভেবে তোমায় কত স্নেহ করি
সোহাগে আদরে যত্নে বুকে ধরি,
সখাভেবে তোমায় কত ভালবাসি, তুমি ভুলনা আপন জনে।
( আমি ) খাওয়াব পরাব যতনে রাখিব,
সব সাধ মোর তোমাতে মিটাব,
তুমি হয়ে থেক মোর সাধনারি ধন, ( আর ) যেন কিছু না চায় প্রাণে॥

## পঞ্চম দৃশ্য

### গ্রামের সন্নিকটস্থ মাঠ

শশধর ও গঙ্গাধরের প্রবেশ

গঙ্গা। কিহে বাপু, তুমি যে একেবারে হন্‌হন্‌ ক'রেই চ'লেছ? একটু দেখেশুনে চল। কোথায় সাপের ঘাড়ে পা দেবে?

শশ। আপনি বলেন কি? এখন কি আস্তে আস্তে যাবার সময়? কি শোচনীয় ব্যাপার আপনি বুঝতে পারছেন না? একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে প্রাতঃকাল থেকে ঘরে ম'রে প'ড়ে আছে, এখন পর্য্যন্ত তার সৎকার হ'লনা। আমাদের গ্রামের কি দুর্দ্দশা ভাবুন দেখি? সৎকার করতে দু'জন লোক খুঁজে পেলুম না! যেমন ক'রে হ'ক অন্য গাঁ থেকে দুচারজন লোক ডেকে রাত্রির মধ্যে সৎকার ক'রতেই হবে। একেতো বাপ মা মেয়ের শোকে উন্মত্ত, তার উপর এই এক বিপদ!

গঙ্গা। যা ব'লছ, আমি তা বুঝতে পারছি, কিন্তু এই অপঘাতে মৃত লাস পুড়িয়ে কে দায়রায় সোপরদ্দ হ'তে যাবে? যার কাছে যাব, সেই ব'লবে, হয় বাড়ীতে মানা আছে, না হয় ঠাকুরের মানস আছে। আমায় যেখানে যেতে বল আমি যাচ্ছি। মোহিত আমায় বড় ভালবাসত; তার উপকার ক'রতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু বাবা, স্পষ্ট ক'রে বলা ভাল; এত দৌড়িলে আমি পেরে উঠ'ব না।

তোমার পিছু পিছু দৌড়িতে দৌড়িতে কোঁক টেনে ধ'রেছে, হুঁচোট খেতে খেতে আঙ্গুলগুলো ভোঁতা হ'য়ে গেল।

শশ। আসুন, আসুন, এখন কি আর আরাম খুঁজলে চল্‌বে? পরের বিপদকে নিজের ব'লে ভাবতে হয়। গ্রামের লোক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, অন্য গাঁয়ের লোক শুনলেই চ'লে আসবে। আসুন, আসুন।

গঙ্গা। একটুখানি দম্ নিই দাঁড়াও। নিজেকে বজায় রেখেতো পরের কাজ ক'রতে হবে? তোমাদের মত বয়সে আমরা কি কোন কষ্ট গ্রাহ্য ক'রতাম? শরীর পাথরের মত শক্ত ছিল। দায়ের কোপ মার্‌লে কাট্‌ত'না। এখন বাবা হাড়ের বাধুনি কিছু আলগা হ'য়ে গেছে, বেশী তাড়াহুড়ো ক'র্‌লে সব ছত্রকার হ'য়ে প'ড়বে।

শশ। আপনার যদি কষ্ট হয় আপনি বাড়ী ফিরে যান, আমি একলা যাচ্ছি।

গঙ্গা। বেশ বাবা। তুমিই ঠিক কলিকালের ছেলে! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বেশ পরোপকার কর্‌'তে পার। আমায় দিয়ে অর্দ্ধেক রাস্তা এগিয়ে নিলে, এখন রাতদুপুরে তিপান্তর মাঠে এনে ব'লছ, ফিরে যান। একা এই অন্ধকারে যেতে আছে? আমায় দরকার না থাকে আমায় এগিয়ে বাড়ী দিয়ে এস।

শশ। কি আপদ! আমি কি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্য ডেকে এনেছি? আপনি প্রাচীন লোক, আপনি একটু কাকুতিমিনতি ক'রে ব'ল্লে, লোকে আপনার কথা রাখতে পারে। আমাদের মত ছেলে ছোকরার কথা লোকে গ্রাহ্য করেনা। আপনি পথের মাঝে বেঁকে দাঁড়ালেন? আপনার যেতে ইচ্ছা না হয়, আপনি যাবেন না। আমি একা চ'ল্লাম। আপনাকে আমি এগিয়ে দিয়েআসতে পারব না।

গঙ্গা। আহা, আমি কি যেতে নারাজ হচ্ছি? আমি তো তোমার সঙ্গে যাবার জন্যেই বার হ'য়ে এসেছি। এখন চ'লতে না পারলে কি করি বল? চল, একটু আস্তে আস্তে চল, তা হ'লেই হবে। তোমারও তো দেহে দরদ আছে। যদি একটা অসুখবিসুখ হ'য়ে পড়ে তখন মুস্কিলে প'ড়বে। দাও, লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও, তুমি অনেকক্ষণ ধ'রে আছ।

শশ। না, না, থাক। আপনাকে আর লণ্ঠন ধ'রতে হ'বেনা। আমিই নিয়ে যাচ্ছি, আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা।

গঙ্গা। না, না, তাকি হয়? শেষ পরে ব'লবে, "মামা আমায় দিয়ে লণ্ঠন বইয়ে নিয়েছেন।" দাও, আমায় এবার দাও।

শশ। কি আপদ! এই নেন্, লণ্ঠন নেন্, চলুন। (লণ্ঠন প্রদান)

গঙ্গা। চল, চল, আমি যাচ্ছি। তোমার ভয় কি? তোমার পিছু পিছু যাচ্ছি।

শশ। কি আশ্চর্য্য! আপনি পিছনে লণ্ঠন নিয়ে থাকলে আমি যাব কি ক'রে? আপনার খুব বিবেচনা দেখছি!

গঙ্গা। তা বটে, আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি লণ্ঠনটা তুলে ধরি, তুমি চল, চল। দিব্যি পরিষ্কার রাস্তা, কোন ভয় নেই,—খরগোসের মত খর্ খর্ করে চ'লে চল। তোমাদের এখন উঠ্তি বয়স, তোমাদের উদ্যম কত! শক্তি কত!

শশ। আপনি বড় বিপদে ফেল্লেন দেখ্ছি। আলো দেখালে হবেনা, আলো নিয়ে আগে আগে যেতে হবে। না পারেন, আলো ছাড়ুন। দেরী করাবেন না।

গঙ্গা। বটে, বটে। ভাল দেখ্তে পাচ্ছ না? আচ্ছা এস, পাশাপাশি

হ'য়ে যাই ; আশু পেছুতে আর কাজ নেই—তোমার ভয় ক'র্‌ছে, বুঝতে পেরেছি।

শশ। দিন্, দিন্, আলো ছেড়ে দিন। পাশাপাশি হ'য়ে যেতে হবে না। অনর্থক দেরী ক'রে দিচ্ছেন।

গঙ্গা। দোহাই বাবা, আলো কেড়ে নিও না। লণ্ঠন তোমার হাতে থাকলে, আমার নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। এস, আমি যাচ্ছি, যা থাকে কপালে। ( কিছু দুর অগ্রসর হইয়া ) আরে, দেখ, দেখ, একটা আলো রেল গাড়ীর মত ছুটে আসছে ! ঠিক আমাদের দিক লক্ষ্য ক'রেই আসছে। একটু এঁকচেনা, বেঁকচেনা। শশধর, নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। আমাদের ধ'রতে আসছে। আর রক্ষা নেই। এস বাবা, আলো নিবিয়ে দিয়ে, দুজনায় অন্ধকারে চুপ করে ব'সে থাকি। তাহ'লে আমাদের আর দেখ্‌তে পাবে না। আর কোন উপায় নেই বাবা, ঐ এলো—ফু—ফু—ফু।

শশ। ওকি করেন, ওকি করেন ? আলো নিভাবেন না—নিভাবেন না। কেউ কোন দরকারে ছুটে আসছে। আপনার ভয় নেই।

গঙ্গা। আর ভয় নেই ! দেখছ না, আমাদের দিকেই ছুটে আস্‌ছে। আলো না নিভালে রক্ষা নেই—গপ করে এসে চেপে ধ'রবে। ফু—ফু—ফু—ফু—ফু।

শশ। করেন কি ; করেন কি ? অন্ধকারে যেতে পারব না। থামুন, থামুন। আমার পিছনে আপনি দাঁড়ান ; আপনার কোন ভয় নেই।

গঙ্গা। আর ভয় নেই ! ঐ এসে প'ড়ল। আমি তোমার আলো তবে আছাড় দিলাম। এই ( ভাঙ্গিতে উদ্যত )

শশ। আঃ! কি বিপদ! (গঙ্গাধরের হাত ধরিয়া) থামুন, থামুন।

গঙ্গা। আরে রেখে দাও, ঐ এসে পড়্‌লো!

শশ। ছাড়ুন, আমি নিবিয়ে দিচ্ছি।

গঙ্গা। আচ্ছা, নিভাও, শীগ্‌গীর নিভাও।

শশ। এই নেন্।

(আলো নিভাইয়া দিলেন)

গঙ্গা। এসো খানিকটা স'রে বসি। চুপ্, চুপ্!

(লণ্ঠন ও বল্লম হস্তে মোহিতের প্রবেশ)

মোহিত। এই তো আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী মাঠ। আর পা চল্‌চে না। যতক্ষণ দূরে ছিলাম, মনে একটা উৎসাহ ছিল, দেহে বল ছিল। এখন সব ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। অনিলা আছে কি নেই, জানবার জন্যে এত উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, কিন্তু এখন এগুতে ভয় ক'রছে। যদি কেউ বলে, 'অনিলা নেই, আত্মহত্যা ক'রছে', তা'হলে আমি কি ক'রব? গভীর রজনী, সমস্ত নিস্তব্ধ। অনিলার খাড়ীর লোক বোধ হয় এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। এই দিকে একটা আলো দেখ্‌ছিলাম, কোথায় গেল?

শশ। (অগ্রসর হইয়া) এঁ্যা! মোহিত, মোহিত, ভাই!

মোহিত। শশধর, শশধর, তুমি! তুমি এখানে!

শশ। মোহিত, এসেছ? চল ভাই বাড়ী চল।

মোহিত। শশধর, অনিলা কেমন আছে?

শশ। মোহিত, বাড়ী চল। দেখ্‌বে চল; তোমাদের আনন্দের সংসার কি মহাশ্মশানে পরিণত হ'য়েছে। তোমাদের গৃহের প্রদীপ, তোমার

প্রাণাধিকা ভগিনী কমলা, বাপমার কষ্টে কাতর হয়ে আজ আত্মহত্যা ক'রেছে। এখনো তার দেহ সৎকার অভাবে ঘরে প'ড়ে আছে; তোমার বাপমা শোকে উন্মত্ত, তাঁদের দেখবার কেউ নেই, খুব সময়ে তুমি এসেছ, তাঁদের সান্ত্বনা ক'রবে চল, ভাই।

মোহিত। কি সর্ব্বনাশ! কমলা আত্মহত্যা ক'রেছে! অনিলা কেমন আছে, শশধর? সেও কি আত্মহত্যা ক'রেছে?

গঙ্গা। আর বাবা, ওসব কথা কেন মুখে আন? তুমি উপযুক্ত ছেলে। তোমার বাপমার কি দুর্দ্দশা একবার দেখ্‌বে চল্‌। মেয়ের শোকে তাঁরা না আত্মহত্যা ক'রে ফেলেন! তুমি তাঁদের রক্ষা ক'রবে চল। তোমায় দেখ্‌লে তাঁরা অনেকটা শান্ত হবেন।

শশধর। চল, মোহিত, চল। তাঁদের কি শোচনীয় অবস্থা একবার দেখ্‌বে চল। তোমার মা কমলার পাশে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে আছেন। তোমার পিতা শোকে উন্মত্ত হ'য়ে ঘন ঘন বক্ষে করাঘাত ক'র্‌ছেন। তাঁদের প্রবোধ দেবার কেউ নেই। আমি সমস্ত দিন চেষ্টা ক'রে, সৎকার করবার জন্যে দুজন লোক খুঁজে পেলাম না, তাই ভিন্নগ্রামে লোকের চেষ্টায় যাচ্ছিলাম। জগৎই এই সর্ব্বনাশের মূল। সব বিষয় সম্পত্তি হাত ক'রে তোমার বাপ-মাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। তাঁরা মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, মামা দেখ্‌তে পেয়ে তাঁদের আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তুমি গেলে কিছুদিন পরেই তোমার বাবার রাগ প'ড়ে যায়। কেবল তোমার ভাবনায় তিনি দিন কাটাতেন। থেকে থেকে "মোহিত, মোহিত" ব'লে চীৎকারক'রে উঠতেন। মূর্ত্তিমতী দয়া, কমলা, পিতার দুঃখ আর সহ্য ক'রতে পারলো না—সে পিতৃচরণে প্রাণ

বিসর্জ্জন দিলে। দেখ মোহিত, কমলার কি পিতৃভক্তি! জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ রেখে, নিজের সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিকে না চেয়ে, মৃত্যু বরণ ক'র্‌লে। তুমি দেখবে চল, এখনো তার দেহ ঘর আলো ক'রে প'ড়ে আছে। বড়ই মর্ম্মান্তিক মোহিত! বড়ই মর্ম্মান্তিক—

মোহিত। বড়ই মর্ম্মান্তিক, শশধর! কমলা যে আমার বড় স্নেহের ভগিনী, বাপমার বড় আদরের মেয়ে! সে আত্মহত্যা করলে— কি সর্ব্বনাশ! শশধর অনিলা কেমন আছে? সেও কি আত্মহত্যা ক'রেছে?

শশ। যে যায়, সে তো সকল যন্ত্রনার হাত হ'তে রক্ষা পায়; যাদের রেখে যায় তাদেরই কষ্ট। কমলা তো গেল কিন্তু তোমার বাপমার কি শোচনীয় অবস্থা একবার ভাব। একে জগতের ব্যবহারে তাঁরা মর্ম্মাহত হ'য়েছিলেন, তোমার আশায় তাঁদের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল, কমলার মৃত্যুতে আর প্রাণ থাকেনা। এই সময় তুমি যদি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও, হয়'ত তোমায় দেখে তাঁদের জীবন রক্ষা হ'তে পারে। ভগবান একবারে মানুষকে নিরুপায় করেন না, এ দুর্দ্দিনে তাই তোমায় পাঠিয়েছেন। তোমার মনে এখন অন্য কোন চিন্তা আসা উচিত নয়। যাঁরা সহস্র কষ্ট সহ্য ক'রে তোমায় লালন-পালন ক'রেছেন, তাঁদের অবস্থা মনে কর।

মোহিত। চল শশধর, আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি এক কথায় বল, অনিলা আছে, কি নেই। তা না শুনলে আমি একপা অগ্রসর হ'তে পাচ্ছিনে। আমি যেন এখানে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে আছি। তোমার বাক্য আমায় কশাঘাত ক'র্‌ছে। আমায় আর কষ্ট দিওনা। বড় যন্ত্রণা শশধর, আমি আর সহ্য কর্‌তে পারছিনে। আমায় শীঘ্র বল।

শশ। কি আশ্চর্য্য! এ দুঃসময়েও তোমার অনিলার কথা মুখে আনতে লজ্জা হয় না? তুমি একেবারে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হ'য়েছ! আমি তোমার পরম বন্ধু; তোমার উপর আমারই রাগ হ'চ্ছে। অন্য লোক শুনে কি ব'লবে?

মোহিত। শশধর, তুমি কি জাননা, অনিলা আমার জীবনীশক্তি। আমার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য। তার সংবাদ জানবার জন্যে এই দুর্ব্বল শরীরে আমি চার ক্রোশ পথ আসছি। তার সংবাদ জানতে না পারলে, আমি একপাও অগ্রসর হ'তে পারিনে। অনিলা আছে কি নেই, আমায় শীগ্‌গির বল। এক মুহূর্ত্ত যদি বিলম্ব কর, এই দেখছ শাণিত বড়্‌শা, এর আঘাতে যে কোন হিংস্র জন্তু ধরাশায়ী হ'তে পারে, এই বড়্‌শা আমার বক্ষে নিক্ষেপ ক'রব। জানব, তুমিই আমায় মারলে।

গঙ্গা। আহা—হা—হা। আর চেপে রেখে কি হবে? শেষ পরে আর একটা খুন হবে, আমরাই তখন দায়ে প'ড়ব? ওহে বাপু, অনিলা নেই। সে মারা গেছে। তার কথা আর ভাবতে হবে না—সে ন্যাটা চুকে গেছে!

মোহিত। অনিলা নাই!

শশ। নাই, মোহিত।

মোহিত। এ জগতে অনিলা নাই? তবে এ জগৎও নাই। তা'হলে ক্ষিতিতে গন্ধ নাই, সলিলে রস নাই, অগ্নিতে দীপ্তি নাই, বায়ুতে স্পর্শ নাই, আকাশে শব্দ নাই। এ সংসারে অনিলা নাই? তা'হলে মনুষ্যহৃদয়ে দয়া নাই, স্নেহ নাই, ভালবাসা নাই। জগতে তাহ'লে আর দেখবার সামগ্রী নাই। আর কার চন্দ্রিকাধৌত রূপ-লাবণ্য

দেখে লোকে আনন্দিত হবে? কার লজ্জাপীড়িত কাতরতা পূর্ণ দৃষ্টি দেখে কৃপা পরবশ হবে? হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত বাসনা প্রশমিত ক'রে, একমাত্র দর্শন লালসাকে জাগরিত করতে, লক্ষ্যহীন মনকে এক কেন্দ্রে স্থাপিত ক'রতে এমন রূপ আর নাই। আজ আমার সব বন্ধন ছিন্ন; আত্মীয়-কুটুম্ব-ভার, সোদর স্নেহ, সৌহৃদ্য, সব শেষ। যে দীপের সাহায্যে জগতের সকল বস্তু দেখ্‌তে পেতাম, আজ সেই দীপ নির্ব্বাণ! আজ সব অন্ধকার। অনিলার কি হ'য়েছিল শশধর?

শশ। সেও আজ জলে ডুবে আত্মহত্যা ক'রেছে। আজ তার বিয়ের দিন ছিল।

মোহিত। বুঝতে পেরেছ শশধর, সে আমার জন্যই প্রাণ ত্যাগ ক'রেছে। অতল সাগরগর্ভে কত রত্ন নিহিত থাকে, লোকে কি তা জানতে পারে? সামান্য বালিকার ত্যাগ দেখ্‌লে? কি ভালবাসা! কি আত্মদান! এই দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে নিক্ষেপ ক'রলেও, এ দানের প্রতিদান দেওয়া হয় না। আমার ভালবাসার উপযুক্ত পুরস্কার পেলাম। আমি দিনরাত ভেবে ভেবে হৃদয়ের সব শক্তি দিয়ে যে প্রণয় পোষণ ক'রেছি, তার সম্পূর্ণ সফলতা লাভ ক'রলাম। প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! আমি এতটা ত্যাগ প্রত্যাশা করিনি। তোমার সামান্য সহানুভূতি পেলেই যথেষ্ট হ'ত। তোমার একবিন্দু অশ্রুপাতে হৃদয়ের সমস্ত দাবানল নির্ব্বাপিত হ'ত। পত্রাচ্ছাদিত কেতকী পুষ্পের মত তোমার অন্তরে এত অনুরাগ নিহিত ছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি। আমি কি এ দানের প্রতিদান দিতে জানি!—ভাই শশধর, আমি তোমায় সেদিন অনর্থক কষ্ট দেব না ব'লেই, অপেক্ষা

না করে চ'লে গিয়েছিলাম, কিন্তু মাঠে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই। এক মঠের বৈষ্ণবগণ আমায় তুলে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা ক'রে জীবন রক্ষা করে। আজ তোমার কাছে চিরকালের মত বিদায় নিচ্ছি। দুজনা একসঙ্গে জীবন যাত্রা আরম্ভ ক'রেছিলাম, জীবনের একই লক্ষ্য ছিল, এক তীর্থের যাত্রী ব'লে দুজনার ভিতরে অভিন্ন সম্বন্ধ জন্মেছিল, কিন্তু তুমি আমি ভিন্ন প্রাণী, ভিন্ন আমাদের অনুভব ক'রবার শক্তি, ভিন্ন আসক্তিতে আমার জীবন অন্য দিকে নিয়ে গিয়েছে। এ গতি ফিরাবার উপায় নাই। আমার এই নিয়তি বলে মেনে নিও। অনিলার উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আমি তার কাছে অঋণী হ'তে চাই। নিজের বিবেকের পথ অনুসরণ ক'রতে চাই। আমার আজ সকল উদ্যম, সকল আকাঙ্ক্ষা এইখানে শেষ। আমার জন্য কোন দুঃখ ক'র না। আমার কার্য্যের জন্য আমার কোন অনুতাপ নাই। এস ভাই, তোমায় একবার প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করি। ( আলিঙ্গন করিলেন ) আঃ—এখনো জীবনে সুখ অনুভব ক'রতে পারি।

শশ। মোহিত, আমি জানি, তুমি অনিলাকে কত ভালবাস; অনিলা যেমন জ্বলন্ত অনল, তুমিও তেমনি অশান্ত পবন। দুজনার সাক্ষাতে কিছুতেই নিবৃত্তি নাই। তুমি উৎসাহিত হবে বলে আমি এতদিন কোন সহানুভূতি দেখাই নাই। অনিলার জন্য জীবনের অনেক লক্ষ্য ত্যাগ করেছ, আর কেন ভাই, তার জন্য নিজের কর্ত্তব্য হারাও? প্রাণ দিলে কি তাকে পাবে? না—সেকি তোমার আত্মত্যাগ দেখতে আসবে? এখন তোমার যা কর্ত্তব্য তাই কর, এ মোহ ত্যাগ কর।

মোহিত। শশধর, তুমি কি বলছ? এই সরল মতি বালিকা আমার ভালবাসা বিশ্বাস ক'রে, আমার উদ্দেশে জীবন ত্যাগ ক'রলে, জগতের

সুখের প্রত্যাশা কিছুই রাখলে না, আর আমি বিবেক সম্পন্ন শিক্ষিত পুরুষ হ'য়ে জীবন লোলুপ, চিররুগ্ন রোগীর মত, চিরদিন উৎকট ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য ক'রে জীবন ধারণ ক'রে থাকব? চিরকাল অনুতাপে দগ্ধ হব? আমি এতটা সঙ্কীর্ণ হইনি। চ'ল্লাম শশধর। যতক্ষণ এ ঋণ শোধ করতে না পারি, আমার মনে শান্তি নেই।

( যাইতে উদ্যত )

শশ। দাঁড়াও, (মোহিতের হাত ধরিয়া) কোথা যাও? আমি যে তোমার বন্ধু, তুমি ভুলে গেছ? আমার প্রাণ থাকতে তোমায় প্রাণ ত্যাগ ক'রতে দেব না।

মোহিত। শশধর, আমি এখন মেঘচ্যুত বজ্র; আমায় কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারবে না।

শশ। মোহিত, আমি সর্ব্বংসহা পৃথিবী, আমি তোমায় বুক পেতে নেব।

মোহিত। হায় বাল্য সখা! আমায় নিশ্চিন্তে ম'রতে দেবে না? এখনো ভালবাসা দিয়ে বাঁধতে চাও? যতদিন জীবন তোমার অধীন ছিল, এই আবেগ তোমার জন্য অনুভব করেছি, তুমি ধ'রে রাখতে পারতে। এখন যে জীবনের অন্য গতি।—মনে পড়ে শশধর, বাল্যকালে এই মাঠে কতদিন ছুটাছুটি খেলা ক'রেছি? আমি দৌড় দিতাম তুমি আমায় ধ'রতে পারতে না?

( দৌড়িয়া পলায়ন )

শশ। এ্যাঁ, এ্যাঁ, কোথা যাও, কোথা যাও? দাঁড়াও, দাঁড়াও—

( প্রস্থান )

গঙ্গা। আরে, দাঁড়াও,—দাঁড়াও,—আমায় ফেলে যেও না,—ফেলে যেও না। শশধর! শশধর!—কোন সাড়া নেই! এরা উধাও হ'য়ে গেল! পায়ের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না, ক'র্‌লে কি? আমায় ফেলে পালালে? এখন আমি করি কি? যাই কোথা? কি অন্ধকার! কোন দিকে কিছু দেখা যায় না। নিজের হাত পা পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। এখন কি করি? এই যে—মেয়ে দু'ট ঘুরে বেড়াচ্ছে! ও বাবা, আমার দিকেই যে আসছে! আমায় কি বিপদেই ফেল্লে! রাম! রাম! রাম! দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! কালী! কালী! কালী! আমায় ধ'রে বুঝি! মুখ দিয়ে এদের ফেনা বেড়ুচ্ছে। কেবল ওদেরই দেখতে পাচ্ছি, আর কিছুই নজর হয় না। দৌড় দেব না কি? ও বাবা! এই মাঠে যে একটা পাতকুয়ো ছিল; তার পারেই বুঝি দাঁড়িয়ে আছি? দৌড়িলেই তো প'ড়ে যাব। প'চে ম'রে থাকব—কেউ কোন খোজ পাবে না। কোন্ দিকে যাই—এই যে এরা দাঁত কড়্‌মড়্ করছে! ও বাবা! চিবিয়ে খাবে নাকি? চেঁচাই ও—ও—ও। ও বাবা! এ যে গলা আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। আমার গলা চেপে ধরেছে নাকি? আমি যে চেঁচাতে পারছিনে। হায়! হায়! হায়! আমাকেও মরতে হ'ল। ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে হেলায় প্রাণটা হারালাম? যা থাকে কপালে, একপা একপা করে এগুই। একটু ফর্সা হয়ে আসছে এই যে—এই যে—এই যে—(একপা করিয়া অগ্রসর)

(প্রস্থান)

## ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গাতীর

মোহিত। প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! আজ এইখানে তোমার সঙ্গে দেখা হ'বার কথা ছিল। এখনো মনে হচ্ছে যেন তুমি দেখা ক'রতে আসছ। এইখানে তোমার প্রেমের প্রতিদান দিচ্ছি। ধন্য তোমার ভালবাসা! ধন্য তোমার ত্যাগ! আমার এ দেহে ব্যথা নাই। সকল যন্ত্রণার উপশম—এই বড়্‌শা! জানি না, তুমি জান্‌তে পাবে কি না, পরকাল কাল্পনিক কি সত্য, কিন্তু আমার জীবনের এই শাস্তি, তোমার ঋণ পরিশোধ ক'রে গেলাম। এই নাও—এই নাও—

( বক্ষে বড়্‌শাঘাত ও পতন )

( অনিলার প্রবেশ )

অনিলা। এইতো ভোর হ'য়ে আসছে। এইখানে অপেক্ষা করি। কি কষ্টেই দিন রাত কাটিয়েছি! মরণ চেয়ে বেঁচে থাকাই কষ্ট। কিসের শব্দ!

মোহিত। উঃ! প্রাণ তো যায় না? মরা কি কষ্ট। অনিলা ম'রলে কি ক'রে?

অনিলা। এঁ্যা! কে? এ যে মোহিতের কণ্ঠস্বর! মোহিত—মোহিত—

মোহিত। অনিলা—না—অনিলার প্রেতাত্মা?

অনিলা। আমি, মোহিত, আমি। একি?

মোহিত। তুমি বেঁচে আছ? মরনি?

অনিলা। আমি মরেছি মোহিত, মরেছি। কাল আমার বিয়ের দিন ছিল, তোমায় একবার দেখে ম'রব ব'লেই, আমি এই উলো বনে কাল ভোর থেকে লুকিয়ে ছিলাম; মাকে লিখে এসেছিলাম, আমি জলে ডুবে ম'রছি। তোমার এ সর্ব্বনাশ কে ক'রলে? একি? এ যে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত বা'র হ'চ্ছে? একি হলো?

মোহিত। তুমি আত্মহত্যা করেছ শুনে, আমি নিজেই বুকে অস্ত্রাঘাত করেছি। তোমার দানের প্রতিদান দিয়েছি। আমার রক্ষা নাই, তুমি মরনি। ভালই।

অনিলা। আমি ম'রেছি মোহিত, আমি ম'রেছি। তোমায় একবার দেখবো ব'লে কেবল প্রাণ রেখেছিলাম, তোমার আগেই আমি যাচ্ছি দেখ। কিন্তু তুমি এমন অমূল্য জীবন কেন আমার জন্যে নষ্ট ক'রলে? আমরা মেয়েমানুষ, কীট-পতঙ্গের মত জন্মাই, মরি। আমার জন্য এত ত্যাগ কেন? আমি বড় ভাগ্যবতী মোহিত! তুমি আমার জন্যে প্রাণ দিলে—আমার মরণে আজ কত সুখ!—আমার জীবন সার্থক হ'লো। দেখি, এই অস্ত্রে তোমার কত ব্যথা লেগেছে। ( মোহিতের বুক হইতে বড়্শা তুলিয়া লইয়া ) এই দেখ,—

মোহিত। দাঁড়াও, আমায় বাঁচাতে পার?

অনিলা। দেখি, দেখি,—( বস্ত্র দ্বারা মোহিতের ক্ষত স্থান চাপা দিয়া ) একি? একদিক চেপে ধ'রছি তো অন্য দিক দিয়ে দ্বিগুণ বেগে রক্ত বা'র হ'চ্ছে—কি করি? আমি কি ক'রে বাঁচাই?

মোহিত। বাঁচতে হবে ভেবে আঘাত করিনি,—অনিলা!

অনিলা। কি ব'লবে বল; আমি—এই যে, এখানে।

মোহিত। দেখতে—পা—চ্ছি—নে।

অনিলা। আর কেন? মোহিত, এই দেখ,—এই দেখ—

( বক্ষে বড়্‌শাঘাত—মোহিতের পার্শ্বে পতন ও মৃত্যু )

মোহিত। যাক্—ওঃ—( মৃত্যু )।

( শশধরের প্রবেশ )

শশধর। মোহিত! মোহিত! কোথা গেলে? কোথা গেলে? এঁ্যা! একি! একি! একি ভয়ঙ্কর! মোহিত! অনিলা! তুইজনেই রক্ত স্রোতে সাঁতার দিচ্ছে! একি! মোহিতের অস্ত্র অনিলার বক্ষে? তু'জনেই আত্মহত্যা ক'রেছে? অনিলা জলে ডুবে মরেনি? এইখানে ছিল? কি শোচনীয় ব্যাপার! কি তুর্ভাগ্য! ভাই, এই মিলনের জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়েছিলে? এই পরিণামের জন্য হৃদয়ের সমস্ত বল, সকল উৎসাহ, সকল চিন্তা একমুখী হ'য়েছিল? ভগ্নীর দেহপাতে, মাতাপিতার আসন্নমৃত্যুতে, আমার কাতরতায় বিচলিত হলেনা— এই লক্ষ্যভেদ ক'রতে ছুটলে? আমি ধরতে পারলাম না? এতদিন পাছু পাছু এসে আজ তোমার সঙ্গ হারা হ'লাম! এমন তুর্লভ জীবনের এই পরিণাম। চিরকাল অন্তরে কত মহৎ সঙ্কল্প পোষণ ক'রে, সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ ক'রে, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পেয়ে—নিষ্ফল প্রণয় সাগরে সব বিসর্জ্জন দিলে? ধন্য তোমার ভালবাসা! মানুষের নৃশংসতায় যদি এই ভালবাসা প্রতিহত না হ'ত, তোমাদের গৃহ আজ কৈলাস পুরীতে পরিণত হ'ত। তোমরা তুজনে হরগৌরীরূপে জগতে বিরাজ ক'রতে। তোমাদের সন্তান-সন্ততি জগতের কত শোভা বর্দ্ধন ক'রত। এ জগতে তোমাদের প্রণয়ের স্থান হ'ল না, নিশ্চয় এ

প্রণয়ের স্থান অন্য কোনখানে আছে। এই অল্প দিনের জন্য ভগবান এত উপাদান দিয়ে মনুষ্য সৃষ্টি করেননি। তোমার চিরবাঞ্ছিত সুখ তুমি ভোগ করবে। আমিই কেবল এ সংসারে একলা হ'লাম। মোহিত!

( যাদবের প্রবেশ )

যাদব। মা, তুমি কোন্ তীরে গিয়ে ঠেকলে? তোমার দেহ শৃগালকুক্কুরে ছিঁড়ে খাবে, আমি সৎকার ক'রতে পাব না? কে দাঁড়িয়ে—শশধর?

শশ। যাদব বাবু, অনিলা তো জলে ডুবে মরেনি।

যাদব। মরেনি?

শশ। না, এই দেখুন। বড়্শাঘাতে আত্মহত্যা ক'রেছে। এই দেখুন, মোহিতও আত্মহত্যা ক'রেছে। এই বড়্শা কিছুক্ষণ আগে মোহিতের হাতে দেখেছিলাম, সে আমার মুখে, অনিলা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে শুনে, নিজের প্রাণ বধ ক'র্‌বে ব'লে ছুটে এলো। আমি আস্‌তে আস্‌তে এই কাণ্ড?

যাদব। ও বাবা, একি কাণ্ড! একি ভীষণ দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব মিলন! সর্ব্বস্ব পণ করেও আমি যে মিলন ঘটাতে পারিনি, এরা প্রাণ দিয়ে তার সমাধা ক'রলে। আমি অক্ষম পিতা! আমায় চক্ষে এই দেখতে হ'লো। হা ভগবান! ( মস্তকে করাঘাত )

শশ। কি ক'রবেন বলুন। আপনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ( নেপথ্যে যজ্ঞেশ্বর।—মা, কি করলি? বাবার কষ্ট দেখতে পারলিনে? এখন যে বুক ফেটে যায়, মা? এ কষ্ট কে নিবারণ করে মা? )

( কমলার দেহ বহন করিয়া যজ্ঞেশ্বর ও অন্নপূর্ণার প্রবেশ )

অন্ন। কি করলি মা, আমরা কি ক'রে তোকে ভাসিয়ে দিয়ে যাব মা।

যজ্ঞে। দয়াময়ি! আমার দুঃখে বড় প্রাণ কেঁদেছিল? নিঃসহায়, নিরাশ্রয় পিতার কষ্ট সইতে পারলিনে? মা না হলে সন্তানের দুঃখ কে বুঝবে মা? আমি তোকে ফেলে যেতে পারবো না। তোকে নিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে ফিরব।

শশ। আমাদের দেরী দেখে নিজেরাই শব নিয়ে এসেছেন? এইখানে রাখুন, এইখানে।

যজ্ঞে। গাঁয়ে একটা লোক নেই,—গঙ্গার ঘাটে এত লোক?

যাদব। যজ্ঞেশ্বর বাবু, এই দেখুন, আপনার পুত্র মোহিত। এই দেখুন, আমার কন্যা অনিলা। দুইজনে বড় শাঘাতে প্রাণ বধ ক'রেছে। কি শোচনীয় মিলন দেখুন! টাকা চান?

যজ্ঞে। ও বাবা! একি—একি! ঢাক, চোখ ঢাক। দেখোনা—দেখোনা। ( পতন )

যাদব। না, না, দেখুন। অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন, বিয়েতে অনেক টাকা নেবেন স্থির ক'রেছিলেন, দেখুন, চেতনা হ'ক। আমি কন্যার পিতা। আর একটি কন্যা থাকলে, তারও এই দশা দেখতে হ'ত। আমাদের হৃদয় পাষাণ। আমাদের জীবনে সুখ দুঃখ নেই, বাৎসল্য স্নেহ নেই। আমরা সব সইতে পারি।

অন্ন। বাবা মোহিত! ( মোহিতের পার্শ্বে পতন ও মৃত্যু )

যজ্ঞে। তোমরা মার, সবাই মেলে আমায় মার, আমার প্রাণ বার ক'রে দাও। আমি গেলাম, গেলাম—( মৃত্যু )

শশ। যাক্, সব যন্ত্রণার শেষ হ'ল। যাদব বাবু, আর দেখ্‌ছেন কি? এখন বুক বাঁধুন। যতদিন বেঁচে থাকতে হবে, কর্ত্তব্যপালন করতে হবে। আসুন, এদের সৎকারের ব্যবস্থা করি।

যাদব। তাই কর বাবা।

## যবনিকা পতন

# শুদ্ধি-পত্র

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৫ | ৯ | ঘব | ঘর |
| ১৮ | ১২ | একটি | একটা |
| ২৯ | ৪ | উপযুক্ত: | উপযুক্তা |
| ৩৫ | ১৬ | অঙ্গীভূত | অঙ্গীভূতা |
| ৩৯ | ১৫ | খোটেল | খোটেল |
| ৫৮ | ২১ | । | , |
| ৮৯ | ৭ | সর্ব্বস্থা | সর্ব্বস্ব |
| ১২৯ | ৫ | অজ্রিৎ | অজিত |
| ১৫৬ | ১৩ | হ’য়েছে | হ’য়েছ । |